সর্ব্ব ধর্ম্ম গ্রন্থাবলী

শ্রী শ্রীমৎ আনন্দ স্বামী মহারাজ প্রণীত
১। প্রকৃত তত্ত্ব
২। যোগ প্রণালী
৩। সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালী
৪। সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত (১ম ভাগ)
৫। সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত (২য় ভাগ)
৬। সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন তত্ত্ব ও প্রণালীর সারমর্ম

শ্রী শ্রীমৎ লব চন্দ্র পাল প্রণীত
১। সর্ব্ব ধর্ম্মের সেবা
২। সর্ব্ব ধর্ম্মের সার কথা
৩। সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধনা
৪। সর্ব্ব ধর্ম্মের আদর্শ
৫। শ্রী শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ
৬। ছাত্র-গুরু
৭। আশীর্ব্বাদ
৮। সর্ব্ব ধর্ম্ম ও মিশন প্রকৃতি

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার প্রণীত
১। শ্রী শ্রীমৎ কর্ত্তা মহারাজ
২। সার সংগ্রহ

মিশন হইতে প্রকাশিত
১। সর্ব্ব ধর্ম্ম আরতি ও বিধি
২। শ্রী আনন্দের বাণী
৩। শ্রী গুরুর বাণী

প্রাপ্তিস্থান
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
প্রধান কার্য্যালয়
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত | প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ | শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দস্বামী

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

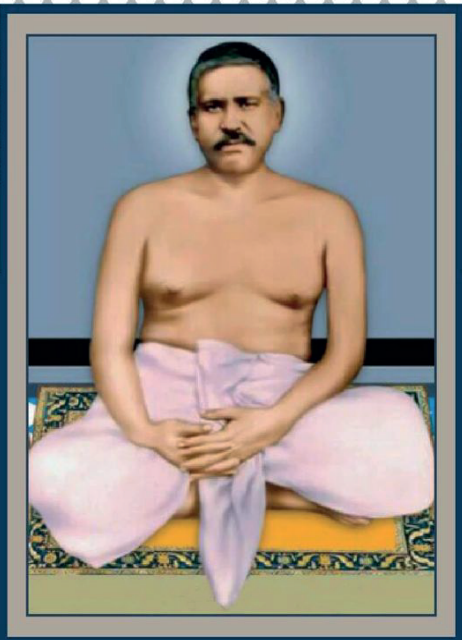

শ্রী শ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দস্বামী

কর্ত্তৃক বিরচিত

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত

(প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)

শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
প্রধান কার্যালয়
ভোলাচং, বি.বাড়ীয়া
বাংলাদেশ

প্রকাশক

শ্রী সন্তোষ চন্দ্র পাল
সেক্রেটারী
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
[প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

অষ্টম সংস্করণ আনন্দাব্দ : ১৮৮।
৫ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

মুদ্রণে ডিজাইন টাচ্
১৯০/সি, ফকিরাপুল, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৭১২ ৩৯৩৬২১

মূল্য ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র।

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"

জয়দেব দয়াময় তুমি, তুমিই ধন্য, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই সঙ্গীত বহির প্রথম সংস্করণে কোন ভূমিকা দেওয়া হয় নাই। সে সময়ে ভূমিকা লেখিবার কথা আমার মনেও আসে নাই। কারণ এই সকল সঙ্গীত মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিযোগে প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরীয় বাণী জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এই সকল সঙ্গীত লিখিত হওয়ার সময় বাবার সম্মুখে বসিয়া দেখিয়াছে তাহারা আমাকে বলিয়াছে এই সকল সঙ্গীত লিখিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন এবং চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁহার হস্ত এই সকল সঙ্গীত লিখিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গীতের কোনটাতেই তাঁহার নিজ নামের ভণিতা নাই বরং কোন কোন সঙ্গীতে, তাঁহার যে কোন শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতটি লিখিত হইয়াছিল তাহারই নাম ভণিতা মধ্যে আছে। এই সকল গানের অধিক সংখ্যক ১২৯১ সনে প্রাত্যহিক উপাসনার সময় লিখিত হইয়াছে। ১২৯১ সনের ২৮শে ভাদ্র উপাসনার সময় যে গান রচিত হইয়াছিল সেই গানটি এই বহির প্রথমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের গান সকল প্রথম ভাগের শেষ অংশে লিখিত আছে। ১২৯১ সনে এইরূপে লিখিত উপাসনা এবং সঙ্গীতকে 'সাধন তত্ত্ব' নামে নিজেই নামকরণ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল সঙ্গীত অধ্যাত্ম ঈশ্বরীয় যোগের সঙ্গীত, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যোগযুক্ত না হইয়া কেবল ভাষা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। একটি গানেতে লিখা আছে-

"কুশাগ্রীয় বুদ্ধি যারা, ভ্রমেতে পড়িল তারা,
জানিল না বুদ্ধি হারা, হ'ল মা তোমার কারণ।"
(সর্ব্ব-ধর্ম্ম গীত ১ম ভাগের ১৫২ নং গান)

বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া কাহাকেও এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা ইহাই বলিতে পারি যে, নাম জপ দ্বারা হৃদয় ঈষৎ উন্মেষিত হওয়ার পূর্ব্বে এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই; এবং আমার মনে হয় নাম জপাদি দ্বারা ঈশ্বরপ্রেম কিয়ৎ পরিমাণে লাভ না করিলে এই সকল সঙ্গীতের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

- শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী।

ভূমিকা

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত প্রথম ভাগ, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মিশন কর্ত্তৃক এই প্রথম বার প্রকাশিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ আরও দুইবার প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ পঞ্চাশ বৎসর হয় বাহির হইয়াছিল। এই গ্রন্থের সঙ্গীত সমস্তই পরমারাধ্য গ্রন্থকর্ত্তার ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থায়ই বিরচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত "সর্ব্ব-ধর্ম্ম" কত উদার ও সার্ব্বভৌমিক। এই গ্রন্থের সঙ্গীত সমালোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবে যে, তিনি সঙ্গীতেও কত উচ্চ অধিকারী ছিলেন। নিম্নে তাঁহার একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল ঃ-

সাধন সিদ্ধ হলনা, ছিল এই ভাবনা।
কাল শমনে ঘেরিল ভুবন, বিষয় রসে লাঞ্ছনা ॥
মন বলে কবে যাবে রে যাতনা, বিষয় সমুদ্রে নাই সান্তনা;
মানস-পটে মুদ্রিত কুবাসনা, হল জীবন শেষ, কেন ভেবে দেখ না।
কত ব্যাস-বাল্মীকি, ঈশা, মুশা, শিব-শুক-নারদ করি
আশা-বান্ধিল সেতু মিটাইতে ধর্ম্ম পিপাসা, মানব কুলের দুঃখ
আর ঘুচিল না।
আপদ-ভঞ্জন দয়াময় নাম, আইল করিতে সকলে সিদ্ধকাম,
আলোকিত করিয়া হৃদয় ধাম, করিবে পূরণ সাধকের সাধনা।

ছিল অর্দ্ধযোগ বিপদ সাধনে, গেল সে ভয় আজ এ নামের গুণে; কাল রাত্রি পোহাইল, দেখরে নয়নে, শুভ তপন উদিল, যাবে বিড়ম্বনা।

আশা করি ধর্ম্মার্থী সকলেই গ্রন্থখানার সমাদর করিবেন।

ইতি-

শ্রী রসিক মোহন আচার্য্য

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন,

হেড অফিস-উজানচর, ত্রিপুরা,

তারিখ-২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল।

+

জয় দয়াময়

ভূমিকা

সর্ব্ব ধর্ম্মাবতার শ্রী শ্রীমৎ আচার্য্য আনন্দ স্বামী মাহারাজ সঙ্গীতে উচ্চ অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার গান অতিশয় গভীর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। আনন্দ মহারাজ এই সকল সঙ্গীত লিখিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন এবং চক্ষুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁহার হস্ত এই সকল সঙ্গীত লিখিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গীত মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধিযোগে প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ঈশ্বরীয় বাণী জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল সঙ্গীতের কোনটাতেই তাঁহার নিজ নামের ভণিতা নাই বরং কোন কোন সঙ্গীতে তাঁহার যে শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্গীতটি লিখিত হইয়াছিল তাহারই নাম ভণিতা মধ্যে আছে। এই সকল গানের অধিক সংখ্যক ১২৯১ সনে প্রাত্যহিক উপাসনার সময় লিখিত হইয়াছে। ১২৯১ সনে লিখিত উপাসনা এবং সঙ্গীতকে 'সাধন তত্ত্ব' নামে নিজেই নামকরণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সঙ্গীত অধ্যাত্ম ঈশ্বরীয় যোগের সঙ্গীত, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যোগযুক্ত না হইয়া কেবল ভাষা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। নাম জপ দ্বারা হৃদয় ঈষৎ উন্মোষিত না হলে এবং ঈশ্বরপ্রেম কিয়ৎ পরিমাণে লাভ না করিলে এই সকল সঙ্গীতের মর্ম কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

সর্ব্ব ধর্ম্ম গীত প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এর ইতঃপূর্বে প্রকাশিত সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় মিশন পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত গ্রন্থ দুইটি একসাথে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো।

আশাকরি ধর্ম্মার্থী সকলেই গ্রন্থখানার সমাদর করিবেন।

যে ভক্তগণের দানের অর্থে এই গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল।

পরলোকগত রাখাল চন্দ্র গুহের পূণ্য স্মৃতির স্মরণে

স্ত্রী	পুত্রগণ
ভানুমতি সাহা রায়	১। শ্রী রবীন গুহ
নরসিংদী	২। শ্রী রথীন গুহ
	কণ্যা
	শান্তা গুহ (দেব)
	নন্দন কানন (১ নং গলি)
	চট্টগ্রাম।

দয়াময় প্রভু তাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন।

আনন্দাব্দ : ১৮৮
৫ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

নিবেদক
শ্রী সন্তোষ চন্দ্র পাল
সেক্রেটারী
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
০১	১৭৯	অধম তারণ বিপদ ভঞ্জন	৮৭
০২	১৪৮	অপরাজিত বরণে তোমার মুখ	৭২
০৩	১৯	অভয় পদে দাও হে দাসে স্থান	১০
০৪	২৬	আকার্য্য-কালহরণং কিং	১২
০৫	১৮২	আজ আমাদের নাই আর কিছু	৮৮
০৬	১৬	আজ কেন মন আমার র'লে ভুলে	০৮
০৭	৭০	আজি আনন্দে কর, বিভূগুণ গান	৩৪
০৮	২৫	আনন্দং শান্তং শিবদং, স্মর জগদীশং	১২
০৯	১৯৮	আমার মন কেনরে ঘোরে	৯৬
১০	১৪	আমি চাই না কিছু আর	০৭
১১	১৯১	আমি জানি মা তোমার চাতুরী	৯২
১২	২১	আমি তোমার হৃদয়ের ধন	১০
১৩	১৬৭	আমি বধির হয়ে আছি তারা	৮১
১৪	৫৬	আর কতকাল থাকবে ঢাকা তোমার	২৬
১৫	৭৬	আর কিছু নাহি চাই	৩৬
১৬	১৪৬	ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ অতীন্দ্রিয় সুখকর	৭১
১৭	১৭২	ইহ পরলোক দয়াময়, তোমার স্থান	৮৪
১৮	১০১	একবার আশা কর সুসার হবে মনের ভালবাসা	৫১
১৯	১০০	একবার ভজ মন গুরু পাদপদ্মে,	৫০
২০	১১৪	একবার ভজ মনরে তাঁহারি চরণ	৫৬
২১	১৬৫	একবার ভজ মন দয়াল হরি জীবনের	৮০
২২	৮৪	একবার ভজ মন হরি দয়াময়	৪০

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
২৩	১৯৫	একবার মনের সাধে নৃত্য কর	৯৪
২৪	১০	একবার হের গো আমায় নয়ন-কোণে	০৫
২৫	৬১	এক স্থানে মনের বাঞ্ছা করিব পূরণ	২৮
২৬	৪৬	এ রাজ্য কি সে রাজ্য হবে	২১
২৭	০৭	এল শেষ দিন, নর নারীগণ	০৪
২৮	৯৭	এস ওহে ভাই, সবে মিলে যাই	৪৮
২৯	১৭১	এস গো জননী তুমি হৃদয় কমল দলে	৮৩
৩০	১৭৪	কর গো বিষয় খেলা বিলক্ষণ	৮৫
৩১	২০০	কর তুমি করি আমি এই কথা মনে	৯৭
৩২	১২৫	করহ আমার সঙ্গে যোগ	৬১
৩৩	১০৫	করিলে কৃপাদান, তুমি দয়াময় করুণা	৫২
৩৪	৭২	করিলে বিষয়-যোগে, কত যে আনন্দ লীলা	৩৫
৩৫	১২৩	করুণাময় হরি একবার দাও হে চরণ	৬০
৩৬	৫৩	কল্যাণ কর গো শিবে, অবশ ইন্দ্রিয় জীবে	২৪
৩৭	১১০	কাল বর্ণে মজিল আমার মন	৫৫
৩৮	৫৭	কি আশ্চর্য্য ভূবন বিজয় করিল সাধকবৃন্দ	২৬
৩৯	৪৮	কি কাজ আর সংসারে আমার	২২
৪০	১৬৪	কি কাজ সংসারের সেবায়	৮০
৪১	১৯৪	কি কাজে আছরে ও মন হৃদয় তব নহে সরস	৯৪
৪২	৪৭	কিঙ্করে তার মা তারা হয়েছি শরণাগত	২১
৪৩	৩৪	কৃপা হলে সাধনেতে সিদ্ধি হবে	১৬
৪৪	১৭০	কে আর করিবে তব নিস্তার যম যন্ত্রণাতে	৮৩
৪৫	১৬৩	কে করিবে তব নাম অমৃত রসে বিহার	৭৯
৪৬	১৫২	কে জানে তোমার মর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়া আমি অধীন	৭৪
৪৭	৩৫	কে জানে তোমার লীলা হরি দয়াময়	১৭
৪৮	১৬০	কে জানে হে দয়াময় তোমারে	৭৮

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
৪৯	২৪	কেন ভুল তাঁহাকে	১১
৫০	১৮৪	কে তোমারে করবে সুখী বল রে অবোধ মন	৮৯
৫১	১৬৮	কেনরে ভ্রান্ত মন হয়ে আছ অচেতন	৮২
৫২	১৮০	কেবা জানিবে মর্ম্ম তোমার কর্ম্ম নাই	৮৮
৫৩	৩৮	কেরে অপরাজিত বরণী, বিরাজে	১৮
৫৪	৪৫	কৈ আর যাব আমি তোমা বই আর	২১
৫৫	১৩১	কৈবল্য ধামে যাবে কে আয়রে তোরা	৬৪
৫৬	০১	গায় পরং তং মাধুরং	০১
৫৭	০২	গেল অশুভ, শুভ দিন, নয়ন ভরি দেখরে	০১
৫৮	৮২	ঘুচাও গো মা ব্যাধি পীড়া, আর ত জ্বালা	৩৯
৫৯	১৯৬	ছাড় রে মন কুমন্ত্রণা	৯৫
৬০	২০২	জগতবাসী তোরা নাম সাধনে	৯৮
৬১	৩২	জন্ম শোধ হবে তোর এই সুসময়	১৫
৬২	৫১	জানিনা তুমি হে নাথ কর কত ছলনা	২৩
৬৩	১৮৫	জীবন সংশয় হল রসকূপ তব দেখি	৯০
৬৪	৭৭	ঠেকিল জীবন-তরণী, ভবের নদীতে;	৩৭
৬৫	৩৩	ডাকলে দেখা দেয় না কাঙ্গাল বলিয়ে	১৬
৬৬	৩০	ডুবিলাম রূপের ঘরে অরূপ মাধুরীর কলে	১৪
৬৭	৭৪	তব করুণাতে দয়াময়	৩৬
৬৮	৬২	তব চরণ কমলে থাকিব সদা জননী	২৯
৬৯	১৭৫	তাহাকে হের রূপ নয়নে পাইবে গুণনিধি	৮৫
৭০	১২২	তুমি আমার ধাতা বিনয়াবনত শিরে	৬০
৭১	২৯	তুমি জল তুমি স্থল, তুমি ক্ষিতি পাবক পবন	১৩
৭২	১৪৯	তুমি যদি কর কৃপা নাই আমাদের কোন ভয়	৭৩
৭৩	১১৮	তুমি যদি কর কৃপা পাই সদা সান্ত্বনা	৫৮
৭৪	১৬৬	তুমি যারে সুখী কর থাকে না তার দুঃখ ভার	৮১

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
৭৫	১৮৬	তুমি রাম হরি কৃষ্ণ কৃপাকারী মরি মরি	৯০
৭৬	৫৮	তুমি সত্য তুমি নিত্য পরমার্থকারিণী	২৭
৭৭	১৬৯	তুমি হরি, তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃপণ ধন	৮২
৭৮	১৪৫	তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সম্পদ বিপদ	৭১
৭৯	১৯২	তোমাকে পাইব মনে আশা আছে সুবিস্তর	৯৩
৮০	২০১	তোমার মত আর কেহ নাই সংসারে	৯৭
৮১	৭৯	তোমায় দেখিব নয়ন ভরিয়ে	৩৮
৮২	৮৬	দয়া ছেড়না হে প্রেমের সাগর	৪১
৮৩	৩৯	দয়াময় ! তুমি সাধ পূরাইলে না	১৮
৮৪	১৪৭	দয়াময় তুমি সাম্রাজ্য, তুমি যজ্ঞ যাগ	৭২
৮৫	২০৩	দয়াময় তুমি হরি বিপদ কান্ডারী	৯৮
৮৬	১২১	দয়াময় দীনবন্ধু বিপদ ভঞ্জন হরি	৫৯
৮৭	১২০	দয়াময় দীনবন্ধু রক্ষা কর দীনজনে	৫৯
৮৮	১৯০	দয়াময় নাম পরম কারণ কলুষণাশন হৃদয়	৯২
৮৯	১২৯	দয়াময় নাম বলরে বদনে	৬৩
৯০	৮৯	দয়াময় নাম শান্তি-সুধা	৪৩
৯১	১৩৭	দয়াময় নামে বিকাইল জগত কারণ	৬৭
৯২	৮৩	দয়াময় নামের গুণে, ভব বনে তরে যাবে	৪০
৯৩	১৯৭	দয়াময় পূর্ণ কর মনের আশা	৯৫
৯৪	১৩৩	দয়ার সাগর তুমি করুণা নিধান	৬৫
৯৫	০৩	দয়াল নামের মহিমা রে পৃথিবীতে হইল প্রচার	০২
৯৬	৪৯	দয়াল হরি কৃপা করি, করলে দুঃখ পরিহার	২২
৯৭	১১৬	দীনবন্ধু কর কৃপা সন্তানগণে	৫৭
৯৮	৮০	দীনবন্ধু দয়াল হরি, একবার	৩৮
৯৯	৫০	নরকান্তকারী স্বরগ ভোগে আছে কি সাধ	২৩
১০০	১৪২	নিবাস ভূমিতে থাক ওরে ও মন শুয়াপাখী	৬৯

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১০১	১৩৯	পথ ভ্রান্ত পথিক আমি, অভ্রান্ত সাগর তুমি	৬৮
১০২	৭১	পরম জ্ঞান ধ্যান কর রে, সাধ রে প্রেম	৩৪
১০৩	৪৩	প্রেম সুধা করহে বিধান	২০
১০৪	০৪	প্রেমে জগৎ মাতিল রে,	০২
১০৫	৮৭	প্রেমেতে জাগরিত সাবহিত হয়ে দেখ	৪২
১০৬	১৫০	প্রেমের মুরতি আজ আসিল বিষয় যোগে	৭৩
১০৭	১৫১	প্রেমের মুরতি সদা চিত্ত চকোর	৭৪
১০৮	১০৭	বলরে একবার মনের সাধে মধুর দয়াময়	৫৩
১০৯	১৫৭	ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক আনন্দময় দয়াময়কে	৭৬
১১০	৯৩	বিগলিতভাবে একবার দেখ রে সেই অনাথ	৪৫
১১১	১২৭	বিদায় দেহ জননী গো আমরা তোমার কোলে	৬২
১১২	২০৪	বিপদে কান্ডারী আর কেহ নাই রে	৯৯
১১৩	১৩৬	বিরস বদন তোমার সরস দেখিব কবে	৬৬
১১৪	১০২	বিরস বদনে কেন আছরে মন নিরবধি	৫১
১১৫	১৫৬	বিলাসে আছ বসে সুবাসিত অন্ন খেয়ে	৭৬
১১৬	৫৫	বিলাসেতে নৃত্য কর, অবিনাশ ভাব মনে	২৫
১১৭	৭৫	বিশ্বজন-বন্দন সুন্দর, ওহে জগন্নাথ শিব বিশ্ব	৩৬
১১৮	১৮৯	বিষয় আশয় সকলি তোমার চরণ	৯১
১১৯	১৪১	বিষয় কর অবিষয়ে সংসার সন্তাপে যাবে	৬৯
১২০	৬৮	বিষয় রসাল বৃক্ষে তৃষিত চাতক তুমি	৩২
১২১	৯৯	বিষয় লালসা যোগে এসহে হৃদয়ে মম	৫০
১২২	২৭	বিষয়ে বিশালে, বিষমে জালে	১২
১২৩	১৪৪	বিষয়েতে অবিষয় সিদ্ধ কার্য্য সাধন বলে	৭০
১২৪	১১৫	বিষয়েতে নৃত্য গীত সময়ে সাধন বিনা	৫৭
১২৫	১৬২	বিষাদিত মন তব কেনরে অবোধ মন	৭৯
১২৬	১৫৯	ভজ মন নিরঞ্জন মধুর প্রেম ধন	৭৭

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১২৭	৪২	ভজ মনরে, দয়াল প্রভু দীনবন্ধু হরি পাপ	২০
১২৮	৬৬	ভরসা তব চরণ ওহে দয়াময় হরি	৩১
১২৯	৬৪	ভয়ে ভীত হয়ে আমি ডাকি দয়াময়	৩০
১৩০	১৭৩	ভাবে গদ গদ চিত্ত সংসারে নাই আশার	৮৪
১৩১	১৬১	ভাল মন্দ নাহি আমার পরম মাতার কাছে	৭৮
১৩২	৯৪	ভীত মন আছে সদা এ ভব বনে	৪৬
১৩৩	৯৮	ভীম গর্জ্জনে উঠিল গগনে দয়াময় নামের	৪৯
১৩৪	২৮	ভোগ বিলাসে রত, নর নারী সমুদায়,	১৩
১৩৫	৯৬	মধুময় হলো সংসার	৪৭
১৩৬	১৭	মন করবে আজ সে দয়াল পিতার নাম ঘোষণা	৯
১৩৭	১২৪	মন মসি দূর কর শিবরূপে কার্য্য কর	৬০
১৩৮	৬৩	মনমসি দূরে গেল বিকার হইল ক্ষয়	২৯
১৩৯	২০৫	মনরে আজ হরি নামে	৯৯
১৪০	২২	মন রে আমার মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে	১১
১৪১	৮১	মন রে বিরাম দিওনা আর; বলিতে	৩৯
১৪২	১৮	মনে আজ কররে সার, সে পদ মাধুরী	৯
১৪৩	১৫৩	মনে তাই ভাবি দুখ, সংসারে অবলাই	৭৪
১৪৪	১৮৭	মনে যত করি খেলা বেলা গেল হয় না	৯১
১৪৫	১৭৮	মনের অনুরাগে হরিণামে করবে সকল	৮৭
১৪৬	১৮৩	মনের অনুরাগে হরি বল রে মন বিমলা	৮৯
১৪৭	৪১	মনের আনন্দে এস প্রেমনীরে ভাসি সবাই	১৯
১৪৮	৬৯	মনের আনন্দে কর সদা, দয়াল পিতার	৩৩
১৪৯	৮৫	মনের আনন্দে বল হরি দয়াময়	৪১
১৫০	১৩৮	মনের আনন্দে বল হরি রাত্রি দিবা	৬৭
১৫১	১৯৯	মনের আনন্দে হরিনাম গাও	৯৬
১৫২	১৫৪	মনের আনন্দে বল দয়াময় নাম	৭৫

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১৫৩	৯৫	মনের আনন্দে বল সদা দয়াময় নাম	৪৬
১৫৪	৪০	মনের আশা হইবে পূরণ, যদি কররে	১৯
১৫৫	১১৯	মনের কামনা সিদ্ধ কর দয়াময় নামেতে	৫৮
১৫৬	১১৩	মনের বাসনা পুরাও দয়াময় নামে	৫৬
১৫৭	০৯	মনের বাসনা পূরণ হইবে কবে আর	০৫
১৫৮	১০৮	মরণ হইবে কেন সমাধি তব চরণে	৫৪
১৫৯	৫৪	মরি গো মনের খেদে জননী	২৫
১৬০	০৫	মরি হায় রে, মরি হায় রে, একি দেখি	০৩
১৬১	৪৪	মহেশ জননী দয়াময়ী কর দয়া	২০
১৬২	২০	মা গো তোমার চরণ কাশী	১০
১৬৩	৩৬	মাগো তোমার মনের সাধ পূর্ণ হবে	১৭
১৬৪	৭৩	মা ডাকি গো কাতরে	৩৫
১৬৫	১০৩	মা তুমি অমিয়া ভাষিণী হও সদা	৫২
১৬৬	১০৬	মা তুমি আছ গো হৃদয়ে,	৫৩
১৬৭	৮৮	মা তুমি করিলে বিষয়চ্ছেদ যবে	৪২
১৬৮	৩৭	মা তুমি দয়াময়ী জীবনেতে দাও সার	১৮
১৬৯	১২৬	মা তুমি হর দুঃখ কাতর জনে	৬১
১৭০	১৭৭	মানস বিহঙ্গ মতিভ্রম অতি	৮৬
১৭১	১৩৫	মানস সরস হবে করিলে নির্ভর	৬৬
১৭২	১৩৪	মানসেতে চিন্তা কর সমীপ সাধন	৬৫
১৭৩	১১২	মানসেতে পূর্ণ হল সমীপ সাধন	৫৬
১৭৪	১০৪	মা যদি করগো দয়া দয়াময়ী জননী	৫২
১৭৫	১১১	মায়ামোহ সংসারে তোমার প্রেমের ছবি	৫৫
১৭৬	১৪০	যখন যাই আমরা তোমার সদনে	৬৮
১৭৭	১৩	যদি করবে মনের আনন্দে বিরাজ সে	০৭
১৭৮	১৩২	যদি মন যাবে পারে রাখ ধরে, দয়াময় নাম	৬৪

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১৭৯	৩১	যম যন্ত্রণা দূর করি সকল লোকে	১৪
১৮০	১২৮	যম যন্ত্রণা দুর্ণিবার, সময়ে সাথী নাহি আর	৬২
১৮১	১৪৩	রহস্য সাধন কর পরম দয়াল নামে	৭০
১৮২	১৫৫	রাজ্য নাই আর তোমা ছাড়া সাধন সিদ্ধ	৭৫
১৮৩	১৫৮	রাজ্য নাই আর তোমা ছাড়া, হরি দয়াময়	৭৭
১৮৪	১৮১	রাজ্য লাভে নাহি কার্য্য তব চরণ বিমল	৮৮
১৮৫	১৯৩	রৌদ্র বৃষ্টি তোমার কার্য্য আছে হৃদয় কন্দরে	৯৩
১৮৬	১৮৮	লীলা রস মাধুরী চন্দ্রমা, জ্যোতি তব বিমল	৯১
১৮৭	৫৯	শমন দমন কর সহজ সাধন দিয়ে	২৭
১৮৮	১৫	শীতল হইবে যদি তবে প্রভুর নামের সুধা পান	০৮
১৮৯	৬০	সদানন্দময়ী সতত কর দান, তব প্রসাদ	২৮
১৯০	২৩	সম্পদ বিপদ সুখ সকলি তোমার, গো মা	১১
১৯১	০৮	সংসারে কি আছে রে সুসার। অবোধ মন	০৪
১৯২	১১	সবে, বল হরি হরি হরি। আর কি হরি নাম	০৬
১৯৩	৫২	সহজে পাইব কি মা তোমার দর্শন	২৪
১৯৪	৯০	সাধন সিদ্ধ হলো না, ছিল এই ভাবনা	৪৪
১৯৫	৯১	সাধিতে জীবনের আশা বল দয়াময় হরি	৪৪
১৯৬	৬৭	সাবিত্রীর ভাবে একবার এস হে দয়াময়	৩১
১৯৭	৯২	সুদিন আসিল চিন্তা নাই। মুখে দয়াল বল ভাই	৪৫
১৯৮	০৬	সেরূপ হেরবি, যদি নয়নে	০৩
১৯৯	৬৫	হরি, তুমি শিব দাতা বিশ্বের বিধাতা সিদ্ধ	৩০
২০০	১২	হরি নামের মালা দিলে জ্বালা ঘুচে যাবে	০৬
২০১	৭৮	হরি বল রসনা দীনের দিন কি এমনি যাবে	৩৭
২০২	১৭৬	হরি হে কৃপানিধি হৃদয়ে কর কেলি	৮৬
২০৩	১১৭	হৃদয় মনের বল দাও প্রভুহে এখন	৫৮
২০৪	১৩০	হৃদয় সরস তোমার আছে তাতে রবি শশী	৬৩
২০৫	১০৯	হৃদয় সহিতে ডুব শ্যামা মায়ের চরণ তলে	৫৪

দ্বিতীয় ভাগ

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
০১	০২	অধম তারণ, নাম বিচক্ষণ	০১
০২	১৬১	অধীনতা বিষয় জালে করিল	৮১
০৩	৪৯	অনুরাগ পূর্ণ হলে, যাবে সকল	২৭
০৪	৫৫	অবারিত দ্বার তব হৃদয় বিহারি	৩০
০৫	১৭৭	অসিতবরণী অসিতনাশী আইল	৯০
০৬	২৩	আছিহে পরিয়ে তব পদে	১৩
০৭	১১৪	আজ আমরা উৎসবে মাতি	৫৮
০৮	৮৩	আজ আমরা করব প্রেম	৪৩
০৯	৯০	আজ আমরা পূর্ণ ভাবে করিব	৪৭
১০	৬৮	আজ আমরা যাব কোথা তোমা	৩৬
১১	৭৯	আজ আমার মনে হলো	৪২
১২	১২৯	আজ আমাদের সেই দিন যে	৬৫
১৩	৭৭	আজ কর তোমার পদে আশা	৪১
১৪	৬২	আজ কেন তোমার নামে হল	৩৩
১৫	১৪০	আজি দয়াময় নামে পুরাইব	৭০
১৬	১৫৫	আজি শুভদিনে মন প্রাণ	৭৮
১৭	১৩২	আজীবন রাজ্য সুখ দেও	৬৭
১৮	১০৩	আদরেতে করে কেলী	৫৩
১৯	১৪৫	আন্দোলিত মনে একবার	৭৩
২০	৭৬	আমি অকিঞ্চন দীন হীন	৪০
২১	৬৩	আমি তুমি এক কথা	৩৪

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
২২	১০৯	আমি তোমার নই গো এখন	৫৬
২৩	১৩৮	ইহ পরলোকে দয়াময় তুমি রাজা	৭০
২৪	১১৫	উৎসব আনন্দে মাতিলরে মন	৫৯
২৫	১৫২	উৎসব আনন্দে মাতিলরে মন ভৃঙ্গ	৭৭
২৬	১৮০	উৎসবে আজ মাতরে মন	৯২
২৭	১৮৩	উৎসবে মাতিয়া সবে	৯৩
২৮	৮৭	একবার চল যাই পিতার নিকেতনে	৪৫
২৯	২০৭	এল পার্ব্বতীর প্রেম জীবন সাধনে	১০৪
৩০	২০৯	এল শরতের মধু মাখা	১০৪
৩১	১৮৪	এলরে আজ স্বর্গরাজ্য ধরাতে	৯৪
৩২	১৭৪	এলরে ভবনদীর কর্ণধার	৮৯
৩৩	৮১	এসোগো জননী তুমি আমার হৃদয়	৪২
৩৪	৪০	এস যাই আমরা ভবের বাজারে	২২
৩৫	১৫৯	এসহে জীবন সখা করি তোমাকে	৮০
৩৬	১৬৮	ওমুখ চন্দ্রমা প্রকাশ শশীমুখি	৮৬
৩৭	১৫৭	ওহে কার্য্য সাধক সিদ্ধির বিধায়ক	৭৯
৩৮	১৮৭	করবে যদি প্রেমামৃত পান	৯৫
৩৯	০৩	কররে আমার পথে পথ	০২
৪০	১৯	কর সত্য নিত্য তুমি	১১
৪১	২২	করিলে পূরণ তুমি মাতৃ স্তন দুগ্ধ	১২
৪২	১৬০	কাজ কি আমার গৃহবাসে	৮১
৪৩	১৫৪	কালীনাম সুধাপানে মাতিলরে	৭৮
৪৪	৪৪	কি অপরূপ সাধনের মধ্যে	২৪
৪৫	১৭	কি ভাবে আছরে	১০

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
৪৬	১৯১	কিভাবে আছ হৃদয়ে ওহে দয়াময়	৯৭
৪৭	১৪৮	কে কার জন্য কান্দেরে	৭৪
৪৮	৬৪	কে কোথায় আছরে ভাই	৩৪
৪৯	৭২	কে জানে তোমার, কি আছে	৩৮
৫০	১৫৬	কে জানে তোমারে নাথ তুমি	৭৯
৫১	১১০	কে তোমারে পারে জানিতে	৫৬
৫২	৮২	কে পারে জানিতে তারা	৪৩
৫৩	৩৮(ক)	কে পারে জানিতে তোমার স্বরূপ	২১
৫৪	১৮৯	কেমনে পাইব তোমায় হরি দয়াময়	৯৬
৫৫	১৩৭	কেরে আজ মনের আশা পূরাবে	৬৯
৫৬	২১১	কেশব হরি রুদ্র রূপ কুশল	১০৫
৫৭	১৬৯	কোথা হে নাথ দয়াময়	৮৬
৫৮	১৬৭	ক্রীতদাসে মাগে ভিক্ষা	৮৫
৫৯	১৭২	চঞ্চল চিত্ত সাধনেতে	৮৮
৬০	১১	চল মন যাই পিতার আলয়ে	০৭
৬১	৯৪	চল যাই সকলে মিলে	৪৯
৬২	১২২	চাহে তোমায় সবে সংসারে	৬২
৬৩	১২৪	চৈতন্যলীলা শেষ হল	৬৩
৬৪	১৬৪	ছিন্নমস্তা শরৎশশী	৮৩
৬৫	১৬৫	জগজ্জন মনোমোহন হরি	৮৪
৬৬	১৩৪	জয় দয়াময় নামে একবার মাতরে মন	৬৭
৬৭	২০১	জয় দেব দয়াময়	১০২
৬৮	২০২	জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়	১০২
৬৯	৮৬	ঝঙ্কারে মধুকর	৪৫

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
৭০	১২	ডুবল সাধের তরী	০৭
৭১	১৭৮	তরণী সাধন হইল পূরণ	৯১
৭২	১৫৩	তারে কররে মনে	৭৮
৭৩	৮৮	তুমি আমার আমি তোমার	৪৬
৭৪	১৫	তুমি আমার কার্য্য	০৯
৭৫	১৯৯	তুমি আমার সকল সুসার	১০১
৭৬	২৮	তুমি এসহে করুণার নিধি হৃদয়	১৬
৭৭	১০৭	তুমিগো তারা বিপদ নাশিনী	৫৫
৭৮	৮০	তুমি যদি আমার হয়ে থাক	৪২
৭৯	৯৩	তুমি যদি হের থাকে না	৪৮
৮০	৫১	তুমি যদি হের মনে হয় না আর	২৮
৮১	৪৫	তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সাধন সিদ্ধ	২৫
৮২	৯৭	তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সাধ্য কার্য্যে	৫০
৮৩	৩৫	তুমি হরি দয়াময় নানকের ঠাকুর	১৯
৮৪	২৯	তুমি হৃদয়বল্লভ হরি	১৬
৮৫	১০৪	তোমার মত, আর কে আছে আমার	৫৩
৮৬	৭১	তোমার মত কে আছে আমার যদি দাওগো	৩৮
৮৭	১১৭	তোমার মত কে আছে আমার	৬০
৮৮	৭৮	তোমার সাধন করে নর নারীগণ	৪১
৮৯	২০	দয়াময় তুমি আমার আমি তোমার	১১
৯০	৮৯	দয়াময় দয়া কর কাঙ্গাল জনে	৪৬
৯১	১১৬	দয়াময় নাম পূর্ণ পরাৎপর	৫৯
৯২	৫৮	দয়াময় নাম সাগর সমান আইল	৩১
৯৩	১৮১	দয়াময় নামে আইল জীবন সাধন	৯২

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
৯৪	৪৮	দয়াময় প্রেম কর কুশলেতে আজ	২৬
৯৫	৭৫	দয়াময় প্রেমে পূণ্যে তোমার শয্যা অতি	৪০
৯৬	৬৬	দয়াময় বল হরিনামে চল ভাই	৩৫
৯৭	৪৭	দয়াময় রাজ্য কর কার্য্য সফল	২৬
৯৮	১৩০	দয়াময় রাজ্য কর উল্লাসেতে	৬৬
৯৯	৯২	দয়াময় রুদ্ররূপী তেজ তুমি আমি অধম	৪৮
১০০	৭৩	দয়াময় হরি অবতীর্ণ ধরাধামে	৩৯
১০১	৩৭	দয়াময় হরি নাম, সাধরে শান্তিধাম	২০
১০২	৫৪	দয়াময় হৃদয় বিলাসী	২৯
১০৩	৫০	দয়াময় হৃদয় মধ্যে	২৭
১০৪	১০	দীনবন্ধু হরি দয়া করে দেও প্রেমবারি	০৬
১০৫	৪১	দেওহে দয়াময় তোমার চরণ	২৩
১০৬	১৭০	দেব ঋষি আইল আজ সিদ্ধি দান করতে	৮৭
১০৭	১২৭	দে মা দেখা সময় কালে	৬৪
১০৮	১৭৯	নব নব ভাবে প্রেমের ধর্ম্ম	৯১
১০৯	১৬২	নমোহরি মাধব এই নামেতে ছিল শান্তি	৮২
১১০	১৫৮	নাম মধুময় মতি কুশল পূর্ণকরণ কারণ	৮০
১১১	১৭১	নারদ কোন্দলে মুনি বলে জগতে	৮৭
১১২	১৮২	নিত্যানিত্য ভাবে তোমার ঐশ্বর্য্য	৯৩
১১৩	৮৪	নিমন্ত্রণ এল এবার চল যাই সকলে	৪৪
১১৪	০৫	পরমারাধ্য হরি নামে আজ মাতরে	০৩
১১৫	১৫০	পরমারাধ্য হরি নামে, মাতিলরে জগত	৭৬
১১৬	১৮৫	পূর্ণ প্রতিমা সিদ্ধির ধাম বলরে সকলে	৯৪
১১৭	১৪৭	প্রকৃত, বিকৃত ভাব দিল স্বভাব	৭৪

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১১৮	১৯২	প্রীতি প্রণয় অবিনাশি রাজ্য কর্ম্ম	৯৮
১১৯	৯৬	প্রীতিময় তুমি হরি	৫০
১২০	১৪৬	প্রীতিময় হরি আজ মজাইল	৭৩
১২১	২০০	প্রেম কর দয়াল প্রভু	১০১
১২২	১৮	প্রেম কররে সর্ব্ব জীবে	১০
১২৩	১০১	প্রেম কর সদা তাহার সনে	৫২
১২৪	১৪৯	প্রেমনগরে উঠ্‌ল ধ্বনি দিন্‌ত বয়ে	৭৫
১২৫	২০৩	প্রেম সিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়	১০৩
১২৬	১৭৬	প্রেমের রাজ্য আইল এবার ; এখন	৯০
১২৭	৪৬	বয়সেতে রোগ হলে যায় না বলে	২৫
১২৮	৩২	বাল্য লীলা হরি তোমার	১৮
১২৯	৭৪	বিকশিত পদ্ম মধ্যে আছে তব মুখ,	৩৯
১৩০	৩০	বিকাশ হৃদয়ে তব মায়ামোহ সকল	১৭
১৩১	৯৫	বিদরিল হৃদয় আজ না জানিয়া মর্ম্ম	৪৯
১৩২	২৫	বিদায় দেহ জননী গো চাইনা আর ভবের	১৪
১৩৩	০৯	বিদায় হ'য়ে এখন চল শান্তি নিকেতনে	০৫
১৩৪	১৩১	বিনাশ যোগে কর তোমার করুণা নিধান	৬৬
১৩৫	১৭৫	বিনাশের রাজ্যে, শুদ্ধ প্রেম কার্য্যে	৮৯
১৩৬	৪৩	বিপদ সম্পদ আমার হৃদয়	২৪
১৩৭	১২৫	বিমল কারণ, বিষয় সাধন দেখরে মন	৬৩
১৩৮	৫৩	বিলাসে আছিহে আমি তব প্রেম	২৯
১৩৯	৩৪	বিষয় বাসনা জাল করিল বন্ধন	১৯
১৪০	৮৫	বিষয় সাগরে আজ পড়িল প্রেমের	৪৪
১৪১	৬৭	বিষয় সাধন আজ আসিল আমার মনে	৩৬

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১৪২	২০৮	বিষয়েতে সহিষ্ণুতা, কপটতা প্রেমেতে	১০৪
১৪৩	১৩৯	বিষাদ সমুদ্রে নাথ করহে আমাকে	৭০
১৪৪	৬৫	বিহরে তোমার হৃদয়ে রতন করুণাময়	৩৫
১৪৫	১৩৫	বৃথা কেন ভ্রম মন অসার বিষয়	৬৮
১৪৬	১৬৩	ব্রহ্ম নাম সতত জপরে শিষ্য সেবক	৮৩
১৪৭	০৬	ভজ মন দয়াময় জীবন সাধন	০৩
১৪৮	১৯৮	ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম	১০১
১৪৯	২৪	ভয়ে ভীত হয়ে আছি মাগো তোমার	১৪
১৫০	২১০	মনে ভেবে দেখ, শিবরূপ সহস্রারে	১০৫
১৫১	২১	মনের অনুরাগে দয়াময় নাম	১২
১৫২	০৮	মনের অনুরাগে বল দয়াময় পিপাসা	০৪
১৫৩	৫৯	মনের অনুরাগে বল হরি দয়াময় নাম	৩২
১৫৪	৩৮	মনের আনন্দেতে নৃত্য কর সংসারে	২১
১৫৫	১৪১	মনের আনন্দে বল সবে হরিনাম	৭১
১৫৬	৫৭	মনের আশা করহে পূরণ	৩১
১৫৭	১৩	মনের বাসনা পূরাও আজ আন্ধার	০৮
১৫৮	১৩৩	মনের সাধে বল হরি দয়াময় নাম	৬৭
১৫৯	১০২	মাগো তুমি প্রেমময়ী, একবার খুলে	৫৩
১৬০	১৪	মাগো তোমার মুখ দেখে আমি	০৮
১৬১	১২১	মাগো তোমার হৃদয় রতন যতন	৬১
১৬২	০৪	মাটীর প্রেমে হ'লে মাটী, ও মন	০২
১৬৩	৯৮	মাতা তোমার মনের সাধন আজ হল	৫১
১৬৪	১১৩	মাতাগো তুমি আমার হয়ে পিতার	৫৮
১৬৫	৯১	মা তুমি অমর সাধিনী মৃত সঞ্জীবনী	৪৭

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১৬৬	২৬	মা তুমি আজ ভাবের ঘরে, কেবা	১৫
১৬৭	১৫১	মা তুমি করগো সেবা সন্তান তোমার	৭৬
১৬৮	১২৮	মা তুমি কাতর জনে কর কৃপা, অধীন	৬৫
১৬৯	১২৬	মা তুমি দিলে খাদ্য মনের মত	৬৪
১৭০	১১১	মাতৃরূপে আছে ধাঁধা দেখনা মাতার	৫৭
১৭১	১০৫	মা তোমার দুগ্ধবতী ভাব আসিল মনে	৫৪
১৭২	১১৮	মান অপমান কি করিবে আর।	৬০
১৭৩	১২০	মান অপমান তুচ্ছ কর ছাড় হৃদয়	৬১
১৭৪	১১৯	মানসেতে আছে রূপ দয়াময় নামে	৬১
১৭৫	৩৩	মানসেতে ক্ষয় রোগ আছে যদি কর	১৮
১৭৬	১১২	মানসেতে প্রতিবিম্ব হৃদয় খুলে দেখরে	৫৭
১৭৭	১৪৪	যদি ডুব্‌তে পার প্রেম সাগরে তবে	৭২
১৭৮	১০০	যদি তুমি কৃপা কর থাকে না আর	৫২
১৭৯	১৪৩	যাহার লাগিয়া আমি সেবা করি	৭২
১৮০	১২৩	রতন জড়িত তব পদামৃত কৃপণ	৬২
১৮১	১০৮	রাখহে আন্ধার গৃহে মানিক রতন	৫৫
১৮২	৬১	রাজ রাজ্যেশ্বর তুমি হরি দয়াময়	৩৩
১৮৩	১৩৬	রাজ রাজ্যেশ্বর দয়াময় করিলে হিত	৬৯
১৮৪	৭০	রাজ্য মধ্যে চমৎকার প্রভু তোমার	৩৭
১৮৫	৬০	রাত্রি দিবা তোমার হাতে, আমি আছি	৩২
১৮৬	২৭	রূপ রস গন্ধ সকলই তোমার, সংসারে	১৫
১৮৭	১৯০	শরৎশশী উদিল মানস কমল যোগে	৯৭
১৮৮	৫২	শান্তি রসাস্পদ দয়াল প্রভু হরি তুমি	২৮
১৮৯	১৮৬	শুভদিন অরুণ উদিল, গেল শর্ব্বরী	৯৫

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
১৯০	২০৪	সবে বল জয় জয়, দয়াময়ের জয়	১০৩
১৯১	৩৬	সর্ব্ব ধর্ম্ম দয়াময় নাম, যদি কররে মনে	২০
১৯২	১৭৩	সর্ব্বনাম সিদ্ধি দান কর এবে দয়াময়	৮৮
১৯৩	১৯৫	সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়	১০০
১৯৪	৫৬	সিদ্ধ যোগ দাও আমারে মাগো তুমি	৩০
১৯৫	৩৯	সিদ্ধির ভাব প্রেম যোগে আসিল	২২
১৯৬	১০৬	স্বপথ বিপথ সকলই তোমার মাগো	৫৪
১৯৭	৪২	স্থান আছে কি পৃথক পৃথক মনের	২৩
১৯৮	১৯৭	হইল শুভ কাজ, তোমার প্রসাদ দিলে	১০০
১৯৯	১৯৪	হবে বিশুদ্ধ মিলন, পাবে সে সাধন	৯৯
২০০	২০৬	হবে সাধন সিদ্ধি যাবেরে	১০৪
২০১	১৬	হরি নাম বল রসনা	০৯
২০২	১৯৩	হরি নামেতে অমৃত বর্ষণ	৯৯
২০৩	১৪২	হরি নামের ভাবে দয়াময় নাম	৭১
২০৪	০১	হরি নামে সাধ নাই আর দয়াময়	০১
২০৫	১৮৮	হরিবল মন দয়াময়, মনে মুখে মন	৯৬
২০৬	১৯৬	হরি বল মন রসনা, পাবে সিদ্ধি	১০০
২০৭	১৬৬	হরি হরি দয়াময়, নাম মাত্র দয়াময়	৮৪
২০৮	২০৫	হরিহে রাজ্য রাখ দিয়ে	১০৩
২০৯	৩১	হৃদয় ধামে রাজ্য আমার	১৭
২১০	৬৯	হৃদয় রাজ্যে কর কৃপা পরমার্থ	৩৭
২১১	০৭	হৃদয়রাজ্য পূর্ণ কর হরি	০৪
২১২	৯৯	হ্রস্ব দীর্ঘ লঘু গুরু	৫১

হিন্দি গান

ক্রমিক নং	সঙ্গীত নং	সঙ্গীতের প্রথম লাইন	পৃষ্ঠা নং
২১৩	২৩১	আস্তাই পাকড়ো মেরা	১১৩
২১৪	২৩৭	ইয়া মাবুদ আল্লাহো মেরে	১১৬
২১৫	২২২	করম কি বাত মেরি নাহি হে	১১০
২১৬	২১৮	কর্ম্ম ধাম সমজত রূপরস	১০৮
২১৭	২১৬	কাশী পতি বিশ্বেশ্বর সিদ্ধি	১০৭
২১৮	২২৬	কেওয়ার খোল দেখ তেরি	১১১
২১৯	২২৯	কেনারামে রহো ছাইয়া	১১৩
২২০	২৩৪	জিস্‌কা দিল চাহে	১১৪
২২১	২৩০	তেরি নাম কি ধুনি	১১৩
২২২	২১৪	দিন রয়না রাম নাম জপরে	১০৬
২২৩	২২১	নাম কীর্তন ছকড় সুখ	১০৯
২২৪	২২৭	নাম তেরি করম দরম	১১২
২২৫	২৩৬	নাম তেরি রাক্ষো ইয়াদ্‌ মে	১১৫
২২৬	২১৭	নাম সমেতম রসনা	১০৭
২২৭	২১৫	নিম শাম ছলবল	১০৬
২২৮	২১৯	নটবর রূপ কর্ম্ম ভূগে	১০৮
২২৯	২৩২	পেরে সানম দিদা ছুরতিন	১১৪
২৩০	২২৩	বসন্ত কি বাহার সমজলে	১১০
২৩১	২১২	বীত গেই দিন রয়না	১০৫
২৩২	২৩৩	বেগেয়ের হরতালা কহি নাহি	১১৪
২৩৩	২১৩	যব লাগি হরি নাম	১০৬
২৩৪	২২৮	রসনা করকাম্‌ তেরি	১১২
২৩৫	২২০	রাজ রাজ হরিরাজ পূর্ণ কাজ	১০৯
২৩৬	২২৪	সেওক কারণ বারি	১১১
২৩৭	২৩৮	হরম্‌ দয়েরমে তেরি ছবি	১১৬
২৩৮	২৩৫	হামনে কেয়া জানো	১১৫
২৩৯	২২৫	হোলি হেয় মেরে ঝিয়াকি আরজ	১১১

প্রথম ভাগ

[প্রথম ভাগ]

১। বিবিধ সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ-তাল কাওয়ালী

গায় পরং তং মাধুরং।
রব-কারণং জ্ঞানময়ং তং মাধুরং ॥
সারাৎসারং রাগসমূহৈর্ভৈরব-শ্রীমহলারবস-স্তৈর্যন্ত্রৈর্যো-জিতৈঃ;
শিবমবরং রব-কারণং জ্ঞানময়ং তং মাধুরং।
শুদ্ধমরূপং সর্ব্বসমীপং, কৃপানিধানং জগদাদিরূপং;
সত্য-স্বরূপং সকলরসং ধ্রবমানন্দং শান্তমুদারং মাধুরং ॥ ১ ॥

রাগিণী জয় জয়ন্তি-তাল ঝাঁপতাল।

গেল অশুভ, শুভ দিন, নয়ন ভরি দেখরে।
মনের আনন্দে কর আজ, বিভু গুণ কীর্ত্তন রে ॥
সেই কারণ-প্রেম-বারি, অগণন রূপ ধরি,
পরম রসে মজি হরষে, যত অসুখ প্রচারে;
আপনি প্রকাশি এবে, ঘুচাবে দুঃখ অচিরে ॥
ছিল সর্ব্বশক্তি অতি সংগোপন কান্তারে,
অপূর্ণতা, অধীনতা, রোগ শোক মৃত্যু ধরে;
'আমি আছি' ভাবি মানব, সুখ দুঃখ আদি সব,
আপন করি অনুভব, ভ্রম রাজ্যে বিচরে,
মূল কার্য্যে পরিভব, গণিল প্রমাদ রে;
আলোক পাইয়া সিদ্ধ হইল প্রীত অন্তরে ॥ ২ ॥

রাগিণী শঙ্করা-তাল ছপকি।

দয়াল নামের মহিমা রে পৃথিবীতে হইল প্রচার।
হইল প্রচার, মধুর দয়াল নাম ॥
সত্য-সিন্ধু মথিয়া, সাধক মহাজন;
পাইল অমূল্য নিধি স্বর্গের সাধন।
জপনের ক্রম আছে দেহের ভিতর;
দর্শন, ধারণ, ধ্যান অতি মনোহর।
ভেষজ অসুর মত যত প্রতিকার;
হইল সকল শেষ কেবল নাম সার।
মৃত্যু শোক আদি যত অসুখ সংসারে;
নামের গুণেতে সব যাইবেক দূরে।
ভয় নাই আর ভাই বল দয়াময়;
জীবন্মুক্ত হবে সবে নামেতে বিজয় ॥ ৩ ॥

রাগিণী শঙ্করা-তাল ছপকি।

প্রেমে জগৎ মাতিল রে, এত দিনে সুখের উদয়।
সুখের উদয দয়াময়ের জয় ॥
সকলের শেষ, প্রেম সাধন বিশেষ।
সে সাধন এল, নাহি রবে দুঃখ লেশ ॥
স্বাধীনতা সহ প্রেম, বিচরিবে এবে।
একি ভাবে পুলকিয়া, জগৎ সাধাবে ॥
যোগের কারণে অবতরি প্রেম রূপে।
বিয়োগ বিধুরে মজাইবে সুধা-কোপে ॥
অজানিত সাধন জানিয়া করে কেহ। অবিশ্রাম চলিতেছে তরি এই দেহ ॥
কালীনাথ বলে শুন প্রেমিক সুজন। নাম ধর প্রেম পাবে, আপনি আপন ॥ ৪॥

* এইরূপ অনেক সঙ্গীত শিষ্যের নামে ভনিতা দেওয়া আছে।

রাগিণী আশা ভৈরবী-তাল খেমটা।

মরি হায় রে, মরি হায় রে, একি দেখি চমৎকার,
উল্টা করে জীবনতরি দেখ চলিল এবার ॥
প্রেমেতে বড়ই জঞ্জাল, জগতে ছিল এতকাল,
অন্নেতে গরল মিশাল।
এখন সুধাসিন্ধু উথলিল, ঘুচিল মনের আঁধার ॥
সাধুগণ ছাড়িল সংসার, চৈতন্য ডোর কৌপিন সার,
করিল ভেবে সব অসার।
তবু জীবনের আশা হল না পুরণ তাঁর ॥
প্রেমেতে পাইবে জীবন, প্রেমেতে হইবে মিলন,
যন্ত্রণা হবে নিবারণ।
প্রেম সুধা কর পান, হৃদয়ের* এই সমাচার ॥ ৫ ॥

রাগিণী আশা ভৈরবী-তাল খেমটা।

সেরূপ হেরবি, যদি নয়নে, তবে ধ্যানের ঘরে চল।
যাতে অজর অমর হয়ে, পাবে সাধনের ফল ॥
কেহত করে না সাধন, রূপেতে হইয়া মগন,
জানিয়া শুনিয়া রে মন।
অরূপ সরূপ যত (কুরূপ, সুরূপ যত) জ্ঞানেতে সম সকল ॥
আপনি যেমনি গোপন, রেখেছেন সাধু মহাজন,
করিয়া তেমনি গোপন।
তারা কেহ পাগল, কেহ রোগী দেখে বিশ্বাস হয় বিকল ॥ ৬ ॥

* এখানে হৃদয় শব্দ দ্ব্যর্থক। তাঁহার একজন শিষ্যের নাম হৃদয়।

রাগিণী খাম্বাজ-তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

এল শেষ দিন, নর নারীগণ, পাবে পরিত্রাণ, বল দয়াময়।
জনমের ধার, জীবনের ভার, শোধিতে হইবে, প্রেম চন্দ্রোদয়।
শরীর সাধন, জীবে পরিত্রাণ, করিবেন এবার, হইয়ে সদয়।
ভ্রাতা ভগ্নিগণে, বসবে একাসনে, বিবাদ কলহ, হইবেক ক্ষয়।
বহুনাম পেয়ে, ধরিলে হৃদয়ে, এবে দয়াল নামে, পাবে সমুদয়।
নর নারীগণে, স্বর্গের সোপানে, যাবে নামের গুণে আর নাহি ভয় ॥ ৭ ॥

রাগিণী খট্ ভৈরবী-তাল খেমটা।

সংসারে কি আছে রে সুসার। অবোধ মন আমার ॥
ভূতের বেগার খেটে মরে, শরীর-সাধন না হয় যার ॥
রোগে শোকে জরজর, বসিয়া কি কর্ম্ম কর;
মনের মানুষ চিনে ধর, প্রেমের পথে নাই বিচার ॥
সম্পদ ছাড়িয়ে কেবা, বিপদেরে করে সেবা;
বিপদে সম্পদ ভাবা কেন এ ভুল তোমার ॥
এসেছে এক এমন দিন, ঘুচিবে দুঃখ দুর্দ্দিন;
প্রেম জলে হয়ে মীন, মানুষ রতন কর্‌বে হার।
পরমার্থ সাধন কর, উচ্চ নীচ এক কর।
*মথুরা নাথ বলে দৃঢ়, তবে খুলবে প্রেমের দ্বার ॥ ৮ ॥

* এখানেও শিষ্যের ভনিতা দেওয়া আছে।

বাউলের সুর-তাল ছপকি।

মনের বাসনা পূরণ হইবে কবে আর।
সহিতে না পারি জ্বালা জ্বলে অনিবার ॥
সুখের আশায় আমি করিলাম সংসার।
বিচ্ছেদ করিল আসি মনের বিকার ॥
আশ্বাসিত হয়ে গেলাম, যে বৃক্ষের মূলে।
ছায়া দান করিল না, ভাসিলাম অকূলে ॥
আশ্বাসিত হয়ে গেলাম ছায়া পাবার আশে।
পত্রচ্ছেদি রৌদ্র লাগে আপন কর্ম্মদোষে ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চজন।
অনুকূল প্রতিকূল না ভাবি এখন ॥
মান অপমান যত সকলি ছাড়িয়া।
সর্ব্বস্ব তোমাতে আমি দিলাম সমর্পিয়া ॥
যাহা ইচ্ছা তাহা কর ইচ্ছাময় তুমি।
শত দুঃখেও তব চরণ না ছাড়িব আমি ॥ ৯ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল একতালা।

একবার হের গো আমায় নয়ন-কোণে,
চাই গো তোমার চরণ পানে।
এ মা, তুমি আমার বিশ্বমাতা আমি তোমার পুত্র,
তুমি করলে ডিক্রী জারি, কে ধরিবে কর্ম্ম সূত্র;
জীবন যাবে মিছা আশায় করিব কি মনে মনে।
এ মা, তোমার মত আর কেহ নাই, রাখে ত্রিভুবনে,
সুধা সিন্ধু প্রেম চন্দ্র, সবে তোমায় জানে;
আমি আর পারবনা চরণ সেবা, বিনে দিন কাটাতে ভব-বনে ॥
এ মা, আর কি তোমায় চরণ ছাড়ি, দিন কাটাব মিছে,
সুধার আশে বিষ খেয়ে প্রাণ, রাখব বল কিসে;
মা গো জগত জননী তুমি, জান কত ছলা,
ধরিতে নিজ সন্তানে, পাতলে নামের খেলা এ জীবনে ॥ ১০ ॥

রাগিণী খট্ ভৈরবী-তাল একতালা।

সবে, বল হরি হরি হরি। আর কি হরি নাম,
করিয়ে বিরাম, ভুল পরিণাম,
বিষয় সেবা করি (মোহের পাকে)।
এস, মনের আনন্দে হরিপদারবিন্দে,
সঁপিয়ে প্রাণ মন, ঘুঁচাই নিরানন্দে;
অন্ধকারে মজে কি হবে আর কেঁদে,
আর কি পড়ে ফাঁদে, হাহাকার করি (মায়ার প্রলোভনে) ॥
আর কি ধন মান, জীবন যৌবন,
আর কি পরিজন, আমার প্রয়োজন;
তাঁহার পদে সব করে সমর্পণ,
জীবন মুক্ত হব আশা পরিহরি (সকল ছেড়ে) ॥ ১১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল ছপকি।

হরি নামের মালা দিলে জ্বালা ঘুচে যাবে।
হরি বল রসনা সে দিন আসবে,
যে দিনে নাম হবে লহনা-শোধ,
বোধ থাকিবে না দেহে।
মনের আনন্দে,
হরিপদারবিন্দে যে দিনে হবে রে মোচন পাপ যন্ত্রণা,
মন্ত্রণা আর ভালবাসবে না সংসারে;
যাবে মন-বিহঙ্গ উড়ে,
পাবে বাসা চিরকালের তরে সবে ॥
আর কেন সেই পদ, ছেড়ে হইবে বিপদরাশির পদানত,
মনের আনন্দে বল হরি,
দিন কি সারি অব্যাহতি পেলেম তাঁর চরণে;
জন্মের মত বিকাইলাম প্রাণ মন যবে ॥ ১২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল একতালা।

যদি করবে মনের আনন্দে বিরাজ সে চরণে।
তবে পাবে মুক্তি চিরকাল ভরে।
আগে ছেদন করি মায়াজাল, কর বিভুর গুণ গান,
মমতা রবে না আর সংসারে;
বিষয় সুখের মন মজো না পাবে সুধা সে চরণে ॥
আর কেন রে মিছে ভ্রমে,
পড়ে রৈলে মন আমার,
সে দিন আসবে যদি মনে চাও,
কর বিভুর পদে আত্ম সমর্পণ সরল মনে ॥ ১৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল কাওয়ালী।

আমি চাই না কিছু আর।
তোমার চরণ মাথায় করে, ভবে হব পার।
যদি চাই আর অন্য কিছু তবে হবে যাতনা;
মনের মত করব সুধা পান, জন্মের শোধ হবে ধার ॥
কারে কর সঙ্গোপন, পূণ্য ধামে যাব করে পূণ্য চয়ন;
যথায় প্রেমময়! নিত্য প্রেম বিরাজ করে তোমায়।
কি কাজ আর মিছে খেদে, লাজ করে মজব অপরাধে,
চরণ তোমার সর্ব্বস্বধন, মনে এই করব সার ॥
চরম ফল তোমার চরণে, পাব তায় মোক্ষ ধনে;
শরণ নিব সরল মনে হয়ে দাস তোমার ॥ ১৪ ॥

রাগিণী খট্-তাল আড়াঠেকা।

শীতল হইবে যদি তবে প্রভুর নামের সুধা পান কর না।
প্রাণ মন দেহ সে চরণে,
অসার জীবন আর যাপন করো না।
প্রণালী পঞ্চজন করে আস্বাদন,
মনের খেদ মিটে ছুটে বেড়ায় সর্ব্বস্থানে অনিমিষে,
সাধিতে জীবনের আশা করে অর্গল ঘাতনা ॥
কি কাজ আর বিষয়-মদে, মনের খেদ মিটে যাবে বিপদে,
পড়িলে পঞ্চজনের হাতে, সহিতে পারিবে না তাদের যন্ত্রণা ॥
কাজ কি মিছা অনুরোধে, যখন যে পায় বাদ সাধে,
আর কি পড়ে বিপদে হরিপদ ভুলে থাকবে মন আমার,
কেন এত বিড়ম্বনা ॥
সাধিতে প্রভুর কাজ, নাহি আর পরিতাপ,
অনুতাপ ঘুচে যাবে, মনেতে আনন্দ হবে,
আজি তাহাতে মজে মন কর প্রভুর গুণ ঘোষণা ॥ ১৫ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল ছপকি।

আজ কেন মন আমার র'লে ভুলে;
সে দীন হীন কাঙ্গালের শরণ, বিভু বিশ্ব সনাতনে।
দিন যায় মিছা মায়াজালে বন্ধ হয়ে, করলে বৃথা কাল যাপন,
আর মনে করো না সকল অমূল্য ধন, অনিমিষে চেয়ে থাক তাঁর পানে।
(সেই অপরূপ চরণে, নয়ন আর ফিরাও না।)
আজ আর কেন হতবুদ্ধি, রোগের মত্ততায় ভুলেছ সে পরম ধনে;
মিছা সংসারে অসার জীবন যাপন করলে,
কি হবে কাল গেলে সে দিনে
(একবার ভেবে দেখ ও দিন যায়, যায়, যায়) ॥ ১৬ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল কাওয়ালী ও আড়া।

মন করবে আজ সে দয়াল পিতার নাম ঘোষণা।
যাবে মর্ম্ম ব্যথা জীবন আর কলঙ্কিত হবে না।
কি কাজ আর বিষয়-মদে সাধিলে মান,
হবে রাজ্য ছাড়া বিপদে নিবাস, অজামিল দোষ হবে বিষাদে মগন,
আর রবে না সংসারে যন্ত্রণা, যদি কর সে পদ সাধনা।
বিষয়-মদ বিপদরাশি, সুধাসিন্ধু কর আসি পান,
রবে না সংসারে যন্ত্রণা, মন্ত্রণা কর সাধু সঙ্গে রঙ্গে,
সদা হয়ে ভাবনা হীন, যাবে দুঃখ চিরকালের তরে পাবে সান্ত্বনা ॥ ১৭ ॥

রাগিণী কদম্ব ফুল-তাল আড়া।

মনে আজ কররে সার, সে পদ মাধুরী;
জীবন যাবে মিছা মায়াজালে বন্ধ হয়ে,
করলে সে পদ সেবন-বঞ্চনা ॥
আজ কেন আর ভয়ে ভীত রে মন দুরাচার,
মিছা সংসারে আসা, আর জীবন কলঙ্কিত লাঞ্ছিত হও,
বৃথা অপমানে মজোনা ॥
সদা রঙ্গে সাধু সঙ্গে বাস কর হয়ে ভাবনা হীন,
কলঙ্কিত জীবন রবে না, দূরে যাবে বিষাদ ভাবনা,
আর মনে করো না সংসার বাসনা ॥
মনরে আমার মিছা ফেরে ফির কেন; আজ সজল নয়নে বিভুর চরণে,
জলাঞ্জলি দিয়ে সংসার বাসনা ছাড়না, রবে না দুঃখ যন্ত্রণা ॥
মনের মত কর রে পূজা যত দিন থাক ভবে,
গঞ্জনা সহিবে শোক যন্ত্রণা যাইবে,
রবে না সংসারে জ্বালা, মালা দিয়ে গলায়,
হরিনাম সাধনা সুখের বাসনা ॥ ১৮ ॥

বাউলের সুর-তাল একতালা।

অভয় পদে দাও হে দাসে স্থান।
আমি পাপে তাপে জ্বলে মরি, কে করিবে শান্তি দান।
যখন আমি যে দিকে দেখি, মোহপাশে বদ্ধ হয়ে তায় ভুলে থাকি।
আবার কালে দেখি সে কিছু নয়, মরীচিকার সমান ॥
কাতর হয়ে ডাকি তোমারে, বুদ্ধি বল নাহি আমার বিষয় বিকারে।
আমি তোমার পানে চেয়ে আছি, তুমি করুণানিধান ॥
দীনবন্ধো! অসীম দয়াল, তোমার পদে রাখ চিরকাল।
দয়া করে দাসে, ভব-পাশে, কর মুক্তির বিধান ॥ ১৯ ॥

প্রসাদী সুর-তাল একতালা।

মা গো তোমার চরণ কাশী। আমি দেখে তোমায় হই উদাসী ॥
আমার জন্ম দুঃখ ঘুচে যাবে, মনে করব না আর রবি শশী।
তোমার আজ্ঞা মতে করিব কাজ, রব আমি সদা নির্দ্দোষী ॥
তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে, কত কাল আর উপবাসী।
থাকব বল, জন্মের শোধ, করব তোমায় হৃদয়-বাসী ॥ ২০ ॥

প্রসাদী সুর-তাল একতালা ।

আমি তোমার হৃদয়ের ধন।
আমি শরণ মনন বিসর্জ্জন, দিলাম পেয়ে তোমার চরণ ॥
হৃদয় ধামে রাজ্য পেয়ে, ফুরাল মোর সকল কীর্ত্তন।
ছেড়ে বিষয়ের সাধ, সহজভাবে লয়েছি মা তোমার শরণ ॥
এস মা গো জন্মের মত, কর এ জীবন সংশোধন।
আজ কেন মিছে জন্ম দুঃখ, মরণ কালে হয় আস্বাদন ॥
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, পূজব তোমার ঐ শ্রীচরণ।
এখন মনের মত খাব সুধা, অরি-দমন নাম করব ধারণ ॥ ২১ ॥

রাগিণী সুহিণী বাহার-তাল আড়া।

মন রে আমার মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে রবে কত কাল।
সংসার বিষয়াসক্ত আছ বহুকাল।
সংসার হারায়ে যাই, যদি পিতার দেখা না পাই.
তবে কি হইবে উপায় বিধান;
লোভ মোহ ছাড় সকল অনর্থের নিদান,
মনের মত হবে তুমি, আশা এই চিরকাল ॥ ২২ ॥

রাগিণী সুরট-তাল আড়া।

সম্পদ বিপদ সুখ সকলি তোমার, গো মা।
তোমার চরণাশ্রয়ে আছি অনিবার ॥
যমদুঃখ বিনাশিতে, স্বর্গ সুখ এ ধরাতে,
আনিলে মনের সাধে করিতে প্রেম-বিহার ॥
সর্ব্বসুখ ত্যজিয়ে, জীবনাশা বিসর্জ্জিয়ে,
আদরিব বিশ্বমাতা, তোমার চরণ সার ।
রক্ষা কর কৃপাময়ী, চির সেবক নিরাশ্রয়ী,
শ্রেয় কার্য্যে যোগদান কর সত্বরে আমার ॥
তুমি মাত প্রেম-সিন্ধু, দাও তার এক বিন্দু,
লভিব পরম সুখ, রোগ শোক যাবে দূরে।
দেহতত্ত্ব পরমার্থ, লোকে কর পরিজ্ঞাত,
কর সবে শান্ত দান্ত, প্রেম রাজ্য সুবিস্তার ॥ ২৩ ॥

রাগিণী সুরট-তাল কাওয়ালী।

কেন ভুল তাঁহাকে। করিয়ে অবলম্বন আছ যাঁহাকে ॥
জল স্থল অন্তরীক্ষে, আকাশ বায়ু পাবকে,
তারাগণ গ্রহ লোকে, স্থিত কান্তারে আলোকে।
সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষমান যিনি সর্ব্ব জীব প্রাণ,
জানিয়া কি মতিচ্ছন্ন ঘটিল তোমাকে ॥ ২৪ ॥

রাগিণী বাহার-তাল কাওয়ালী।

আনন্দং শান্তং শিবদং, স্মর জগদীশং।
বিশুদ্ধমবেদ্যমশোকমজরং।
বিহায় বিরহিতসারমকার্য্যং,
বিষয়কমোহবিনিদ্রাং।
উন্মীল্য চ সহসা তে নয়নং,
বিক্ষ চ কাল-কৃতান্তমকরুণং আয়ুর্হরমনিশং ॥ ২৫ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল জলদ আড়া।

আকার্য্য-কালহরণং কিং কুরুষে,
নহি জানাসি কালান্তকমরণং।
অবিনশ্বরং যৎকার্য্যং তদ্বিহায় সদোত্তমং।
ক্ষণনাশ্যানুগত্যা ত্বং বিস্মৃত-পরচিন্তনঃ ॥ ২৬ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ-তাল কাওয়ালী।

বিষয়ে বিশালে, বিষমে জালে,
নিশ্চিন্তঃ পতিত এষঃ। পশ্যসি কিং ন,
বিবেকহীনঃ, চরণৌ রুধ্যতে পাশঃ ॥
ধ্যাধ-কৃতান্তঃ, সবল নিতান্তং ঘূর্ণিত-রক্তদৃশঃ।
ত্বামপি পশ্যন, অচিরে গৃহ্ন, প্রাদ্যান্নির্দ্দয়শেষঃ।
স্মর জগদীশং কিল ভয়নাশং মুক্তিমবাপ্ স্যতি পাশঃ।
অতীত্য শোকং যাস্যসি সৌখ্যং,
যুক্তশ্চায়মশেষঃ ॥ ২৭ ॥

রাগিণী পিলু ভৈরবী-তাল যৎ।

ভোগ বিলাসে রত, নর নারী সমুদায়,
আছে কি সম্বল বল লভিতে জীবনাশ্রয়।
হয়ে পিঞ্জরের পাখী, আছরে পথ নিরখি,
কেমনে হইবে সুখী, ছেড়ে বন্ধনের দায় ॥
মনে উচ্চভাব, সদা অনুভব অভাব পূরণ না হয়,
বিত্ত অর্থ অনুকূল, তথাপি আছ ব্যাকুল,
সতত মন চঞ্চল, কি হবে তার উপায় ॥
কোথা হতে এলে, আছ কিসে ভুলে,
যাবে কোথা ভাবরে তায়;
শোক মরণ প্রবণ, এ দেহ হবে শোধন
করবে যোগ সাধন লয়ে আত্ম পরিচয় ॥ ২৮ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি-তাল চৌতাল।

তুমি জল তুমি স্থল, তুমি ক্ষিতি পাবক পবন,
তুমি আদি তুমি অনাদি, তুমি পুরাণ পরম জ্ঞান।
তুমি জ্যোতিরিন্দ্র তপন, শশী তারক কেতু,
ভুবনমোহনী শিশু সন্ততি, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বশক্তিমান ॥
কীর্ত্তনে ভজনে তুমি, সিদ্ধাসিদ্ধ সর্ব্বযোনি,
সকল ভয় অভয় তুমি হে।
সকল রূপ অপরূপ সুরূপ ইন্দ্রজাল,
আকাশ যোগে শ্রবণ কারণ, বহিরিন্দ্রিয় অন্তর যান ॥ ২৯ ॥

রাগিণী মূলতাল-তাল ঝাঁপ।

ডুবিলাম রূপের ঘরে অরূপ মাধুরীর কলে।
অরি দমন হইল আমার নাহি শঙ্কা কোন কালে।
আজি তোমার দিয়ে নাম, পার হব ভব ধাম.
কোটি কোটি যোগ শাস্ত্র ছাড়িয়ে
আজীবন ধন্য-যোগে লভিব পরম সুখে,
সুমেরু সমান রাজ্য তুচ্ছ হয়ে গেল চলে ॥
মজিল জীবন মন, নাহি ভবন কানন, চন্দ্র মিহির তারক সকলে,
কেবল জ্ঞান মুরতি, তোমার সর্ব্ব শকতি
ছাইল ক্ষিতি সকল গোলক রসাতলে ॥ ৩০ ॥

রাগিণী আলাইয়া-তাল ঝাঁপ।

যম যন্ত্রণা দূরে করি সকল লোকে, করহে প্রীতির পূর্ণ ছবি।
উপায় নাহি দেব তব চরণ রজ বিনা সেবনে,
ঘোর বিপদে নিস্তার সারবত্তা দাও হে অধীন জনে,
মুরতি মোহন রবি ॥
সকল নাম একযোগে দয়াময় নামে দেহ কারণ বারি,
অবিনাশি সিদ্ধযোগে হৃদি বিলাস ভবনে,
তব আবির্ভাব পূর্ণ ভাবে লভিতে উপায় করহে সত্বর,
প্রেম লভিবে মানব মানবী ॥
ইহ পরলোক সকলে বিবাদ কলহ দূর করি,
একতানে তব নাম মাধুরী জীবনে আন,
সকল জীবে করিবে হিত এই রসাল সাধনে,
তৃপ্ত হইবে মধুর নাম আনন্দে গাইবে সকল কবি ॥ ৩১ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল যৎ ।

জন্ম শোধ হবে তোর এই সুসময়।
যদি বলবে একবার মুখে নাম দয়াময়।
তোর সাধের রতন বিনামূলে করিলি বিনিময়,
কি করিবি মনরে হলে অসময়;
ভেবে দেখরে অনুতাপে জীর্ণ তনু
এ সময় দয়াময় হরি বিনা নাহি উপায়,
হৃদয় মন দিয়া ডাকরে হবে সদয় ॥
তরঙ্গে পড়িয়া যদি না দেখ কূল,
কোথা পাইবে তরণী বিনা সেই হরির চরণ জগতের অনুকূল।
মায়া জালেতে বদ্ধ রয়েছ,
আপনার তত্ত্ব কথা ভুলেছরে দুরাশয় ॥
রাত্রি দিন সংসারে মজি,
পাইবে সুখের দিন ভেবেছিলে কৈ তা হলরে আজি;
দুদিক হারায়ে কি তুমি কান্দিবে,
শেষের দিন দেখ একবার মনে ভেবে,
মোহ নিদ্রা হতে জাগি বিলম্বের আর কার্য্য নয় ॥
কি কাজ করিতে রে কি কাজ করিলে
সুধা থুয়ে খেলে কেন গরলে,
এখনও কিছু সময় আছে দেখ রবির কিরণ রয়েছে,
সময় থাকিতে বল প্রাণ ভরে দয়াময় ॥ ৩২ ॥

রাগিণী লগ্নী-তাল খেমটা ।

ডাকলে দেখা দেয় না কাঙ্গাল বলিয়ে,
মনের অনুরাগে সাধে না চরণ দিয়ে (এখন কি করি উপায় বল)।
যদি করি অবহেলা, আদরিতে সেবার বেলা,
তবে হবে মনের জ্বালা, আছি গো ব্যাকুল হয়ে ॥
করিলে যে মধ্যবিন্দু, পার হতে ভবসিন্ধু,
সে হলনা দীনের বন্ধু, মরি সদা ভাবিয়ে ॥
আজ দিয়া কৃপাদৃষ্টি, কর এ দাসের পুষ্টি,
খুলে দে মা কর্ম্ম কোষ্ঠি জন্মের ধার শোধিয়ে* ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী খট্ ভৈরবী-তাল ঠুংরি।

কৃপা হলে সাধনেতে সিদ্ধি হবে।
নৈলে ভজন বাদীর হাতে তোমার একেতে আর হয়ে যাবে।
সমস্ত জগতের সার, কৃপাময়ী নাম যাঁর,
শিব বিষ্ণু আদি সর্ব্ব মূলেতে; ওহে মনের মত হবে কার্য্য,
আজ্ঞা হলে শিরোধার্য্য তুমি পেয়ে হাতে
সময় মতে থাক কেন বিমুখ ভাবে ॥
যে নামেতে কৃষ্ণচন্দ্র, মনেতে হয়ে আনন্দ,
লুকাইল দেহ কাল বর্ণেতে;
ওহে শক্তি ভাব হল শিবে, রাখিতে তাঁর গৌরবে,
পঞ্চভাবে প্রেমানন্দ বিস্তারিল এই ভবে ॥
কৃপা হলে পাবে কৃপা, স্ববশ হবে অজপা,
অবিষয়ে হবে বিষয় কালেতে;
ওহে শিব সাধ্য চিন্তামনি, পাইবে হাতে তখনি,
কাজ কি রে ভাই সোনা রূপা রূপে যেন নয়ন ডুবে ॥ ৩৪ ॥

* রামশরণ নামক জনৈক শিষ্যের স্ত্রী সদ্ভাব হওয়ার জন্য এই সঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

রাগিণী সুরট-তাল আড়া।

কে জানে তোমার লীলা হরি দয়াময়,
তুমি বিষ্ণু সিদ্ধ কান্তি মঙ্গল আলয়।
সাধিতে তোমার কাজ, করিব আর কেন লাজ,
মুন্ডেতে পড়িল বাজ, অবহেলে দিন ক্ষয় ॥
করিতে তোমার পূজা, তুলিলে মঙ্গল ধ্বজা,
তা ভাঙ্গিল বায়ু ঝঞ্ঝা, হইলাম নিরাশ্রয়।
যা দিয়াছ তাই ভাল, মন যেন না হয় কাল,
যেন হে চক্ষু বিশাল, অবিরাম মনে রয় ॥ ৩৫ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল ছপকি।

মাগো তোমার মনের সাধ পূর্ণ হবে পেলে সুধাময়,
করিবে পিতার সেবা হলে প্রেমোদয়।
কৃষ্ণ যোগে সাধ্য যোগ, হয়ে গেল শেষ ভোগ,
দয়াময় নামে এখন কর মনোযোগ;
তবে দূর হবে মাগো সন্তানের রোগ,
তুমি ছাড়া কারে আমি করিব আশ্রয়।
শোধিতে জন্মের ধার, কবে মা খুলিবে দ্বার,
সুদিন আনিয়া করবে আশার সুসার,
আজীবন আছি মাগো চরণে তোমার,
অধম সন্তানে দেখ হইয়ে সদয়* ॥ ৩৬ ॥

* জনৈক শিষ্যের জন্য এই সঙ্গীত রচনা করা হয়।

রাগিণী ভৈরবী-তাল খেমটা।

মা তুমি দয়াময়ী জীবনেতে দাও সার।
আমার কর্ম্ম দোষে বিপাকে ঠেকিলাম এইবার।
যদি মাগো অণুমাত্র, পাই তোমার প্রেমের সূত্র,
হইবে মনের যোত্র, অবাধে খুলিবে দ্বার।
মা তোমার মনের আশা, পূরণে যাবে দূর্দ্দশা,
সফল হবে জীবন আশা, তোষ পিতাকে এবার ॥ ৩৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল ঠুংরি ।

কেরে অপরাজিত বরণী, বিরাজে তমসাচ্ছন্ন রূপিণী।
অগাধ চারিণী, গগন কিরীটিনী, অরূণ মালিনী, হৃদয় বাসিনী।
অমিয়া হাসিলে, প্রেমেতে ভাসিলে, মায়া প্রকাশিলে,
তখনই ফুটিল হৃদয় কমল, হইল নিখিল অখিল মোহিনী ॥ ৩৮ ॥

রাগিণী জয় জয়ন্তি-তাল যৎ ।

দয়াময় ! তুমি সাধ পূরাইলে না।
আমার সাধের নৌকা ডুবে গেল,
পেলেম কত লাঞ্ছনা।
হরিলে আজ মনের তিমির,
দেখাইলে প্রেমের শরীর, কিন্তু হয়ে বধির,
তোমার কথা শুনলেম না।
দয়াল হরি অবতরি, দিবে এবার চরণ তরী,
সাধু বাক্য শ্রবণ করি, মনে ধারণ করলেম না ॥ ৩৯ ॥

বাউলের সুর

মনের আশা হইবে পূরণ, যদি কররে প্রেম সাধন।
আকাশেতে যাই, কিছু নাহি পাই,
ভাবের ঘরে রূপের ছবি, সেথা কিছু নাই,
একে একে দেখে দেখে, মধ্যখানে পাবে ধন ॥
বিষয়ের জাল, পাতিয়াছে কাল,
জেলের হাতে বন্দী হইয়ে আছ চিরকাল,
জেলের প্রেমে জালেতে প্রেম রাখরে সুবোধ জন ॥
বাহিরের ধন, করিয়া যতন,
পাইলেও হবে না তা মনের মতন,
ঘরেতে মন রাখ সদা পাবে অমূল্য রতন।
দয়াময় নাম, সকল প্রেমের ধাম,
জপরে অজপা যোগে পাইবে আরাম,
দেহ মন প্রাণ কর অকৈতবে সমর্পণ ॥ ৪০ ॥

রাগিণী সোহিনী-তাল আড়া।

মনের আনন্দে এস প্রেমনীরে ভাসি সবাই
প্রেম রাজ্য সমাগত সম্মুখে দেখরে ভাই।
বনের পশু পক্ষী সব, আনন্দে করিছে রব,
বসন্তের অনুভব চারিদিকে দেখিতে পাই ॥
অবিনাশি পূর্ণ শশী, বিরাজে অমিয়া হাসি,
হৃদয় আসনে বসি আনন্দের আর সীমা নাই ॥ ৪১ ॥

রাগিণী পিলু ভৈরবী-তাল যৎ।

ভজ মনরে, দয়াল প্রভু দীনবন্ধু হরি পাপ তাপহারি।
বিষয় গরল মাঝে, অমৃত সোপান মনের আনন্দ ধাম,
পিপাসার বারি।
ইচ্ছাময় প্রভু সেই, দয়ার নিধান দয়াময়
অবিনাশি হৃদয় বিহারী ॥ ৪২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই।

প্রেম সুধা করহে বিধান।
তুমি দয়াময় করুণা নিধান ॥
যেন রোগ শোক, সম্পদ সুখ,
নির্ব্বিশেষে করি হে সম্মান।
তোমার ভক্তগণ সঙ্গে যেন,
বেঁধে রাখি দাসের মন প্রাণ।
তোমার নামের গুণে, হয় পাষাণে,
বীজাঙ্কুর আমার নাই কি প্রাণ ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী খট্ ভৈরবী-তাল খেমটা ।

মহেশ জননী দয়াময়ী কর দয়া,
নিবাসে আসনে মাগো বিস্তার তোমার মায়া।
আমি তোমার করি পূজা, নাহি সাধ্য সর্ব্বভূজা,
ছাড়ি নিজগুণে লজ্জা, পিতার প্রেমে দেহ কায়া ॥
ষষ্ঠিতে লিখিলে যাহা, সফল হবে জানি তাহা,
বল কবে গো পাপহা, খাঁটি প্রেমে যাবে ছায়া।
গৃহে তুমি কর্ম্মে তুমি, কিছুতেই নাই আমি,
তোমার কর্ম্ম জান তুমি অভয় দান কর অভয়া ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল মধ্যমান।

কৈ আর যাব আমি তোমা বই আর জানি না।
তুমি সাধের রতন সঙ্কটে পাশরি না।
হরিময় প্রেমময়, রূপের ছটা শোভাময়,
কত গজ কত হয়, চরণ তলে রথ টানে ॥
মজিয়া বিষয় মদে, উপলব্ধ কর্ম্ম ফাঁদে,
তব চরণ অবাধে, এদিক ওদিক সে দিক পানে ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল মধ্যমান।

এ রাজ্য কি সে রাজ্য হবে।
রাজ্য মধ্যে বিভিন্নতা আছে কি তোমার ভাবে।
মন মসি দূরে গেল, চন্দ্র সূর্য্য উদয় হল,
দেখে প্রাণ শীতল হল, জগত দেখবে সেদিন কবে ॥
যে রাজ্যে নাই বিভীষিকা সে রাজ্য যায় নিকট দেখা,
আছে আবরণে ঢাকা, দেখব তাহা আবার কবে ॥
রাজ্য দিয়া কি করিব, হলে তোমা ধনে লাভ,
এই মনে সদা ভাব, থাকব তোমার চরণ সেবে ॥ ৪৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল আড়া।

কিঙ্করে তার মা তারা হয়েছি শরণাগত।
শমন ভবনে যাব তাতে আর ভয় করি কত ॥
এ ভবনে সে ভবন, নাহি কিছু তারতম্য,
কর্ম্ম পাশে বদ্ধ হয়ে, রজ্জু দেখি অহির মত ॥
চিনিয়া লব তোমারে, এই সংসার মাঝারে,
এমন শিক্ষা দাও আমারে, তোমায় ধরি জন্মের মত ॥
বিষয়-সূর্য্যের প্রতিকূলে, মরিতেছি সদা জ্বলে,
কি ভয় ভাবনা মলে, (যদি) অভয় পদে থাকি রত ॥
বুঝিতে দাও মা আমারে, তোমার তত্ত্ব এ সংসারে,
সমীপবর্ত্তিনী করে, রাখি তোমায় মনের মত ॥ ৪৭ ॥

প্রসাদী সুর-তাল একতালা ।

কি কাজ আর সংসারে আমার।
আছে জগৎবাসীর ঘরে ঘরে মণি মুক্তা নানা প্রকার ॥
জন্মের মত বিদায় হব, ভাবে কার্য্যে এক করিব,
দয়াময়ের নাম যাচিব, দেখব সদা প্রেমের বাজার ॥
জগতের সুখ শান্তি হলে, পাব শান্তি চিরকালে,
আমার দেহের পরমাণু বলে, নিলাম আমি জগতের ভার ॥
মিশে গেল শরীর মন, আমার বলে নাই কিছু ধন,
হল দুঃখ অবসান, ছাড়লেম আমি বিষয়ের দ্বার ॥ ৪৮ ॥

রাগিণী কাফি-তাল যৎ ।

দয়াল হরি কৃপা করি, করলে দুঃখ পরিহার।
চঞ্চল হতেছে চিত চাই না মান ধন আর ॥
মনের মালিন্য গেল, নয়নে নিমেষ হল,
করিলে বিষাদ রাশি নাশ বারম্বার ॥
মনের কামনা আজি, দিয়ে উপদেশ রাজি,
পূরাইলে ভুগিয়াছি অসি পত্র ধার ॥
করিতে বাসনা মনে, তোমার চরণ সেবনে,
রহিত হইল এক্ষণে সংসারের মায়াভার ॥
মিশিল নয়ন মন, পেলেম তব দরশন,
হৃদয় মন্দিরে আজি, প্রেমের বাজার ॥
লক্ষ্য স্থির হল আমার, বিচলিত হব না আর,
তব চরণে দিয়ে ভার, হলেম ভব-সাগর পার ॥
লভিলাম ধ্যান-যোগ, তব সে পরম যোগ,
গেল সর্ব্ব শোক রোগ, মৃত্যু কি করিবে আর ॥ ৪৯ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল একতালা।

নরকান্তকারী স্বরগ ভোগে আছে কি সাধ আমার।
তুমি হর পাপ হর দুঃখ তিমির মনের কৈতব শেষ কর ॥
দর্শনে স্পর্শনে ধ্যান-যোগে করিব পূজা তোমার,
ঐহিক কায়িক তব পূজা করি মনে করেছি এই সার ॥
রূপের ছবি ধরিতে হৃদয়ে না পারি করুণা কর,
মান অপমান, সুখ দুঃখ সমান, করিব গ্রহণ এইবার ॥
সেবক হইয়ে শরীর দিয়ে, করিব কাজ তোমার,
তুমি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাক
সে নয়নে নয়ন কর পরিষ্কার ॥ ৫০ ॥

রাগিণী পিলু ভৈরবী-তাল যৎ।

জানিনা তুমি হে নাথ কর কত ছলনা
হরিনামে দিলে সাধ মনের আশা পূরালে না ॥
সমুদ্র লঙ্ঘণক্ষম-বুদ্ধি দিলে বিচক্ষণ,
তোমার রূপের কলা দেখে, হারায়ে ফেলি আপনা ॥
যদি তুমি কর কৃপা, দিন হতে পাবে ক্ষপা,
পূজে তোমার যুগল পা, কেন পাপ লাঞ্ছনা ॥
রৌদ্র বৃষ্টি যত কর, সকলই মায়ায় কর,
রোগ শোক মৃত্যু মায়া, আমি মায়া গেছে জানা ॥
দেখাইলে অর্দ্ধ দৃষ্টি, তাতে হল ব্যগ্র দৃষ্টি,
দেখে দেখে চলে যাচ্ছি, কূল কিনারা ত পেলেম না ॥
কোথায় যাব কি করিব, আর এ কথা কেন বলব,
হৃদয় মাঝে বদ্ধ রব, চাক্‌চক্যে ভুলিব না।
দাওহে সাধন সার, সংসার করি পরিহার,
তোমার ছবি এ সংসার, মনে দেহ সান্তনা ॥ ৫১ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফি-তাল যৎ ।

সহজে পাইব কি মা তোমার দর্শন।
সুধাসিন্ধু তোমার হৃদয় পাইতে চায় মন অনুক্ষণ ॥
নীলবর্ণ চক্ষু আমার, রক্তবর্ণ হল এবার,
সেবার কারণে তোমার, বস্তু করি অন্বেষণ।
তুমি দেখ আমায় যেমন, দেখি আমি তোমায় তেমন,
তবে তৃপ্ত হইবে মন, পরশ করি পরশ রতন।
ছদ্মবেশী শিশু সবে, সম্মুখীন হলে এবে,
পিতা মাতার পূর্ণ ভাবে, ডাকে মা বলে মনের মতন।
এ সকল লীলা তোমার, দেখাইতেছ বারম্বার,
তুমি লীলা লীলা তোমার, দেখেও তা মানে না মন।
সর্ব্ব চক্ষু তুমি মাতঃ, আমার চক্ষু করলে হত,
হৃদয় চক্ষে পরিণত, কর মা আমার এখন ॥ ৫২ ॥

রাগিণী গজভৈরবী-তাল যৎ ।

কল্যাণ কর গো শিবে, অবশ ইন্দ্রিয় জীবে।
তোমায় আমায় হল দেখা, আমিত রইলাম না এবে ॥
সভয় হৃদয়ে আছি, ভয়শূণ্য কর আজি,
তোমার মুখের ছবি, দেখাও গো আমারে ভবে।
তুমি বল যত কাজ, আমি তাতে করি লাজ,
মনে আছে মনের সাজ, বাহিরে প্রকাশ হবে কবে ॥
তুমি মাতঃ বিশ্বসার, তোমার প্রেম, নিরাকার,
ধরিল মায়ার আকার, তোমার শক্তি প্রভাবে ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার-তাল যৎ ।

মরি গো মনের খেদে জননী।
কবে সে মুখ হেরিব মাগো স্নেহপূর্ণ নয়নী ॥
যদি পাই মা তোমার কথা, ঘুচে যায় মনের ব্যথা,
তাহাতে নাহি অন্যথা, সফল জীবন তাতে মানি ॥
লজ্জা ভয় পরিহরি, বৃথা আশা দূর করি,
তব চরণ সেবা করি, দূরে যাইবে গ্লানি।
শুনি তোমার কথা কর্ণে, আমার মনে কি আর মানে,
দেখিব বাসনা মনে, হৃদয়কমলবিলাসিনী ॥
একত্বের বড় সাধ, বহুত্বে মনেরি বাদ,
পাইলাম এ সংবাদ, সাধ পূরাবে জননী।
তোমার যে অবতার, সংসারে সদা বিস্তার,
অবতারে শত ধার, এক কর গো আপনি ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী-তাল আড়া ।

বিলাসেতে নৃত্য কর, অবিনাশ ভাব মনে।
জঘন্য মনের ভাব, সতত জান অভাব,
দেখেও যায় না স্বভাব, আলোকে আঁধার গণে।
সমতা একতা যথা, মনে ভাব অন্যথা,
যাবে না মনের ব্যথা, বিনা সমুদ্র মন্থনে ॥
মরণান্ত কাল থাক, ভিতরে বাহিরে দেখ,
সংশোধিত কার্ম্মুক, যেন লক্ষ্যে বাণ হানে ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী বিভাস ঝিঁঝিট-তাল একতালা ।

আর কতকাল থাকবে ঢাকা তোমার প্রেম মুখের ছবি।
একবার হাস্য কর দয়াময়ী উদয় হউক মা শশী রবি ॥
যা দেখি সম্মুখে আমি, তারই হই মা অনুগামী,
তাহার মধ্যে আছ তুমি. ইহা কেবল মনে ভাবি ॥
মরি আমি মনের ক্লেশে, তুমি আমার নাহি পাশে,
কিন্তু ছদ্মবেশে হয়ে আছ যজ্ঞের হবি ॥
মা আমায় কত ছলিবে, বিবেক বুদ্ধি হত কর্‌বে,
যন্ত্রণা দূর কর এবে, দেখে তোমার প্রেমে ডুবি ॥ ৫৬ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল একতালা ।

কি আশ্চর্য্য ভুবন বিজয় করিল সাধকবৃন্দ।
মনের আনন্দ দিল শান্তি আইল গেল নিরানন্দ ॥
সাধিল সকল মনের সাধন দূরে গেল যত বিষাদ,
করুণা নিধান করিল বিধান, দয়াময় নাম প্রেমানন্দ ॥
কঠোরতা দিয়ে করিল কোমল, হৃদয় গেল বিবাদ
(ওরে) জন সমাজে হইল ধ্বনি গেলরে সকল দ্বন্দ্ব ॥
আপনি না মজে পরকে মজাতে পারে কি করিয়া বিবাদ,
নিজে মজিব আমরা করিব কার্য্য, পূর্ণ হইবে আহ্লাদ ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী-তাল একতালা ।

তুমি সত্য তুমি নিত্য পরমার্থকারিণী।
গুরুতা তোমার আছে অণুক্ষণ জানি ॥
নরপতি অমর সমরশায়ী চিদাভাস,
উপদেষ্টা সরস্বতী আশার স্থান অবিনাশ,
বিলয়কারী বহু সন্ততি বিচক্ষণ সেবিনী ॥
জয় ব্রহ্মাণ্ডপতি অপতি, অরাতি বারণ,
নিধুবন কোকিল কীট ভৃঙ্গ সন্ধান,
সতত কর দান, রাগ নিবারণ কুটিল ভাবিনী
অবিলাস মন বিলাস ভবন মালিনী।
দেহী পদপল্লব প্রাণবল্লভ অজিনাসন উপবিষ্টা
শিব সন্ততি প্রেম ব্রততী আরতি রতা।
অনির্দ্দিষ্টা, গুরুভাববরা পরাৎপরা কাতর পালিনী ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী সুরট-তাল আড়া ।

শমন দমন কর সহজ সাধন দিয়ে।
সিদ্ধাসিদ্ধ যোগে কর সাধন সময়ে
জন্মাবধি তব পদে থাকিব পড়িয়ে।
বিবরণ সদা বলি মনে দেহ করতালি,
জনম হইবে শোধ, পাব বাসা তোমার পদে।
সফল যোগে দেহ মন করি দেহ সংশোধন,
কর্ম্মকাণ্ড কর শুদ্ধ মনুষ্যত্ব আন এবে ॥
তোমার মায়ার গুণে, সবে মোহিত ভুবনে,
কৈবল্য ধামেতে আছি তথাপি না জানে মনে,
স্বভাবের এই রীত বলে সবে বিজ্ঞানবীৎ,
জানিব আপনি হিত দেখাও দেখাও ভাল করে ॥ ৫৯ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল কাওয়ালী।

সদানন্দময়ী সতত কর দান,
তব প্রসাদ অমৃত জগতের কল্যাণ।
মানস পটে আছে সমীহসাধন,
রূপ রস গন্ধ করুণা-নিধান,
তব আবির্ভাব দিয়ে কর প্রতিকার,
যম যন্ত্রণা দুর্ণিবার, বিলাসিতা সম্ভোগ রসে পূর্ণ,
কবলিত কর বিষয় সন্ধান ॥
রিপু নাই আর সকলই আপনি,
বিষয় লালসা-করুণা তব জননী,
বিগর্হিত মন্দভাব উদাসীন কৃপাবারি দান করহে শুভ কারণ,
হীন মলিন মানব তব ছবি বিকার
ইন্দ্রিয় সেবন অতীন্দ্রিয় অবিষয় সুখ মহান ॥
কি কাজ আর যন্ত্রণা ভেবে তোমার অনুভবে,
করিব যুগল চরণে অকাতরে নির্ভর এবে;
কান্তি রসাস্পদ পরম দয়াল, নিগ্রহ নাই তব বিলাসিতা বিষয় রসাল,
যাত্রীগণ বিদ্যাবত্তা করহ বিধান
অবিদ্যার স্রোত চলিবে না আর ভ্রমান্ধ বিজ্ঞান ॥ ৬০ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল ঝাঁপ ।

এক স্থানে মনের বাঞ্ছা করিব পূরণ।
সকল রূপ এক রূপে, কৃপণ ধন হৃদি কূপে,
করিব কর্ম্ম সম্পদরূপে, বিপদ লাঞ্ছনা দূর নিবারণ,
হবে তুমি নারায়ণ।
যেখানে যাই তোমারই মাধুরী,
হেরিব সাধ মনেতে আমারি স্মরণে মননে হৃদয় পঞ্জরী,
দর্শনে চিন্তনে তোমাকে ধরি করবে আনন্দ সেবন ॥ ৬১ ॥

রাগিণী বিভাগ-তাল ঝাঁপ ।

তব চরণ কমলে থাকিব সদা জননী,
সংসারের কোলাহলে আর যেন নাহি গণি।
এই যে মায়ামুগ্ধ সভা চতুর্দ্দিকে করে শোভা,
দেখিতেছি মনোলোভা (যেন) আমার বলে নাহি গণি।
তুমি যত কর সেবা, বুঝিতে তা পারে কেবা,
আছি গো মা রাত্রি দিবা, বিকারে মজে অমনি।
কর্ম্মকান্ড শুদ্ধ কর, দেহ জ্ঞান দিবাকর,
দেখি যেন তব কর, উজলে হৃদয়মণি ॥ ৬২ ॥

রাগিণী সুরট মল্লার-তাল যৎ ।

মনমসি দূরে গেল বিকার হইল ক্ষয়।
হৃদয় রাজ্যের আশা হল কত বিস্তৃত এ সময়।
রবি, চন্দ্র, তারা, ভুবনে অগম্য তারা কার্য্য নাহি পরাৎপরা
কেবল তোমার রূপের কথা কয়।
অবতার চতুষ্টয় কৃষ্ণ দুর্গা রামময় কালীর ভাব মিশ্রিত তায়
তোমারই প্রেমরূপ আর কারো নয়।
দেখ মাতৃ স্তন মুখে টানিল ওষ্ঠ জিহ্বা যোগে,
শিবা শিব অনুরাগে হয়ে গেল এক কায়।
আমি করিব কি আর সংশয় যে গেল
আমার দয়াময়ের অধিকার ব্রহ্মান্ডে সমুদয় ॥
কোথাও নাই বিভীষিকা, হৃদয়ে জ্বলিল অগ্নিশিখা,
সংসারে আর যায় না থাকা, উদরে পুরিলে সমুদায় ॥ ৬৩ ॥

রাগিণী সিন্ধুকাফি-তাল একতালা।

ভয়ে ভীত হয়ে আমি ডাকি দয়াময়।
সম্পদ সুখের আশা হয়ে গেল ক্ষয়।
চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা, আমি পড়ে আছি একা,
মঙ্গল কামনা তব মনে নাহি রয়।
সকলের এক মত, সংসারের প্রেমব্রত,
কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে সদা করি না আশ্রয়।
তোমার মহিমা গুণ, বলিব কি আমি হীন,
মনের মালিন্য যেন তোমাতে না রয়।
কেবা বুঝে তার মর্ম্ম, দরশনে তব কর্ম্ম,
মর্ম্ম ভেদে গেল জন্ম মঙ্গল আলয়।
রৌদ্র বৃষ্টি যত কর, করি তোমাতে নির্ভর,
সহিষ্ণুতা দিয়ে কর দৃঢ় জ্ঞানচয়।
পুত্র কন্যাগণে দেখি, সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখি,
তোমার প্রেমের দান মুখ্য প্রেমময় ॥ ৬৪ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল একতালা।

হরি, তুমি শিব দাতা বিশ্বের বিধাতা সিদ্ধকান্তি সারবত্তা গুণধাম।
তোমার স্পর্শনে দর্শনে শ্রবণে মনে বড় আশা পাইব আরাম।
হরি! যদি হই আমি তোমার অধীন ঘুচিবে আমার অশুভ দুর্দ্দিন।
দেখিব হে নাথ সেই শুভ দিন যখন সকলে হবে পূর্ণকাম।
হরি তোমার আদেশে সঙ্কীর্ত্তণ মাঝে জগতের কার্য্য নানারূপে সাজে,
জগৎ মজিয়া সিদ্ধ কার্য্যে পাইল তোমার দয়াময় নাম ॥ ৬৫ ॥

রাগিণী সুরট-তাল খেমটা ।

ভরসা তব চরণ ওহে দয়াময় হরি।
তোমার মঙ্গল ভাব দেখিহে দিবা শর্ব্বরী।
সহিষ্ণুতা দিয়ে কর, বিষয় লালসা দূর,
লাবণ্য ভাব জননীর দিয়ে প্রাণ শীতল করি।
চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, সকলই তোমারই দেয়,
পেতে ব্যাকুল না হয় হৃদয় যে নহে তোমাকে ছাড়ি।
মনমসি দূর কর, বিষয় লালসা হর,
আমার হৃদয় কর তব চরণ অঙ্গুরী।
দ্বন্দ্বেতে লাগিল দ্বন্দ্ব, মকরন্দ হইল মন্দ,
কিসে পাইব আনন্দ বিনা তোমার মাধুরী।
জগতের কান্তি তুমি, জগত জীবন স্বামী,
বৃথা যেন নাহি ভ্রমি রাখ রাখ কৃপা করি ॥ ৬৬ ॥

রাগিণী মনোহর সাই ।

সাবিত্রীর ভাবে একবার এস হে দয়াময় চরণ সেবিব তোমার।
আমরা দাসী হইয়ে ও চরণে থাকিব হে নাম অনিবার।
হইল বিত্ত অর্থ সকল ব্যর্থ মন চমৎকার;
তোমা বিনা এ আঁধারে তারিবে কে বল প্রভু আর।
নাই কান্ডারী জীর্ণ তরী কিসে হব পার;
ছাঁয়াতে রৌদ্রের জ্বালা নয়ন কোণে হের একবার।
পিতা মাতার স্নেহ নাই আর স্বামী হইল সার;
তাতে বিচ্ছেদ গরল পানে দিনে দিনে হতেছি অসার।
আছে মনে আশা শুভদশা হইবে একবার;
আবার মৃত্যু ভয়ে ভীত কর জীবন দানে জগৎ উদ্ধার।
দুঃখে গেল চিরকাল কলঙ্ক সংসার;
অকুলে ভাসিছি মোরা পার কর না জানি সাঁতার ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল আড়া।

বিষয় রসাল বৃক্ষে তৃষিত চাতক তুমি।
রাক্ষস যামিনি কবলিত করিল যে আমি ॥
সদ্ভাব বিষয় জাল, জীবনে দিল জঞ্জাল,
বিপদ সাধন কেবল দেখ না নিরয়গামী।
পূর্ণ কার্য্য পূর্ণিমাতে, দেখে হর্ষ হৃদয়েতে,
বিলাসিনি বিলাসেতে পেয়ে হারাইল স্বামী।
যম যন্ত্রণা দুর্ণিবার, মিলনে নাহি সাধ আর,
অদূর দর্শনে তোমার তেজোহীন হৃদয়মণি।
বিকশিত কুসুম হৃদে, বিলাসিতা নৃত্য-গীতে,
স্থায়ীভাব হয় না চিতে, ক্ষণপ্রভার অনুগামী ॥ ৬৮ ॥

২। অনুষ্ঠান সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন-তাল।

মনের আনন্দে কর সদা, দয়াল পিতার নাম কীর্ত্তন;
রবে না জ্বালা, মনের আনন্দ পাবে তাঁহার চরণে।
যদি কর সঙ্গোপন, নামের মালা কর ধারণ,
রবে না ভাবনা সংসারে;
জীবনের সার সেই পিতার চরণ,
অনিমেষ নয়নে হের বার বার অধোবদনে।
আজ আর মিছা মায়াজলে বদ্ধ হয়ে রবে কেন,
স্মরণ কর মনে সে চরণ, আজন্ম হৃদয়ধন,
সেবন করবে বার বার, হৃদয়ে ধরে তাঁহার চরণ, সরল মনে।
মনের আনন্দে আজ উদ্বাহ-বন্ধনে হলে সম্বন্ধ,
জীবন কলঙ্কিত করো না সংসার বাসনা দিয়ে,
হতমান ঘর তবু ছেড়না চরণ সেবনে।
জীবনাশ বৃথা হইল মনে করো না বিষয় ছাড়িলে,
কি আর করিবে বিষয় দিয়ে,
যাহাতে হয় মন শুদ্ধ কলঙ্কিত লাঞ্ছনে।
অবিবাহিতকালে যদি করেছ মনে কামনা সংসার,
কিন্তু বিবাহিত হলে জন্মের ধার শোধিতে;
করো না আর মনের ভাব পরিবর্ত্তন সংসার-বন্ধনে।
যাবে দিন মনের আনন্দে, পাবে সান্ত্বনা চিরকাল,
রবে না যাতনা মনে, সাধিলে প্রভুর কাজ;
মনে করো না লাজ ভয়, পাবে সান্তনা এ জীবনে* ॥ ৬৯ ॥

* তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রথিত হয়।

রাগিণী সরফরদার-তাল ঝাঁপ।

আজি আনন্দে কর, বিভূগুণ গান।
যাঁহার প্রসাদে এই শুভ অনুষ্ঠান ॥
প্রেমের মুরতি হয়ে, ঘরে ঘরে বিচরিয়ে;
করিছেন সকলেরে সহজ প্রেম দাম।
উভয়ে মিলন হইল, চকোরী চাঁদে বরিল;
মধ্যে সুধা বরষিল মঙ্গল নিধান* ॥ ৭০ ॥

রাগ ভৈরবী-তাল একতালা।

পরম জ্ঞান ধ্যান কর রে, সাধ রে প্রেম সাধন।
নিত্য কর্ম্ম পরম ধর্ম্ম, পরমানন্দ কারণ ॥
সংসার-সুখ-আশা-লাভে, আছ সতত মগন;
রতন হার যতন করে, আনন্দে করেছ ধারণ।
সফল জীবন কেমনে হইবে, জান না তাহার সন্ধান ॥
প্রেমের সাগর, প্রেমের আধার, দিয়ে প্রেমধন সন্তান;
নামকরণে আজিকার দিনে, করিলেন আয়োজন।
সকলে মিলিয়ে তাঁহার নাম, আদরে কর হে কীর্ত্তন ॥
লাবণ্যবেশী, মহিহারময়ী, বীরেন্দ্রচন্দ্র শোভন।
নলিনকান্তি পরিমলহর-নাম মায়ার নিদান।
আপনি লীলা ছলেতে ধরিলা, কে জানে তাঁহার বিধান** ॥ ৭১ ॥

* তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বিবাহ উপলক্ষে এই সঙ্গীত গ্রথিত হয় ২৬শে কার্ত্তিক ১২৮৬

** বুড়ি, মণি, শালগ্রাম, ধনী ও লালগ্রাম প্রভৃতি তাঁহার তিনটি দৌহিত্রী, একটি দৌহিত্র ও একটি পৌত্রের নামকরণ উপলক্ষে এই সঙ্গীত প্রস্তুত হয়। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

রাগিণী সুরট-তাল ঝাঁপ।

করিলে বিষয়-যোগে, কত যে আনন্দ লীলা।
হরিলে দুঃখ তিমির, বাড়াইবে প্রেম-কলা।
কোথায় নিবাস ছিল, কেবা কোথা জনমিল,
করিলে মিলন দোহে, গলে দিয়ে প্রেম-মালা।
উপলক্ষ করি এক, দিতেছ বহুতে যোগ,
তোমার মহিমা গুণ, মুখে নাহি যায় বলা।
তাহার দৃষ্টান্ত রাজি দেখাইলে হেথা আজি,
প্রীত করিলে সকলে করি প্রণয়ের খেলা ॥ ৭২ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ-তাল কাওয়ালী ।

মা ডাকি গো কাতরে।
করিতে বাসনা তব চরণ সেবন ভব রোগে কে আর তারে।
সমীপবাসিনী তুমি হৃদয় বিলাসিনী,
উল্লাসিনী নাম তব দয়াময়ী সুরধুনী,
সাবিত্রী জীবন সাধ্যা বিরাজ হৃদয়ে প্রেম ভরে।
বিভূতি তোমার নর নারী বিশ্ব সন্ততি,
সকল রূপিণী ইহ পরলোক শান্তি,
যোগিনী সম্পদ-দাতৃ মিলনকারিণী ঘরে ঘরে।
বরিষ আষাড় ধারা প্রেম বারি সিঞ্চনে,
প্রেমের জলধি তুমি জানে মা ত্রিভুবনে,
অবরোধ ছাড়ি দেহ মায়া নিবারিণী চরাচরে* ॥ ৭৩ ॥

* জনৈক শিষ্য কৃতকর্ম্মার বিবাহ উপলক্ষে গ্রথিত।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট-তাল আড়া।

তব করুণাতে দয়াময়।
আজি তোমার দুটা জীবন হল মিলিত হৃদয়।
কি আনন্দে মাতিল শর্ব্বরী মধুময় জগত এ সময়।
মন্দার পর্ব্বত হিমাচল শিখর,
শীতল তুহিন রবি কিরণ প্রখর,
আইল করিতে জগত প্রেমবারিময়।
আইল শশাঙ্ক আজি করিতে সমতা,
উল্লাসিত চকোরিণী পাইয়ে বারতা,
নিবারিতে রোগ শোক রবি সুত ভয় ॥ ৭৪ ॥

৩। কীর্ত্তন।

বিশ্বজন-বন্দন সুন্দর, ওহে জগন্নাথ শিব বিশ্ব ধর।
দেখলে রূপের মাধুরী, মনে আপন পাসরি,
নামে মত্ত বিচক্ষণ হয় বিষয় ছাড়ি।
ডুবে নামের জলে ভব-কলে, গলে যায় হয়ে অধর।
জয় জয় মহারাজ, জয় সত্য শুদ্ধ কাজ,
জয় ব্রহ্ম ধর্ম্মরাজ, কর অন্তরে বিরাজ।
দিয়ে নামের মালা পাতালে খেলা লইতে নিজ কুঙর ॥ ৭৫ ॥

আর কিছু নাহি চাই, তোমার চরণ বিনা;
তুমি সর্ব্ব মূলাধার, তোমা বই আর জানি না।
তোমার করুণাস্রোত, বহিতেছে অবিরত;
আছে কি ভাবনা তার, যে করে চরণ সাধনা।
চতুর্ব্বর্গ সে চরণে, লভিয়াছে ভক্তগণে;
তব চরণ প্রসাদে ঘুচিল ভব যন্ত্রণা ॥ ৭৬ ॥

ঠেকিল জীবন-তরণী, ভবের নদীতে;
নাহি চলে, পাপ-বায়ু বহে সম্মুখেতে।
প্রবৃত্তিকে দিয়ে সায় কুকাজ করেছি,
ভাবি নাই আগে এখন ঠেকে বুঝেছি;
কি উপায় করি বল পড়েছি বিপাকেতে।
উজান স্রোত বেয়ে এলাম ভাটির নিকটে,
সহজ পথে ঠেকিলাম বিষয় সঙ্কটে;
দেখা যায় তবু নাহি পারি সেথা যাইতে।
ব্রহ্মদাস বলে শুন ওরে মন আমার,
কর্ণধার আছে দৃঢ় ভাবনা কি তোমার;
অনুগত হয়ে তার চালাও প্রাণপণেতে ॥ ৭৭ ॥

হরি বল রসনা দীনের দিন কি এমনি যাবে।
গেল বেলা রে ছাড় মিছা খেলা,
বল মৃত্যুর হাতে কিসে রক্ষা পাবে।
সার কর হরি-পদ, তুচ্ছ হবে বিষয়-মদ,
সদানন্দে মগন রবে মনের মানস সরল হবে,
স্বদেশের পথ চিন্তে পাবে, যাবে স্বার্থ দূরে,
(ওরে মন আমার), দেখবে প্রাণেশ্বরে সরল মধুর প্রেমের ভাবে।
সিদ্ধিদাতা দয়াল হরি, বিপদভঞ্জন উপকারী,
কিবা দয়া আমরি মরি;
এবার চেয়ে দেখ নয়ন মেলি, দেখে হবে কুতূহলী,
কবে কিবা আয়োজন, (ওরে মন আমার),
পুত্র কন্যাগণ, আনিলেন নিজ গৃহে এবে ॥ ৭৮ ॥

তোমায় দেখিব নয়ন ভরিয়ে।
তোমার কোলে বসে কাঁদব কেন মা মা বলে আকুল হয়ে
(জননী গো)।
তুমি গো বিশ্ব জননী, পিতা মাতা আহ্লাদিনী;
তোমায় না দেখিলে কিসে ত্রাণ,
পাব আমি ভবভয়ে (জননী গো)।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগামী দাস হয়ে;
মা গো পূজব তোমার চরণ-কমল,
হৃদয় মাঝে সাধ পূরায়ে (সহজ ভাবে)।
অন্তর বাহির এক হবে, রূপ দেখে প্রাণ মন মাতিবে;
তখন অবাক হয়ে তোমার পানে,
থাকব আমি সদা চেয়ে, (অনিমেষে) ॥ ৭৯ ॥

দীনবন্ধু দয়াল হরি,
একবার দীনের পানে চাও হে ফিরে (ও হে ও দয়ার ঠাকুর)।
আমি হয়েছি আকুল, বিষয়ে ব্যাকুল,
আমায় রাখ রাখ হাতে ধরে (দীনবন্ধু হরি)।
যদি প্রবঞ্চনা বিষয়-ভাবনা, মনে করি,
সব অসার কল্পনা, হয়ে যাই সার হইতে বঞ্চিত,
তোমার নামের গুণ থাকবে কেমন করে (বিপদভঞ্জন হরি)।
মনের বাসনা পাইতে চরণে, বঞ্চিত করোনা পিতৃদত্ত ধনে,
আমার এ দেহ যাইবে, মৃত্তিকায় মিশিবে,
পাবে কি ধরিতে অসার সংসারে (পতিত পাবন দয়াল) ॥ ৮০ ॥

মন রে বিরাম দিওনা আর;
বলিতে হরিনাম, অসার জীবনের সার।
যদি কর্ম্মফলে বঞ্চিত সকলে, হও বার বার জীবনের কলে;
মনের বাসনা, করিবে সূচনা,
বিনা দোষে অশেষ পাপভার (শেষে কাঁদিতে হবে)।
বিষয় গরল মাঝে, সুখে আছ ভাব কি লাজে,
যখন ধরিবে বিষ লেশমাত্র শোণিতে,
মরিবে জ্বালায় কে খন্ডাবে দুঃখভার (দয়াল হরি বিনে) ॥ ৮১ ॥

ঘুচাও গো মা ব্যাধি পীড়া, আর ত জ্বালা সহে না।
দীনের শরণ তোমার চরণ (করুণাময়ী মা গো আমার)
অধম-তারণ নাম জপনা।
মনের মানস, করিয়ে সরস,
ও শ্রীপদে মন মজাও না (দুঃখহরা জননী)!
হবে লোভ নাশ, কাটবে কর্ম্ম-পাশ,
দূরে যাবে বিষাদ ভাবনা (অনায়াসে)।
বিষয় লালসা, জীবনের আশা,
ঘুচে যাবে করলে নাম সাধনা,
(এমন প্রতিকার আর কোথা আছে);
জানি এই সার করাও পরিহার,
আমার সংসার বাসনা (সমূলেতে)।
তুমি শিবদাতা বিশ্বের বিধাতা,
সকলেতে তোমার সমান মমতা (এমন কেবা আছে আর);
প্রসন্ন নয়নে চাও দীনের পানে (একবার চাও, চাও গো ফিরে)
পাপ ব্যাধি মোচন কর না (রোগের ঔষধ দিয়ে) ॥ ৮২ ॥

দয়াময় নমের গুণে, ভব বনে তরে যাবে।
সে যে দুর্গম কানন, ভয়ে কাঁপে মন,
জান না কখন, বিপদ ঘটিবে (রিপুর হাতে) ॥
সজীব সবশ হয়ে এক মনে, প্রাণপণে চল আপন সদনে;
নির্ভয়ে যাইবে, কেহ না বাধিতে, হৃদি মাঝে দয়াল নাম জপিবে।
নাম রস পানে প্রমত্ত হইলে,
ডুবিয়ে থাকিবে সুধাসিন্ধু জলে;
হইবে গোস্পদ সম ভবহ্রদ;
প্রভুর কৃপাগুণে সকল পরিষ্কার হবে ॥ ৮৩ ॥

বাউলের সুর-তাল খেমটা।

একবার ভজ মন হরি দয়াময়,
দীন বন্ধু রক্ষা করেন দুঃখের সময়।
মা আমার হরিনাভি, উদয় হইলে রবি,
কৃষ্ণচন্দ্রে মনে ভাবি, করেন আশ্রয়।
তুমি মন কৃপা দৃষ্টে, দৃষ্টি কর মাতৃ কষ্টে,
তোমার শুভ অদৃষ্টে হবে চন্দ্রোদয়।
মায়ের গুণ জান তুমি, দেখিলে ভারত ভূমি
যাঁহার প্রসাদে ভ্রমি, সেতু সমুদয়।
একবার মাতার চরণ তলে, ডাক দয়াময় বলে,
মাতৃকার্য্য না করিলে, মোচন কোথায় ॥ ৮৪ ॥

---

* সাহাজদপুরের নীলমণি কৈবর্ত্তের খুড়ীর পীড়া দূর হওয়ার জন্য এই সঙ্কীর্ত্তণটী হইয়াছিল।

মনের আনন্দে বল হরি দয়াময়।
উল্লাসিত হৃৎকমল পাইয়া আশ্রয়।
(মনের আশা পূরণ হবে বলে)
কিবা শোভা মনোলোভা, নামের মাধুরী আভা,
প্রকাশে কনক প্রভা, নাম সুধাময়। (সুধা কূপে মজরে)।
হরি দয়াময় আর দয়াময় হরি সার,
করিতে জীব উদ্ধার হইল উদয়। (নাম মধু পান করবে)।
শেষ কৈবল্য ধাম, এই দয়াময় নাম, পেয়ে হবে পূর্ণকাম,
জগতের বিষয়। (সর্ব্বনাম দয়াময় রে) ॥ ৮৫ ॥

রাগিণী মনোহরসাই।

দয়া ছেড়না হে প্রেমের সাগর। তুমি দয়াময় নাম ধর।
আমার হৃদয় ভবন আছে শূন্য নাথ, তাহাতে হওহে আসীন।
আমি তোমার ভালবাসা ভুলে আছি পাপ পঞ্চ জলে।
তোমার দয়াময় নাম সযতনে জপিব বাসনা মনে ॥ ৮৬ ॥

"ব্রহ্ম সনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক" এই সুর ॥

প্রেমেতে জাগরিত সাবহিত হয়ে দেখ।
ওরে সংসার-বন্ধন-ক্লেশ দূরে যাবে পাবে সুখ ॥
হরিদাস ছিল এক ভক্ত মহাজন,
সে যে প্রেমেতে সকল ত্যাজি লইল শরণ; হয়ে সরল মুখ।
দয়াময় হরিনাম বড়ই মঙ্গল,
ওরে শুভ্র জ্যোতি দীনবন্ধু প্রাণের সম্বল; ভাব যাবে দুঃখ ॥
দয়াময় অবতীর্ণ হইলেন অবনীতে,
ওরে দেখহ সুবোধ জন ধ্যান সুযোগেতে; কর স্থির লক্ষ্য ॥ ৮৭ ॥

রাগিণী সোহিনীবাহার-তাল ঠুংরি।

মা তুমি করিলে বিষয়চ্ছেদ যবে।
বলিলে করিবে দাসে পদ কমলে ভ্রমর, অমর হইবে মন ভাবে ॥
ভরসা তব চরণ, নাই অন্য মহাজন, খাতক ঘাতক তুমি সরবে;
হরিয়ে আমার আশা, চরণেতে দিলে বাসা,
নিশ্বাস পবন বহে গরবে ॥
আদরেতে মা তোমার ভুলে আছি অনিবার,
শুনিবার সাধ নাই, চাই গো শিবে;
কবে সেই শুভদিন আসিবে যাবে দুর্দ্দিন,
হৃদয়ভেদি মনমসি নাশিবে ॥ * ॥ ৮৮ ॥

---

* যুধিষ্ঠীর নামক জনৈক বিষয় বিরাগী শিষ্যের; নামে তাহার মহাজনগণ, দেনার ডিক্রীজারি করিলে তাহার মানসিক বল বিধান ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

অষ্টম সার্ব্বসাম্বৎসরিক উৎসবের কীর্ত্তন।

(হরি বল বল রব কেন শুনছি নবদ্বীপে রে মাধাই জেনে আয়-এই সুর)

দয়াময় নাম শান্তি-সুধা, সমুদ্র মন্থনে এল ভুবনে।
এল ভুবনে, এল ভুবনে (ওরে ঐ দয়াময়) (চেয়ে দেখ রে)
ও আরে এই দয়াময়, ও আরে সিংহ রবে এই দয়াময়,
ও আরে মধুর রবে এই দয়াময়।
সুরাসুর ভাল মন্দ একত্র হইয়া।
ওরে বাসুকী কুন্ডলী রজ্জু মেরুতে যুজিয়া ॥
লাবণ্য লালসা অহঙ্কার বল হতে।
ওরে সয়ম্ভু সাধন মেরুযোগ পরমেতে ॥
বিষয় বাসনা সিদ্ধ অসিদ্ধ যোগেতে।
ওরে সম্মুখ সংগ্রাম বৈর প্রেম দুই যাতে।
বনবাস গৃহবাস সাধুসঙ্গ কত।
ওরে ভাব সাগরের জলে করিল আঘাত।
প্রাণ বায়ু কারণ বারি আন্দোলিত করে।
ওরে বিষাদ গরল প্রেম অমৃত সঞ্চারে ॥
হৃদয় রবির আকর্ষণে জগৎ মেরু ঘুরে।
ওরে অপার সাগর দয়াময় সুধা দান করে ॥ ৮৯ ॥

সাধন সিদ্ধ হলো না, ছিল এই ভাবনা।
কাল শমনে ঘেরিল ভুবন, বিষয় রসে লাঞ্ছনা।
মন বলে কবে যাবে রে,
যাতনা বিষাদ সমুদ্রে নাই সান্তনা;
মানস পটে মুদ্রিত কুবাসনা হলো জীবন শেষ কেন ভেবে দেখ না।
কত ব্যাস বাল্মীকি ঈশা মুশা,
শিব শুক নারদ করি আশা,
বান্ধিল সেতু মিটাইতে ধর্ম্ম পিপাসা,
মানব কুলের দুঃখ আর ঘুচিল না।
আপদ ভঞ্জন দয়াময় নাম,
আইল করিতে সকলে সিদ্ধ কাম;
আলোকিত করিয়া হৃদয় ধাম করিবে পূরণ সাধকের সাধনা।
ছিল অর্দ্ধ যোগ বিপদ সাধনে,
গেল সে ভয় আজি এ নামের গুণে;
কাল রাত্রি পোহাইল দেখরে নয়নে,
শুভ তপন উদিল যাবে বিরম্বনা ॥ ৯০ ॥

সাধিতে জীবনের আশা বল দয়াময় হরি।
বিশুদ্ধ সাধন তব হইবে দিবা শর্ব্বরী।
বিশালাক্ষি দয়াময়ী সাধনের সার;
হইবে মুকতি সেবা করিলে তাহার, বল দয়াল হরি।
মাতার হৃদয়ে জগত আছে সর্ব্বক্ষণ;
জাগিয়া সতত রাখ সে চরণ মন বল দয়াল হরি।
কৃষ্ণযোগ শেষ হইল বুঝহ সুজন;
সকল যোগে এক যোগ দয়াময় চরণ, বল দয়াল হরি ॥ ৯১ ॥

(প্রেমধন বিলায় গৌর রায়-এই সুর)

সুদিন আসিল চিন্তা নাই। মুখে দয়াল বল ভাই ॥
মনের সাধন শেষ হইল রে (প্রেমানন্দে দয়াল বল রে);
এস সবে ঘরে ঘরে প্রেম বিলাই।
যোগ নিদ্রা ছাড়ি মায়া রে প্রেমানন্দে দয়াল বল রে);
প্রকাশিল মুখ দেখতে পাই।
তপোবন ছিল যথা রে (প্রেমানন্দে দয়াল বল রে)
উপবন হইল সেই ঠাঁই।
জ্ঞান প্রেম কর্মযোগ রে (প্রেমানন্দে দয়াল বল রে)
এই তিনে এক দেখতে পাই।
দয়াময় নামে দেখ রে (প্রেমানন্দে দয়াল বল রে)
এলেম মর্ত্ত্যলোকে জগতের গোঁসাই।
শ্যাম দেহ শুভ্র হইল রে (প্রেমানন্দে দয়াল বল রে)
এস সবে মিলে সেরূপ দেখতে চাই ॥ ৯২ ॥

রাগিণী মনোহরসাই।

বিগলিতভাবে একবার দেখ রে সেই অনাথ নাথ দয়াময়ের চরণ।
একবার এস হে মন তোমায় আমায় মিলে বসি মুদি দুনয়ন।
নাই বাধা বিঘ্ন কর্ম্ম শূন্য হল রে এখন;
সেই চরণ রজ মাথায় নিয়ে করব সদা সাধন ভজন।
আজ আমি যেন আমার নই রে হইয়াছি মগন;
চেতন পাখী উড়ে গেল অবশ হল আমার প্রাণ মন।
কি করিবে আর অহঙ্কারে নাই ভয়ের কারণ দেহ রাজ্য মধ্যে এল দেহ
এবার প্রেমের শাসন।
রথ এল যাত্রা কর রে মন এই শুভক্ষণ;
নিবাসে নিরাশ হ'য়ে ভুলে আছ আপন সদন।
মনের আঁধার গেল হৃদে এল হৃদয় রতন;
সম্মুখেতে সিংহাসনে প্রেমরূপী জগতের জীবন ॥ ৯৩ ॥

"গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" এই সুর।

ভীত মন আছে সদা এ ভব বনে।
চমৎকার ভাব মনে, বিভীষিকা দরশনে,
মালিন্য সঞ্চার তব প্রীতি বিহনে।
করুণাময় তোমার ছবি,
বিশ্বের আলেখ্য রবি, রস যোগে অনুরাগে ধারণা মনে।
দৃঢ় করি হৃদে ধরি, মনমসি দূর করি,
পেয়ে সাকল্য ভাবেতে তব চরণে ॥ ৯৪ ॥

মনের আনন্দে বল সদা দয়াময় নাম।
হইবে চরম শান্তি পাইবে আরাম।
বিলাস ভবন হৃদয়, অনুরাগে পূর্ণ হয়,
হইবে চন্দ্র উদয়, পাবে প্রেম ধাম।
সহজ সাধন সেই, সাধরে অবাধে তাই,
কঠোরতা তাতে নাই, সফলসিদ্ধ কাম।
রূপ, রস, গন্ধ যত, হবে এক নাম যুক্ত,
যাহাতে আছে জগত, স্বয়ং ব্রহ্মধাম ॥ ৯৫ ॥

নাম-যোগ-কীর্ত্তন।

রাগিণী মূলতান-তাল একতালা। তাল ফেরতা।

মধুময় হলো সংসার। বল মুখে দয়াময় ॥
সাধনের ফল সুবোধ সকল, একবার ভেবে দেখ মনে,
জ্ঞান যোগে নয়, হলো অগ্রসর, বন্ধনমুক্ত এতদিনে হইবে নিশ্চয়।

তাল রূপক।

দয়াল নামেতে জগৎ মাতিল,
প্রেমে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ক্রমে।
নারায়ণ নামে শান্ত, রাম নাম হলো যুক্ত,
দাস্য সখ্য ভাব দিল জগজ্জনে;
এল বাৎসল্য দুর্গা কৃষ্ণ যোগেতে, শিব কৃষ্ণ দূর্গা হরি মধুরেতে।
হরিনাম কালী যোগে ধরিল অনুরাগে, পাবে বলে শান্তি চরমে।
হলো অর্দ্ধ যোগ তাহাতে পূরণ করিতে দয়াময় নাম হইল উদয়।

তাল ডগরমালী।

বল হরি দয়াময় (মনের সাধে), দয়াময় হরি, দয়াল হরি সুখময়।
দয়াময় হরি দীনবন্ধু হরি, যোগেতে হইল হরি হরি হরি।
দয়াময় নামে হরি মিশিল এখন, দয়াময় বল হবে সফল জীবন।
পঞ্চ প্রকার প্রেম জীবনের সার, একে পঞ্চ পঞ্চে এক হইল উদ্ধার।

তাল ঠুংরি।

এখন দয়াময় হইল সর্ব্বনাম। যাতে সকলে হবে সিদ্ধকাম।
আল করিম সমতুল, কির্দ্দগার, মার্শিফুল,
আরবী পারশী ইংলিশেতে বিদ্যমান;
যে নাম আছে যে ভাষাতে, আসিয়া মিশিল তাতে,
ভাষা ছেড়ে কর সবে দয়াময় গুণগান।
হবে একতা সকলে এ নাম সাধিলে, দূরে যাবে জন্ম দুঃখ চয়* ॥ ৯৬ ॥

---

* কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ শারদীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে ১২৮৯ সালের নাম-যোগ কীর্ত্তন।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

এস ওহে ভাই, সবে মিলে যাই, পূণ্যধামে, আনন্দ মনে।
গেল দুঃখের দিন, শান্তি সুধা, দিবেন প্রভু, অমর ভুবনে।
অনাথ শরণ, আপদ ভঞ্জন দয়াময় নাম;
ধ্যান যোগে, অনুরাগে জপ সিদ্ধ, হবে মনস্কাম।
নর নারী সমভাবে হবে অধিকারী,
অযোগ্য অপ্রেম যাবে, পেয়ে প্রেমবারি;
দেখিবে সকল স্থান পূর্ণ প্রেম নীরে
আনন্দে মাতিবে সবে, নিশি দিন ভরে।
কৈতব শূন্য হয়ে, এক হৃদয়, বল প্রেমের জয় মধুর বচনে।
প্রেমের মুরতি, দেখবি যদি চলে আয়। রোগ শোক দূরে যাবে।
(চলে আয় আয় ব্যাকুল হয়ে), দরশনে মোক্ষফল পাবে।
শুনলে মধুর বাণী লাগে ধাঁধা, মন মানে কি সংসারে বাধা।
আছ তাপে হয়ে জরজর, পাবে চিরসুখ, সে মুখ হের।
আছ সম্মুখেতে হৃদয়ের ধন, দেখ মনের সাধে প্রেম নয়নে।
সেই গুরু কল্পতরু, কর তাঁর উদ্দেশ।
বল আর কত দিন খেলায় বেলা করিবে হে শেষ।
ভবে আর কেহ নাই, করে হিত হে ভাই;
বল কোথা জীবন দিবে, বিনে সে দীনেশ।
নত শির হয়ে, দেখ রে চাহিয়ে,
ছাড় জাতিগত ভাব হইবে বিশেষ।
নর নারী সবে, দেখবে আপন ভাবে,
তবে পাবে মনের মানুষ যাবে দুঃখ ক্লেশ।
শোন সুসংবাদ, আশা কর, ঘুচবে,
অচিরে নিরাশা মানব জীবনে * ॥ ৯৭ ॥

---

* কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজের এয়োদশ সাম্বৎসরিক শারদীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১২৮৮ সালের নগর সঙ্কীর্ত্তন।

রাগিণী খাম্বাজ-তাল একতালা।

ভীম গর্জ্জনে উঠিল গগনে দয়াময় নামের কোলাহল,
কাঁপিল মেদিনী মাতিল উল্লাসে নর নারী সবে গাইল মঙ্গল।
বর্ণহীন নিবিড় আঁধার, প্রসবিল প্রজা অগণ্য অপার,
বহুবর্ণ মত ভেদের আকার একযোগে ধবল হইল সকল।

তাল রূপক।

হল ক্রমেতে বহুলীলা জগতে;
মৎস্য কূর্ম্ম আদি শিব বিষ্ণু বিধি রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা হতে।
ঈশা, মুশা, দাউদ, গৌতম, মহম্মদ, চৈতন্য, শঙ্কর ধর্ম্ম মতে।
যে ছিল নানা মত, হল সব একমত, আজি মধুর দয়াময়
নামেতে।

তাল একতালা ।

ভয় নাই আর নাম সুধা সার দূরে গেল, ছিল যত অমঙ্গল।

তাল যৎ।

একচ্ছত্র হইল সংসার, রাজা নাহি আর,
এক প্রভু দয়াময় লইলেন রাজ্যভার।
রোগ শোক দূরে গেল মরণ রহিত হল,
প্রকৃত সুখ আইল ঘুচিল মন বিকার।
এস নর নারী মিলে ডোব নামের প্রেমজলে,
দেখ দেখ চক্ষু মেলে, সংসারে স্বর্গ এবার।

তাল একতালা।

গাও নিশিদিন, দয়াল নামের গুণ,
যা'হতে হইল জীবন সফল ॥ ৯৮ ॥

রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি।

বিষয় লালসা যোগে এসহে হৃদয়ে মম,
শয়নে গমনে যেন, হৃদয় জপে তব নাম।
সঙ্কুচিত উপাসনা দেয় না আর হৃদয় কাম,
সর্ব্ব যোগে আরাধনা জেনেছি তব উত্তম ॥
বিষয় বিকারে দেহ, তোমাতে সর্ব্বদা মোহ,
বনেতে করহে গৃহ মায়ারূপ তবধাম।
আরাধনা যোগে আমি, দেখব তোমায় বল্লে তুমি,
আজিকার আরাধনায় পঙ্ক আর চন্দন সম ॥ ৯৯ ॥

রাগিণী লগ্নী-তাল খেম্‌টা।

একবার ভজ মন গুরু পাদপদ্মে,
শরণ মনন কর তব হৃদয় পদ্মে।
মায়ারূপী হরি সেই, আর কেহ বন্ধু নাই,
বিশ্বাস ভক্তি প্রেম যোগে, ধ্যান কররে অবাধে ॥
শক্তিশালী নাহি আর, দয়াময় নাম তাঁর,
ভ্রান্তিতে মজনা আর, মায়ার আবদ্ধে।
তোমার আশা সিদ্ধ কাজ, ভাবরে করনা ব্যাজ,
সিংহাসনে রাজ রাজ, মানস কমল মধ্যে ॥
অমিয়া হাসিল যারা, দেখে হলে বুদ্ধি হারা,
গুরুরূপ দেখ তারা, রেখেছে হৃদয়ে বেন্ধে।
দাস হয়ে কর লাভ, প্রভুর সমীপ ভাব,
দয়াময়ের নাম লাভ, দয়াময়ের মুখ পদ্মে ॥ ১০০ ॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী-তাল পোস্ত।

একবার আশা কর সুসার হবে মনের ভালবাসা।
নিবাসেতে দয়াময় ঘুচাইবেন দুর্দ্দশা।
কৃশ তনু হ'ল স্থূল ঐশ্বর্য্য দেখি বিপুল,
কুবলয় কিসলয় থাকবে পে'য়ে জলে বাসা।
পিতৃস্বসা তব আছে, ভয় কিরে তার কাছে,
মায়াবিনী বলিতেছে, বড় আদরের ভাষা।
রক্ষ রক্ষ প্রভু বলে, ডাকিতেছে বিপদকালে,
পড়ে আছে আপন ছলে, মায়া নহে কর্ম্মনাশা।
কি কাজ আর ভবনে বসে, জীবনের অন্ন কলুষে,
পূর্ণ করি নিরাশে, বিকার লাঞ্ছনা দশা।
হরিহে দুঃখ হর, বিপদ হর, রৌদ্রে হর,
বিপাক দূর কর মর্ম্মে নাহি মৃত্যুদশা।
গেলরে গেল মানব কুল, একথা আর নাহি বল,
হরি হরি সদা বল, দয়াময় হল বিবাসা ॥ ১০১ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল আড়া।

বিরস বদনে কেন আছরে মন নিরবধি।
জাননাতো তোমার মন হৃদয়ে পরম নিধি ॥
স্বাধীনতা বিসর্জ্জন, প্রবেশিয়া ভব বন,
দিলে কেহ হত জ্ঞান, হৃদয়ে কলুষ ব্যাধি।
ভবের মোহিনী শক্তি, আকর্ষিছে দিবা রাতি, হয়ে হত চেতন,
জাননা আপন বিধি; নিবাসেতে নাহি মন, পরবাসে সর্ব্বক্ষণ,
আনন্দময়ের চরণ; সাধণ কররে হৃদি ॥ ১০২ ॥

রাগিণী আশা গৌরী-তাল ঠুংরি।

মা তুমি অমিয়া ভাষিণী হও সদা।
সদানন্দময়ী তুমি রাধা ॥
বিকারেতে মজে আমি, আছি মা দিবা রজনী,
সমীপে লভিতে তোমায় মন দেয় বাধা।
কোথা হ'তে কে আনিল, কেবা আছে অনুকূল,
কেবা আমি তুমি বল, ঘুচাও মা এ সব দ্বিধা ॥ ১০৩ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল যৎ।

মা যদি করগো দয়া দয়াময়ী জননী।
বিকারেতে আছি আমি দেখ দিবা রজনী ॥
সম্মুখ সংগ্রাম পড়ে, আছি গো মা এ সংসারে,
কীর্ত্তনে ধ্যানে তোমারে, স্মরি না হই বিপথগামী।
রবি শশী তিমির, তোমার চক্ষুর কর,
রৌদ্র বৃষ্টি যত কর, সহিতে না পারি আমি।
মা তোমার প্রেম মুখ, দেখিলে জুড়ায়ে বুক,
সংসারে নাহিক সুখ, জন্ম শোধ কর এখনি ॥ ১০৪ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল একতালা।

করিলে কৃপাদান, তুমি দয়াময় করুণা নিধান।
আশার সুসার, হইল এবার, মরি মরি কি চমৎকার;
হ'ল তোমার আদেশে, সর্ব্ব দেশে দেশে,
বিরস মুখে আনন্দ গান।
মাতার হৃদয়ে স্নেহের মূরতি প্রকাশিলে আপন রূপে,
আমি জনম অন্ধতা লইয়াছিলাম এখন হলেম চক্ষুষ্মান ॥ ১০৫ ॥

রাগিণী গৌরী-তাল আড়া।

মা তুমি আছ গো হৃদয়ে, জগদম্বে শুভদায়িনী শিবে সময়ে।
মা! বিকার যোনি যত, সকলই হইল তত,
অবিকৃত প্রেম ব্রত, প্রকাশ হ'ল সভয়ে।
হল মনের আহ্লাদ দূরে যাইবে বিষাদ,
বলিলে পূরাবে সাধ প্রহ্লাদের বিশ্বাস দিয়ে।
অচিরে সাধনের ফল, দিয়ে করিবে সফল,
ইহা কি মা কথায় বল, মানব তাহা কার্য্যে পেয়ে ॥১০৬॥

রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল ছব্‌কি।

বলরে একবার মনের সাধে মধুর দয়াময় নাম।
সংসার সন্তাপে তব হইবে বিরাম।
শিল্প কার্য্য করে শিল্পী জগতে বসি,
দেখনা তাহারে তুমি হয়েছ বিদেশী,
নাম সুধা পান কর পাবে গুণধাম।
বিষ কৃমির মত হয়ে আছরে পড়ে সদা,
না বুঝে আপন কাজ লেগেছে ধাঁধা,
আপন গৌরবে রাখ হইওনারে বাম।
কোথা যাবে কি করিবে একবার ভাব না,
বিকাইলে বিনা মূলে দেহ সাধনা,
নষ্টের উদ্ধার এই নাম সুধাধাম ॥ ১০৭ ॥

রাগিণী সুরট-তাল খেম্‌টা।

মরণ হইবে কেন সমাধি তব চরণে।
কাশীপতি উল্লাসিত শ্যামার পদ দলনে ॥
লোক নিন্দা ভয়ে আমি সতত মরণ গণি,
ব্যাধি পীড়া মৃত্যু জানি পাই তোমার প্রেম ধনে।
জন্ম অন্ধতার মুখে, রেখনা আর আমাকে,
তোমার চরণ দেখে, থাকিব আনন্দ মনে।
তুমি সত্য পরাৎপর, দেহ সত্য তব কর,
মানব হবে অমর বলেছ যে দিনে দিনে ॥ ১০৮ ॥

রাগিণী গাড়া-তাল আড়া।

হৃদয় সহিতে ডুব শ্যামা মায়ের চরণ তলে।
এ শ্যামা নয় শ্যামা কালী কাল রাত্রি জগৎ কোলে।
রূপ রসে ডুবে ডুবে, হও অধীন আনন্দ রবে,
আর কত খেলা করবে নশ্বর বিরস কমলে।
ঝঙ্কারে ভ্রমরগণ, দেখিয়া সব আয়োজন,
বসিয়া পুষ্পে যেমন পায় না মধু চায় চলে।
এ সংসার তেমনি অসার, শিব যোগে বরদার,
সেবাতে পাবে উদ্ধার দেখরে আকার শূন্য কলে।
দানব দলনী তারা, নিরাকারা সাকারা,
রূপ রসে যায় না ধরা, প্রেমেতেই কেবল মিলে ॥ ১০৯ ॥

রাগিণী ভীমপলাসী-তাল খেমটা।

কাল বর্ণে মজিল আমার মন,
সর্ব্বদা শঙ্কিত মন সুস্থ হইল এখন। (নয়ন জুড়াইলরে)
রাম হরি কৃষ্ণ হরি হে, হল সকল হরিময়,
দয়াময় নামে এখন হে এল বর্ণ হীন জীবন।
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ হে, করে আনন্দে সদা ভ্রমণ,
কাল বর্ণ চতুর্দ্দিকে হে দেখ করে আলিঙ্গন।
বিষয় বাসনা আজ হে মন দিল বিসর্জ্জন,
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য পেয় হে,
করে এক যোগে শরীর সাধন ॥ ১১০ ॥

রাগিণী বাগেশ্রী-তাল আড়া।

মায়ামোহ সংসারে তোমার প্রেমের ছবি,
করিতেছে দিবারাত্রি অতল স্পর্শ সাধন।
কি আশ্চর্য্য মধুর মায়া,
ছাড়েনা আমায় হে,
করিব কি দীন বৎসলা জননী।
যে রাজ্যে নাই বিভীষিকা,
সে রাজ্যে আজ গেল দেখা,
তোমার ছবি মধুমাখা,
সূক্ষ্ম প্রেমের আরতি।
বিলাসিনী মায়াবিনী,
নাই কেহ বলশালিনী,
তুমি শক্তি সঞ্জীবনী,
দোহাই তব দেখাও রবি ॥ ১১১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল যৎ।

মানসেতে পূর্ণ হল সমীপ সাধন।
অসাধনে দিনগত, ভেবে ছিলাম আজীবন ॥
আজ দিয়ে দরশন, আনিলে কর্ম্ম জীবন
তব সমীপ সাধন রসযোগে দেখি এখন।
কৈবল্যধাম তোমার চরণ, সমাধি দাও প্রাণ মন,
জন্ম মৃত্যু প্রয়োজন, আন স্থিতির কারণ।
আজ আমি তুমি বলে, আর মনে করবনা ভুলে,
একা আমি কিম্বা তুমি নাই আমার আর কোন ধন ॥ ১১২ ॥

সঙ্কীর্ত্তন-তাল খেমটা।

মনের বাসনা পুরাও দয়াময় নামে।
মন্দ যোগ দূরে গেলরে এখন পাবে আনন্দ ধামে।
চলে যাইতেছি পথেরে, যাবে বিঘ্ন বাধা ক্রমে ক্রমে
বিদেশেতে আছ তুমিরে আর কেন পড়িয়া ভ্রমে।
আজ্ঞা হল জেগে দেখরে মিছা কেন আছরে ঘুমে ॥ ১১৩ ॥

রাগিণী টোড়ি-তাল একতালা।

একবার ভজ মনরে তাঁহারি চরণ কমল,
যাঁহার প্রসাদে মন পায় বিবেক বুদ্ধি সকল।
পাবে তপস্যার ফল, মনের মালিন্য অঙ্গ বৈকল্য,
এক যোগে করিবে মঙ্গল ॥
মনের সাধনা কারণ বারি, পেতে মন চায় দিবা শর্ব্বরী,
আশ্রয় বিষয় চরণ তরী, বিলাস ভবন হৃদয় কেবল।
ব্যাকুলতা লয়ে শরীর সাধন, বিশেষরূপে কর আরম্ভ এখন,
হইবে সকল যন্ত্রণা বারণ, কলঙ্কেতে আর হবে না দুর্ব্বল ॥ ১১৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল আড়া।

বিষয়েতে নৃত্য গীত সময়ে সাধন বিনা।
ইহাতেই জগতের দুঃখ দেখেও হয়না চেতনা ॥
জঘন্য মনের আশা, সতত করে নিরাশা,
চঞ্চলতা কর্ম্মনাশা, দুর্দ্দশা তাই ঘুচিল না।
দেহের যে সংস্কার, তাতে জন্মিল বিকার,
সতত কলুষ ভার, বহে হইয়া বিমনা ॥
কুমন্ত্রণাতে যন্ত্রণা, পশুর প্রেম বাসনা,
গৃহে নাই প্রেম সম্ভাষণা, দয়াময়ের সাধনা।
মায়ার ছল দূরে রাখ, গৃহ বনে এক দেখ,
দয়াময় নামে যাবে দুঃখ পূর্ণ হবে কামনা ॥ ১১৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল যৎ।

দীনবন্ধু কর কৃপা সন্তানগণে,
ঘর মনের মালিন্য তব শুভ আলিঙ্গনে।
তুমি কার্য্য তুমি কর্ত্তা, দূরদর্শী তুমি ভর্ত্তা,
মনে আন শান্তি দাতা, তোমার মধুর ধনে ॥
আমি বলিব কি আর যাহা ইচ্ছা কর তোমার
সংসারের ত্রুটি আমার লাগিতেছে বড় মনে।
কিন্তু হে বিবেক নাথ, তোমার কথায় কর্ণপাত,
করি আজ হইলাম জ্ঞাত, কি দুঃখ তব সন্তানে ॥ ১১৬ ॥

রাগিণী সুরট-তাল যৎ।

হৃদয় মনের বল দাও প্রভুহে এখন।
তুমি যদি কর কৃপা থাকে না আর কুলক্ষণ ॥
কি কাজ ভবনে আমার, মনে আন অসংসার,
হৃদয় রাজ্যে অনিবার দেহ তব প্রেম ধন।
পৃথিবীতে মজিলাম, তাতেও তোমায় দেখিলাম,
গৃহিনী গৃহের স্বামী তব রূপ এ দুইজন ॥ ১১৭ ॥

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ ।

তুমি যদি কর কৃপা পাই সদা সান্তনা।
মাতার হৃদয়ে প্রেম তোমারই যে মন্ত্রণা।
জপ তপ হোম যজ্ঞ, ভাগ্যবানের আছে ভাগ্য,
করিতে সতত তোমার প্রেমের উপাসনা।
যদি কর হে দয়াময়, আমাকে হয়ে সদয়,
নিদয় সদয় উভয় ভাবে নিবারণ লাঞ্ছনা;
তবে সুখ অবিরত, কৃতদাস পাইবে সত্য,
বিত্ত কিছু নাহি মম তোমার চরণ বিনা ॥ ১১৮ ॥

রাগিণী খটভৈরবী-তাল একতালা।

মনের কামনা সিদ্ধ কর দয়াময় নামেতে।
ওরে রসনা শুননা কুমন্ত্রণা বিষয়েতে।
তুমি যদি হওহে আমার, আমি হ'তে পারি তবে তোমার,
অলীক কার্য্যে আর হইওনা রত, মরবে যন্ত্রণাতে।
কি কাজ আর সে প্রেমে, যাতে নাই নিবারণ যমে,
যদি চাও অমর হ'তে মজরে কর্ম্মেতে,
সেই মধুর নামেতে ॥ ১১৯ ॥

রাগিণী দেবগিরি-তাল যৎ।

দয়াময় দীনবন্ধু রক্ষা কর দীনজনে।
মনের কার্য্য পুষ্ট কর তোমার দর্শনে।
আছি তোমার করুণাতে, মজা'য়ে মন তব ব্রতে,
রত হল বিকারেতে, অবিকার ভাব নাহি মনে।
বিষয় লালসা যত, কাজে সব হইল হত,
মতি নাই তবু অবিরত, তোমার কার্য্য সাধনে।
সুবাসিত মিষ্টান্ন, তোমার চরণ ভিন্ন,
আর কোথাও নাই অন্য, চৈতন্য দেও চেতনা দানে ॥ ১২০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল যৎ।

দয়াময় দীনবন্ধু বিপদ ভঞ্জন হরি।
আজ তুমি দেখাইলে তব লীলার মাধুরী।
বিজয় নিশান তুলি লইলাম হৃদয়ে,
আশা তব প্রেম লাভ করিব দিবা শর্ব্বরী।
যম দোষ সকল হরি, দুর্দ্দিন সুদিন করি,
আনিলে প্রেমের শান্তি বারি;
কিন্তু মন হয় বিকল, দাওহে চির সম্বল,
তব প্রসাদ নিরমল, অবিচ্ছেদে হৃদে ধরি ॥
পাইয়া মনে সদা সুখ, থাকিব দেখে তব মুখ,
যাইবে সকল অসুখ;
মনের যে সান্তনা, আর কঠিন বিড়ম্বনা,
উভয় মিলি তব করুণা আনিবে তাতে নাহি ডরি ॥ ১২১ ॥

রাগিণী বাহার-তাল একতালা।

তুমি আমার ধাতা বিনয়াবনত শিরে তোমাকে করি প্রণাম।
বিনাশ কর সম্বল রহিত ভাব বিকলাঙ্গ কুম্ভীরে।
তুমি দীন বৎসল, পূর্ণ কর সম্বল,
তব আবির্ভাব চিত্ত কুশল বিলাস লয় সাগর ॥
কলুষহারী অরি দমন তুমি, মীনকেতন সদা কুম্ভীপাক কর
সমতা কুরু পান্ডব ক্ষেত্রে মহাযোগে ॥ ১২২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল একতালা।

করুণাময় হরি একবার দাও হে চরণ তরী।
বিনা তোমার কৃপা কে পারে (নাথ) ভব সাগর দিতে পারি ॥
হরি তোমার কৃপাতে, ভয় নাই আমাতে, দিতে ঝাঁপ অগাধ নীরেতে,
তুমি সুশীতল বারি, হে ভব কান্ডারী, সুর নর সেবন মাধুরী।
হরি করুণাময় দিলে পথ দেখাইয়া মনের আনন্দ আশা দিয়া
শান্তির সলিল, হৃদয় ভরিল, কেমনে থাকি তোমায় পাসরি ॥ ১২৩ ॥

মন মসি দূর কর শিবরূপে কার্য্য কর।
দেহ মন তব পদে শরণে মননে সদা ॥
বিলাসিতা নাই আমার, হৃদয় ধামে রাজ্য ভার,
দিয়ে করহে বিস্তার, প্রেমকার্য্য শুভ কর।
যদি মনে করি আর, নাহি তোমার কার্য্যভার,
সংসারের অধিকার কেবল মাত্র অনিবার;
তবেত হইবে নাশ, সাধন কার্য্য অবিনাশ,
বিপত্তি সম্পতি বিনা ভোগিতে হবে বিস্তর ॥
অলসতা দূর কর; সিদ্ধকার্য্যে বাধা হর মরণ নাহি আমার এই
বিশ্বাস দৃঢ় কর; সফলতা কার্য্যে দিয়ে, সামীপ্য সুখ আনিয়ে,
কৈবল্য ধামেতে রাখ, জ্ঞানযোগে মালিন্য হর ॥ ১২৪ ॥

রাগিণী কালাংড়া-তাল ঠুংরি ।
গীতরত্ন !

করহ আমার সঙ্গে যোগ,
রাত্রি দিবা মনের সাধে জীবনে দেহ শুদ্ধ ভোগ।
রাম রাজ্য হ'ল বিনাশ কৈকেয়ী সন্তাপে সম্পদ আইল
অযোধ্যাতে সীতা সমীপে,
মিসর দেশের মসজিদ আর দিবে না সন্তাপ হরণের সুখ।
মাকড়সার জালে পড়িল আজগৎ বন্ধনে
কররে আমার সেবা মান সম্ভ্রম অপমানে,
সফল রূপে দিয়ে প্রেমের মানব কৈতব হর প্রয়োগ।
প্রীতি কর গৃহ জননী রমণী,
দেহ সেবনে রাধা বিনোদিনী কর অরি বিনাশ সকল রস প্রয়োগে।
সিদ্ধ যোগ দিয়ে যাবে কুর্ম্মরোগ ॥ ১২৫ ॥

রাগিণী কালাংড়া বাহার-তাল কাওয়ালী।

মা তুমি হর দুঃখ কাতর জনে।
তব শরণ মনন ভ্রম দর্শন শ্রবণ অকর্ম্ম সুকর্ম্ম
কর্ম্ম মর্ম্ম নাহি জানে মনে।
অবারিত তব দ্বার, বড় ছোট নাই বিচার,
কোথা পাব আমরা আর, সত্যধন সঙ্গোপনে।
অন্য দ্বার রোধ কর, পাই যেন প্রীতির কর,
ব্রহ্মান্ডভান্ডোদর তব পদ আস্বাদনে ॥ ১২৬ ॥

রাগিণী গাড়া-তাল আড়া।

বিদায় দেহ জননী গো আমরা তোমার কোলে বসি।
রাজ্য সুখ্য আর নাই আমাদের হৃদয় ধামে তুমি শশী ॥
মিহির তারা সকল, উজলে নভোমণ্ডল,
তারা আন্ধারে মজিল, তুমি মাত্র হৃদয়বাসী।
হইল প্রাণ চঞ্চল, বিনা তব প্রেম বল;
মানসেতে যন্ত্রণা, পাইনা কোন সান্তনা;
যাবে সকল ভাবনা, দেখে তোমার মুখের হাসি ॥ ১২৭ ॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী-তাল আড়া।

যম যন্ত্রণা দুর্ণিবার, সময়ে সাথী নাহি আর,
বিনা সম্বলে মন আছে বায়ুতে চমৎকার।
এই আশা আমার মনে, যদি হয় মা সঙ্গোপনে,
তব পূজা এ জীবনে, সুখের হবে এ সংসার।
বলশালী মানুষ যত, হইল দুর্ব্বলের মত,
মনের বল কোথা এত, তোমার মত হয় অবিকার;
আজি প্রভাতা রজনী, দেখি সম্মুখে জননী,
কি কৃপা আজ সুবদনী, প্রকাশিবে কর প্রচার।
জাত্যাংশে কুলীণ যারা, তোমার কুলে তাদের ধারা,
তুমি সর্ব্ব কুল তারা, কুলের গৌরব কি আছে আর;
এই ভিক্ষা তব পদে, তোমাকে পাই গো আমোদে,
সমতা দাও আমার হৃদে, সকল কুলের সার ॥ ১২৮ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল ছপকি।
সঙ্কীর্ত্তন

দয়াময় নাম বলরে বদনে।
পাইবে শান্তি আরাম সেবক হবে সে চরণে ॥
হৃদয়ের বাধা যাবে এ নামের গুণে,
সুখ আর পাবে কোথায় রে বিনা সে চরণ সেবনে।
বিনাশ রহিত হবে নাম সুধাপানে,
রোগ শোক হবে ক্ষয় রে পাবে পরম সাধনে।
জগত সাধন হবে পাবে প্রেম-ধনে পরিণয়
শুদ্ধ হবেরে পেয়ে উভয় মিলনে।
ধরম করম হবে যত সাধন ভজনে,
এই দয়াময় নামেরে আছে সকল বন্ধনে ॥ ১২৯ ॥

রাগিণী বাহার-তাল আড়া।

হৃদয় সরস তোমার আছে তাতে রবি শশী।
শুদ্ধ প্রেমে কুমন্ত্রণা সুযোগে মনের মসি।
কি চতুরা তুমি মাতা, পুত্রগণের বিলাসিতা,
দিলে এনে বিবর্ণতা, সুখেতে দুঃখের নিশি ॥
সিদ্ধ কার্য্য সমীহাতে, আছে রৌদ্র বৃষ্টি যুতে,
মরণ সাধন ব্রতে, পালন শান্তি অবিনাশি ॥
আমি লাজ ভয় ছাড়ি, দিব হৃদয় তোমায় হরি,
বিপদ সাধন করি, হবে সম্পদ হৃদয় বাসী।
মা তুমি দেহ কার্য্য, দেহে তব সাম্রাজ্য,
আন ওরে করে ধার্য্য, সিদ্ধকার্য্য পূর্ণমাসী ॥ ১৩০ ॥

রাগিণী সিন্ধুকাফি-তাল একতালা।

কৈবল্য ধামে যাবে কে আয়রে তোরা ভাই।
শুভদিন এল এবে আর চিন্তা নাই ॥
মনের মালিন্য যাবে, কর্ম্মকাণ্ড শুদ্ধ হবে,
বিষাদ সমুদ্রে শান্তি পাবে চল যাই।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, দিশা হারা হৈল তারা,
নির্ব্বাণ হইয়া গেল সবে এক ঠাঁই।
প্রেমের মূরতি যত, দয়াময়ের অনুগত,
সিদ্ধ হইল প্রেমব্রত জয় দয়াময় গাই।
একাকী নয় জগত ল'য়ে, চলরে আনন্দ হ'য়ে,
কেনরে কুণ্ঠিত মনে ভয় কিছু নাই ॥ ১৩১ ॥

রাগিণী বাউলের সুর-তাল খেমটা।
"ভজ মন অধম তারণ সত্য শরণ" এই সুরে।

যদি মন যাবে পারে রাখ ধরে, দয়াময় নাম হৃদয়মাঝে।
তুমি জাননারে মায়ার করে পড়ে আছ কাজে কাজে ॥
নাম জানি চিন্তামনি করালিনী সিদ্ধ কাজে আছে লাজে,
ও তার রজোগুনে মন শ্মশানে দগ্ধ হল প্রেমের রাজ্যে।
বিলাতে ফটোগ্রাফী, তোলে ছবি, ঢেকে রাখে আয়নার সাজে;
তারে ধরিতে গেলে নাহি মিলে, তেমনি ভাব হৃদয় রাজে ॥
সংসার বিষয় চোরে, হরণ করে বিবাদ চলে আগে পাছে;
ময়ূরে পেখম ধরে, বিলাস ঘরে, অন্ধে পায় না খুঁজে খুঁজে।
তুমি ভাই হুসিয়ার হয়ে ছেড়ে দিয়ে, হাইল রাখ কান্ডারির হাতে,
অভয় বলে নাই ভয়, দিকের নির্ণয়, সময় সময় ঘণ্টা বাজে ॥ ১৩২ ॥

রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি ।

দয়ার সাগর তুমি করুণা নিধান,
প্রেম ভক্তি অনুরাগে করি চরণ বন্দন।
তুমি মাতার কুশল অবিষয় কার্য্য কর,
সন্তোষেরে দিয়া কর লজ্জা নিবারণ ॥
তব অনুজ্ঞাতে করি তব কার্য্য প্রাণপণে,
বিষয়ে জড়িত আত্মা মন, মানুষের কুমন্ত্রণা,
দেয় সতত যন্ত্রণা, কি করি আর বলগো এখন।
তব রাজ্যে হবে বাদ তব ইচ্ছা বহির্ভূত,
কৃতকর্ম্মা করে অভিধান, মা যদি সন্তানে মারে,
সংসারে আর কে আদরে, মাতৃকার্য্য মঙ্গল সাধন।
অবরোধ দূর কর, সত্য কার্য্যে পরিবাদ কর,
তব কৃপাতে হরণ; তোমার হাতে সকল আছে,
ইচ্ছা তব পূর্ণ হচ্ছে, তবু আমি ভাবি অকল্যাণ ॥ ১৩৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল যৎ।

মানসেতে চিন্তা কর সমীপ সাধন,
আজীবন কর্ম্ম ফেরে রয়েছে বন্ধন।
কার কর্ম্ম কেবা করে, বিলাসিতা এ সংসারে,
কেহ না বুঝিতে পারে, আমার যে আয়োজন।
আমি আছি কাছে কাছে, বিশ্বাসে নাহি করিছে
আলিঙ্গন চরণেতে কেবল মনে কুলক্ষণ।
আমি করিব সকল, হবে না এ ভাব সফল,
দেখনা গৃহে সম্বল আমি তব সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৩৪ ॥

সঙ্কীর্ত্তন

"মনের আনন্দে বল হরি দয়াময়" এই সুর।

মানস সরস হবে করিলে নির্ভর,
তুমি সত্য পরাৎপর সর্ব্ব গুণাকর ॥
দয়াময় তোমার নাম, নিদয় সদয় উভয় ধাম,
তোমাতেই সিদ্ধ কাম, হব আমরা দেহ বর।
কৃশত্ব স্থূল হবে, মনের মালিন্য যাবে,
স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া কবে হব হে আমরা তোমার ॥ ১৩৫ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল আড়া।

বিরস বদন তোমার সরস দেখিব কবে।
কারে কব মনের ব্যথা কে শুনিবে আত্মভাবে ॥
লোচন সজল তব, দেখি করি অনুভব,
কারণ আছে কৈতব পিতার হৃদয়ে তবে।
যদি পাই মা অনুগ্রহ, দেখি তব সুবিগ্রহ,
প্রাণপণে করি আগ্রহ, পিতার চরণ সেবে।
রাজ্যে সুখ আর পাব কোথা, তব চরণে সর্ব্বথা,
মন রাখ ঘুচাও ব্যথা, তব কার্য্যে এই ভবে।
মঙ্গল কুশল যত, তোমার হৃদয়ে সতত
অনুকূল পিতৃব্রত, কর মা প্রেম সম্ভবে ॥ ১৩৬ ॥

রাগিণী কালাংড়া-তাল ঠুংরি।

দয়াময় নামে বিকাইল জগত কারণ,
বিষয় সমূদ্রে তরী এই নাম এখন।
রাত্রি দিন সংসারে মজি, মনের সাধ পূর্ণ হল না আজি,
কোথা যাব ছিল এ ভাব সম্ভল বিহীন মন।
মাতার রূপ পূর্ণ প্রেম, পিতা কেন হবে বাম,
আশ্রয় বিষয় সদা মনের সাধে আছে সে চরণ।
পিতা মাতার রূপে আজি, দেখি দিয়ে দেখাইলে কর্ম্মবাজি,
ব্যাকুলতা রহিল না, হ'লরে ভয় নিবারণ।
মনের আনন্দে বল হরি, বিপদ সম্পদ দয়াময় এক করি,
লইলেন সিংহাসনে, সিদ্ধ করিতে জগজ্জন।
মনের মালিন্য অগণ্য, হ'ল আজ নিমেষে শূন্য,
পবন বেগে হৃদয় মন, প্রশমিল পিতামাতার চরণ ॥ ১৩৭ ॥

রাগিণী কালাংড়া-তালঠুংরি ।

মনের আনন্দে বল হরি,
রাত্রি দিবা শ্মশানেতে আছে জীবন তরী ॥
কি আশ্চর্য্য মধুময় রূপ, প্রেম পূণ্য সম্পদ কূপ,
জন্মজরা অধীন তা সফল হ'ল আজ্ঞাকারী।
দেখিলাম প্রেম সুধা, বিপদ আছে তায় বান্ধা,
রমণীর শিরোমণি লাগিল ধাঁধা, পরম সুখকরী।
দলিল পদে চেতন হারা, বিভুর কার্য্য হৃদয় পাসরা,
আইল এখন বিষহরা, অনুরাগে চেতন দিল তাহারি।
আমি কি বলিব দয়াময়, নিদয় সদয় ভাবে প্রেমময়,
কর্ম যোগে করিছ বিষয়, অবিষয় সাধন সময় কান্ডারী ॥ ১৩৮ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার-তাল আড়া।

পথ ভ্রান্ত পথিক আমি, অভ্রান্ত সাগর তুমি।
বিলয় বিলাস রাজ্যে অর্দ্ধ যোগে আছে ভূমি।
কে আর করিবে তোমা ছাড়া বিষয় বাসনার পূর্ণ ভাব,
রবেনা সন্তাপ অনুরাগে করিলে শুদ্ধভাব,
হৃদয়ের ভার যাবে তুমি হ'লে হৃদয় স্বামী।
কি আর আছে সংসারেতে, রাজ্য নাই আর অযোধ্যাতে,
মান্ধাতা বিধাতা চক্রে পড়িল পথভ্রান্তিতে,
করুণার ছবি নাই আর কর তোমার অনুগামী ॥ ১৩৯ ॥

রাগিণী বিভাস গৌরী-তাল খেম্‌টা ।

যখন যাই আমরা তোমার সদনে।
মনে নাহি থাকে প্রিয় কার্য্য সঙ্গোপনে।
তোমার মধুর ধ্বনি, শ্রবণে শুনি যখনি,
যাইব তোমার কাছে এইমাত্র ভাবে মনে।
দর্শনে স্পর্শনে ধ্যানে, বাসনা রাখি জীবনে,
কিন্তু জানিনা কেমনে, দেহের কার্য্য তব স্থানে।
অস্থির হইল প্রাণ, কি করি বল এখন,
মান সম্ভ্রম প্রয়োজন, ভাবিতেছি অকারণে।
এখন আমার সান্তনা, তোমার যত মন্ত্রণা,
জানি ঘুচার যন্ত্রণা, প্রবেশ হ'তে দাও এক্ষণে।
আশাতে বান্ধিয়া বুক, আছিহে হয়ে উন্মুখ,
কোল দেহ দেহ রাখ, দৈহিক পরম ধনে ॥ ১৪০ ॥

রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি।

বিষয় কর অবিষয়ে সংসার সন্তাপে যাবে।
মহাযোগ উপস্থিত দেখনারে এই ভবে।
রহস্য সাধন স্বর্গে, আছে তাহা চতুর্ব্বর্গে
মাংসপিন্ড মায়া যোগে, মর্ত্ত্য লোকেতে সম্ভবে।
যদি চাওহে আশুফল, থেকনা হয়ে বিকল,
মজনারে রসাতল রাখ আপন গৌরবে।
চন্দ্র তারা শোভা হীন, মানুষ হইলে হীন,
কত চন্দ্রের কিরণ মানুষের দেহে শোভে।
গৃহ মধ্যে তব রতন, করহে তাহাকে যতন,
আমি আছি মনের মতন, করিতে হিত মানবে।
পূর্ণ মাসী তব গৃহে, দেখনারে অর্দ্ধ দেহে,
মনে যেন সদা রহে, প্রিয় কার্য্য গৃহে ভবে ॥ ১৪১ ॥

রাগিণী পিলু ভৈরবী-তাল যৎ।

নিবাস ভূমিতে থাক ওরে মন শুয়াপাখী।
মনের কামনা সিদ্ধি হয় সঙ্গিনীকে দেখি ॥
সহযোগী যথা আছে, আছরে তাহার কাছে,
আহারের আয়োজন আছে, তুমি নও কখন দুঃখী।
নিত্য পড় আত্মারাম, পাখসাটে দয়াল নাম,
অন্তে বসে দেখ ধাম, রবে সদা মনে সুখী।
জন্ম নিলে মর্ত্ত্য ধামে, জনক জননীর প্রেমে,
সকল পাবে এ আশ্রমে, কোথা যাবে বল দেখি ॥ ১৪২ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল যৎ ।

রহস্য সাধন কর পরম দয়াল নামে।
বিরস সরস ভাব কর্ম্ম যোগে আছে ভ্রমে।
রহিত কর সন্তাপ, করোনারে আর বিলাপ,
ভব রোগ-প্রলাপ, যাবেরে অর্দ্ধ দর্শনে।
রূপ রস গন্ধ যত, আছে সন্তাপের রত,
সূর্য্যকান্তি অবিরত, চন্দ্র রশ্মি দেয় ভুবনে ॥
আদি দেব নারায়ণ, এই নামে নাই মনের সাধন,
হরি বল মন এখন, পড়ে দয়াময় চরণে।
লীলা রস ভেদ করি, দেখ আছে মনে করি,
বাহিরে ভিতরে হরি, এখন দয়াময় কারণে।
কেন আর বিলম্ব কর, সুবিজ্ঞ বিবেক ধর,
প্রেমরাজ্যে পাবে সার, গুরু দয়াময় ভুবনে ॥ ১৪৩ ॥

রাগিণী জয় জয়ন্তী-তাল খেমটা।

বিষয়েতে অবিষয় সিদ্ধ কার্য্য সাধন বলে।
কি আছে আর এ সংসারে বিনা প্রেম কর্ম্ম ফলে।
মীন জলেতে সঞ্চরে, বিধি বিষ্ণু মায়ার করে,
দিয়েছ কি কৌশল করে, জীবন সাধন মৃত্যু জলে।
হায় আমি কি করিব, কোথা গেলে তোমা পাব,
প্রেম সুধা করব লাভ, তোমার মহাযোগ বলে।
কে আর আছে আমার হয়ে, হৃদয় ধামে কার্য্য দিয়ে
নিবারিবে দুঃখচয়ে, পড়ে আছি বিষয় ছলে ॥ ১৪৪ ॥

রাগিণী সুরট-তাল যৎ।

তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সম্পদ বিপদ,
সর্ব্বকাল জীবনেতে দেহ শান্তি তব পদ।
বিষয় লালসা হর, অবিষয় সেবা দিয়ে,
বিকার জঞ্জাল পূর্ণ সংসার করহে ভেদ।
শিব রাজ্য তুচ্ছ করি, প্রকৃত ভাবেতে হরি,
তুমি দেহ জীবন তরী, চরণ তব সম্পদ,
বিলাস অবিলাস, করণ কারণ,
আর নাই কেহ তোমা ছাড়া এই ভবে ঘুচাবে বিষাদ।
মদ মাৎসর্য্য হর, সকল করুণা কর,
পরবাস ছাড়িতে মায়া নিবার মনবাদ;
অকাল কুষ্মান্ড বিবেক রহিত নাহি হিতাহিত,
জ্ঞান বরদ তুমি হে নাথ, হরহে দুঃখ বিপদ ॥ ১৪৫ ॥

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ।

ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ অতীন্দ্রিয় সুখকর।
কিন্তু হে করুণাময় ইন্দ্রিয় তোমার কর।
চতুর্দ্দিকে তোমার খেলা, দূরে যায় মনের জ্বালা,
যখন মনে হয় তোমার আদর;
আবির্ভাব তিরোভাব, দেখিয়ে খেলার ভাব,
বিষয় বাসনা তবু আছে হৃদে অনিবার।
বাসনা মনে কালে সকল, তোমার মাধুরী অবিকল,
জীবনে করি সম্বল শুভকর;
বাসনা দেখিব দেখাও, মনোন্দ্রিয় তোমাতে মজাও,
এ দু'য়ের পার্থক্য হর বহিরিন্দ্রিয় অন্তরে ॥ ১৪৬ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল একতালা ।

দয়াময় তুমি সাম্রাজ্য, তুমি যজ্ঞ যাগ,
তুমি স্বর্গ তুমি নরক, মহিমা কর্ম্ম ভোগ।
তুমি কান্ডার আলোক রোগ, অবিলাস মন বিলাশ কারণ,
রমন হৃদয় রঞ্জন প্রেম যোগ।
বিত্ত রাজ্য অমিত বিলাস, লয় কারণ অর্ব্বাচীন মন,
শমন সদন বিনাশ অরোগ।
প্রাণ পিঞ্জর পরম গুরু, পিতৃ মাতৃ সেবক পুরুষ প্রাধান,
বিপ্লব লয় কারণ সুযোগ।
প্রেত অপ্রেম সমকক্ষ সাধন, বিত্ত অর্থদ বিপদ ভঞ্জন,
বিকলাঙ্গ ভৃঙ্গ পদ সন্ধান সুখ ভোগ।
করহে কৃপাদাস জনে, দেহ পদ আপদ বারণে,
কর দূর স্নেহ বিকার কারণ গরলধর উরগ ॥ ১৪৭ ॥

রাগিণী কালাংড়া-চৌতাল।

অপরাজিত বরণে তোমার মুখ দেখাও হে বিশ্বতাত।
তুমি আশাতীত ফলদাতা, বিধাতা কারণবারি অবিরত।
জন্মজরা মৃত্যুর অধীন হইবে কেন রে পরাধীন,
বলিতেছে এ কথা দিন দিন তবু অধীন মানুষ যত।
আমার মুখ অলকাযুক্ত, বড়ই মনের সাধনভুক্ত,
রসময় নাম মাতৃভক্ত, বিশুদ্ধ সুখ আনে সতত।
দাওহে দাও আজ তোমার প্রেম, শূন্যময় মনের ধর্ম্ম,
চায় যে আকাশে কুসুম, নয় মর্ত্ত্য লোকের সাধ্যায়ত্ত্ব ॥ ১৪৮ ॥

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ

তুমি যদি কর কৃপা নাই আমাদের কোন ভয়।
কি কাজ আর সংসার সুখে, সুখ শান্তি অবিষয়।
বিষয় যোগে হয় ক্লান্তি, ইন্দ্রিয় যোগে অশান্তি,
মৃত্যু মুখে দেহ কান্তি, দেখ হে করুণাময়।
বিষয় রসাল কর্ম্ম, মন নাহি জানে মর্ম্ম,
অবিষয়ে হবে জন্ম, মৃত্যুকে করিব জয় ॥ ১৪৯ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী-তাল চৌতাল।

প্রেমের মুরতি আজ আসিল বিষয় যোগে,
কর্ম্ম সুখে নাই হৃদয় দূর দর্শনে আছে অনুরাগে।
সংসার সাধন বিকার যোগে, অবকৃিত শুভ ব্রত জীবনে রাখে,
আর কেহ নাই সুখের দিগে কেবল রুদ্র তেজ রাশি রাশি চরণে জাগে।
বিমান আরোহণে মনের শান্তি,
কিন্তু দূর গমনে আছে ক্লান্তি,
অমরাবতী নগরী সাধন ব্রততী রিপু রস ভরা কর্ম্ম যাগে।
মনসাধে অবাধে কররে আরতি,
নাহি আর হৃদয় রাজ্যের বাতি,
বিভু বল কররে আদর সম্প্রতি,
কি কাজ সেবাতে অশুদ্ধ ভাবের যোগে।
মীনকেতন করিবে না যন্ত্রণা,
মন্ত্রণা কর কার্য্য যোগে হবে সান্তনা,
মহেশ জননী দুর্গা স্বরূপে পুরাবেন বাসনা,
রাজার রাজ্য আজ হবে উজ্জ্বল সুখ ভোগে ॥ ১৫০ ॥

রাগিণী টোড়ি-তাল একতালা।

প্রেমের মুরতি সদা চিত্ত চকোর করে কেলী হৃদয় মাঝারে।
চরম সুখ পরম জ্ঞান অধীনতা করে দূর শিব সংসারে।
বিষয় বাসনা মনোরঞ্জন, করুণা নিধান শান্তি বিধান,
করিল অবাধে এখন, অরি নাশ বিশেষ আগারে।
মানস পটে নাই বিবাদ, সকল রস কান্তি এক বাদ,
বিকার বিরস বিষাদ, সাদ পূর্ণ করিল আধারে ॥ ১৫১ ॥

রাগিণী মূলতান-তাল আড়া।

কে জানে তোমার মর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়া আমি অধীন।
তুমি গো সর্ব্বদায়িনী স্বাধীনতা আন এখন।
কুশাগ্রীয় বুদ্ধি যারা, ভ্রমেতে পড়িল তারা,
জানিল না বুদ্ধি হারা হ'ল মা তোমার কারণ।
কি করিবে বুদ্ধিমত্তা, কি করিবে জ্ঞানবত্তা,
নহ সাধন আয়ত্তা, কৃপা তব সর্ব্বসাধন ॥ ১৫২ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল ঠুংরি।

মনে তাই ভাবি দুখ, সংসারে অবলাই আমার সুখ।
বিশদ জ্যোতি পূর্ণ কান্তি, রূপ রসে করে আরতি,
আমি পাই না হে সন্ধান কেমনে করি আয়ত্ত মন চাহে সে ভোগ।
বিপদ লাঞ্ছনা, করণ কারণ, সকলই যে মুখের হাস,
যন্ত্রণা ভেবে আমি হয়েছি লাঞ্ছিত,
ফুরায় মরিলে আমি তব অসুখ ॥ ১৫৩ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল যৎ।

মনের আনন্দে বল দয়াময় নাম।
হইবে শান্তি আনন্দে যাবে ব্রহ্মধাম।
বিষয় লালসা বিগর্হিত আশা,
বলশালী নাই আর কেহ করে রিপুর দুর্দ্দশা,
আজ মন্দ যোগে করিব সুযোগ জপি এই নাম।
মনেতে নিরাশা আনিব কুদশা,
অরি ভাব রোগ শোক সকল কর্ম্ম নাশা,
সত্তাতে লয় আনিবে হৃদয় হবে পূর্ণ কাম।
মরি মরি কি চমৎকার, চলে গেলে সাকার
সুখের আগার মনে আছে নিরাকার,
অন্ধকারময় সকল এ সময় দিল সুখ অবিরাম ॥ ১৫৪ ॥

রাগিণী সুরট-তাল খেমটা।

রাজ্য নাই আর তোমা ছাড়া সাধন সিদ্ধ কর এবে।
যথা যাই তোমাকে পাই না কোন ভাবে অন্য দ্রব্যে।
তুমি আমার মোক্ষধাম, শমন দমন পূর্ণকাম,
হইও না আমাকে বাম, কর্ম্ম দাও করিতে ভবে।
যে রাজ্যে আজ মনের আশা, তোমাতে তাহার বাসা,
কেমন হবে সুদশা, বিনা তাহার লাভেতে ঘটাইলে
যে সুযোগ দেখে হল মনে সুখ, মনে সকল অনুযোগ,
স্থিরতা আসিবে কবে ॥ ১৫৫ ॥

"ভজ মন্ অধম তারণ"-এই সুরে-খেম্‌টা।

বিলাসে আছ বসে সুবাসিত অন্ন খেয়ে পরের ঘরে
তুমি হয়ে আছ বড় ছুঁচ ফুলের গুচ্ছ ধরে কুড়ে।
আবিরে রাঙ্গা করে রঙ্গ শহরে বেশ ভুষায় সাজালে পরে,
সে যে তোতা পাখী দিয়ে ফাঁকি, শিকলী কেটে যাবে উড়ে।
বিলাতি মোমের বাতি সারা রাতি নাই আরতি কর্ম্ম ফেরে,
কে ধরে কাহার করে আজব ঘরে পালায় দৌড়ে আপনে সেরে।
আছে কি সময় বাকি দিতে হাকি দীন দুঃখী ধনীর দ্বারে,
দেখ ছাই মাখা তনু আসবে শমন করবে বন্ধন শীতল করে।
ব্রহ্ম সাধক বলে বন্ধক দিলে বিনা মূলে আপনারে,
যেমন চন্দ্রপাশে রাহুর গ্রাসে ভেড়ার শৃঙ্গে হিরার ধারে ॥ ১৫৬ ॥

রাগিণী গাড়া-তাল আড়া।

ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক আনন্দময় দয়াময়কে।
সংসার সাগরে ত্রাণ সদানন্দ প্রেম যোগে।
অচিরস্থায়ী মঙ্গল, অমঙ্গল সে কেবল,
বিকার পূর্ণ মনন অসাধন মানি তাকে।
অন্ধকার নিরাকার রসনা বল একবার দয়াময় নাম সার,
কোথা পাবে রে আলোকে।
যাহাতে রমণীয়তা, বর্ণ রাজ্যতে একতা,
বিপাকে মজনা তুমি, দেখ তা'কে মাতার মুখে ॥ ১৫৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল ঠুংরি।

রাজ্য নাই আর তোমা ছাড়া, হরি দয়াময় তুমি।
দয়াময় হৃদয়ময় প্রেমোদয় হৃদয় স্বামী।
তুমি যদি কর কৃপা, থাকেনা দুঃখ দুর্দ্দশা,
সুদশা মানস রাজ্য নিরমল হয় জানি।
রাম রাজ্য প্রেম রাজ্য, যিশুর পরম কার্য,
কালে সম্ভব যত রাজ্য দয়াময়ে এক গণি।
তুমি রেখেছ হে হরি, হৃদয় পাষাণ করি,
বিগলিত হইনা মরি অপ্রেমেতে সদা আমি ॥ ১৫৮ ॥

রাগিণীজয়দ-তালযৎ ।

ভজ মন নিরঞ্জন মধুর প্রেম ধন।
কে আর আছে শরণ মনন সিদ্ধ করে আজীবন।
বিমানে উঠিয়ে পাখী দেখে আহার নিরখি,
সর্ব্বদা মনেতে রাখি আপন সন্তানগণ।
আপন সুখের লাগিয়া কেন ফিরিবে চাহিয়া,
দেখ হৃদয়ে বসিয়া সদা হৃদয় রঞ্জন।
যদি রাজ্য প্রেম শূন্য, হয় রে অতি জঘন্য,
তথাপি হৃদয় শূন্য হবেনা মানুষ কখন।
কার জন্যে কান্দ বল, কেহ নয় আপন বল,
লভিবে সাধন বল কর আত্ম সমর্পণ ॥ ১৫৯ ॥

রাগিণী সুরট-তাল ঠুংরি।

কে জানে হে দয়াময় তোমারে,
তুমি অরুণ উদয় সন্ধ্যা অস্তমিত কান্তারে।
তবেত জানিবে তোমায়, হৃদয়ে যদি দাও হে সায়,
শুনি তোমার ভাষায়, মনের বিকার দূর করে।
তোমাকে পূজিল যারা, সেবক হইল তারা,
কিন্তু হ'লনা সুদারা, ভয়ে ব্যস্ত সকাতরে;
না জানিয়া গুণনিধি, কি করিবে পূজাবিধি,
সন্দেহেতে নিরবধি, জানাও জানাও ভাল করে ॥ ১৬০ ॥

রাগিণী কামোদ মল্লার-তাল যৎ।

ভাল মন্দ নাহি আমার পরম মাতার কাছে।
শক্তিশালিনী কর্ম্মদা জন্মদা ভয় কি আর আছে।
ব্যবসায়ী লোক যত, বিষয়ে হইয়া হত,
মাতার পরম ব্রত মনে নাহি করিতেছে।
বড় সাধ মনে আছে, লভির পরম কাজে,
ছাড়িব বিকার লাজে; কিন্তু ছাড়িব হে যাহা,
ছাড়িলে কি পাব আহা, মন যা চাহিছে তাহা,
ছাড়া ধরা উভয় মিছে ॥ ১৬১ ॥

রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি।

বিষাদিত মন তব কেনরে অবোধ মন।
বিকাশ আপন লীলা, লীলা রস করি সাধন।
বিলাসের লয় আছে,
কর মন অকারণ তাহার সেবা দিয়ে প্রাণ,
হরণ করিল চোর রিপুদল করি বল,
সাবধানে রাখ নিজ ধন।
সে ধন সামীপ্য যোগে, দেখ আছে ভাগে ভাগে,
অভাগ্যবানের হয় না দর্শন; যদি ভাগ্য চাও তুমি,
সন্তাপের অনুগামী; হও সদা হবে না নিধন।
বিকার রোগেতে মন, আছে তব উচাটন,
অবিকার বিকার এক জান;
সিন্ধু সন্তরনে ধন, মিলে নাহে কখন,
ডুবিলে সে পাইবে রতন ॥ ১৬২ ॥

রাগিণী সুরট-তাল যৎ

কে করিবে তব নাম অমৃত রসে বিহার।
তুমি মাতার কারণ পিতার সমীপ সার।
রাজ্য সুখে আছে সুখী, সুখী নয় তারা সর্ব্ব রোগী,
ভাগ্য যোগে তাদের না দেখি, সান্তনা সুসার।
কেবল তব মূরতি, দেখি মনে প্রবৃত্তি,
বিকার বিষাদ অতি, আছে হৃদয় মাঝার;
আপদ ভঞ্জন নাম, সর্ব্ব প্রেমে পূর্ণধাম,
সিদ্ধ হবে সর্ব্বকাম, জানবে সবে এই বার ॥ ১৬৩ ॥

প্রসাদীসুর।

কি কাজ সংসারের সেবায়।
সুখের রাজ্যে আছি আমি দেই গো সদা অসুখের দায়।
মিশ্রিত কুশল আছে সদা ভরিয়া হৃদয়,
অমিশ্র ভাবেতে আছি কঠিন বিষয়ের লাঞ্ছনায়।
বিগলিত মনে আমি করি আয়োজন সদাই,
আমি করব এখন শমন দমন লয়ে চিরদিনের বিদায়।
দয়াময়ের সিদ্ধ কার্য্যে থাকব, নাই মোর কিছু দায়
আমি গৃহ ছেড়ে করিব বাসা আনন্দেতে বৃক্ষ তলায়।
কে আর করিবে আদর বিষয় সন্তাপ জ্বালায়
দেখ মর্ত্ত্যবাসী ঘরে ঘরে এক দয়াময় প্রেম বিলায় ॥ ১৬৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল ঠুংরি।

একবার ভজ মন দয়াল হরি জীবনের সার।
আশ্রিত সকল লোক কর্ম্ম ফেরে হল অসার।
কি কাজ সংসারে আমার মনে করি বারম্বার।
সিদ্ধ কার্য্য জন্মের সার, গেল না মনের বিকার।
এখন কর বিকারেতে, নির্ব্বিকার সুকর্ম্মেতে,
অস্থিরতা আছে মতে, লক্ষ্য কি আছে রে তোমার।
যদি করি বিষয় আর, হবে না কোন সুসার,
কেবল করিব বিহার, মাতার চরণে এবার।
কৈ আর ছেড়ে যাব বল, কোকনদ পদতলে,
দয়াময় নাম সম্বল, আছে যে কেবল আমার ॥ ১৬৫ ॥

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ।

তুমি যারে সুখী কর থাকে না তার দুঃখ ভার।
ভাবনা চিন্তাতে মন থাকে সদা পরিষ্কার।
বিপরীত কার্য্য মন, চাহে না পায় মনের মতন,
সদা আপন ভবন দেখে সমীপে তাহার।
বাসাতে সকল পক্ষী, রাত্রিকালে সদা থাকি,
প্রভাতে আকাশ পথে যায় করিতে আহার;
সুলভ সকল স্থানে, পায় প্রচুর পরিমাণে,
অভাব কি আছে তার হৃদয়ে বিহার যার।
বিষয় চিন্তা সকল সুলভ হয় সকল,
মনে তরে কুশল, কার্য্য সার;
সমীপ সাধন তপ, দাও তারে সকল রূপ,
কৃতকার্য্য অনুতাপ, হৃদয়ে নাহিক তার ॥ ১৬৬ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল একতালা

আমি বধির হয়ে আছি তারা সংসারের কোলাহলে।
তোমার সাধের রতন সকল মানুষ দলে।
কিছুতেই নাই প্রতিকার, লুপ্ত হ'ল অধিকার,
হৃদয় রাজ্যেতে বিকার; পড়েছি মা বিষম কলে।
লাভ নাই বাণিজ্য নাই, মুখে চক্ষে নাই বড়াই,
হৃদয় ধাম শূন্য সদাই মনের সাধন নাহি মিলে।
আমি নই তোমাতে কেবল, জগতের কার্য্য সকল,
দেখিতেছি মায়ার ছল, বিষয়ের সাধ সব মজালে।
কাজ কি আমার সন্ততিতে, কাজ যা থাকে সব তোমাতে,
তোমার কাজে এ রাজ্যেতে, বসি আমি বিনা মূলে ॥ ১৬৭ ॥

রাগিণী বেহাগ-তাল আড়া।

কেনরে ভ্রান্ত মন হয়ে আছে অচেতন।
মায়াজাল চতুর্দ্দিকে লতা তন্তুর মতন।
বিষয় শান্তির স্থান, স্বর্গ সুখ আগমন,
করিবে তাহাতে মনে ভাবনা করবে কেন;
বিকলাঙ্গ হয়ে আছ কর্ম্মে অনুরাগ বিনা,
বিষাদিত হইওনা অমঙ্গল, দেখি কখন।
রিপুর ছলনে সুখ, সেবনে আর মত্ত হয়ে থাকব কত দিন,
এ কথা বলনা মনে, রিপুগণ শান্তিদানে,
করিবে হিত সতত সেবনে সে অভয় চরণ।
আর কি পাবে বল, সমীপ সাধন বল,
বিলাস লীলা কুশল, করিবে কান্তি পোষণ,
বিষয় আছে অবিষয়ে, সেবা পুষ্টভাবে,
সংসার বাসনা ছেড়ে হবে রে তব সুদিন ॥ ১৬৮ ॥

রাগিণী টোড়ি-তাল ধ্রুবপদ।

তুমি হরি, তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃপণ ধন, তুমি বিমল জ্যোতি।
তুমি কেবল, তুমি সম্বল তুমি বিড়াল-যোনি সন্ততি
তুমি বিদলক, তুমি হে গোলক,
তুমি আনন্দ ভয় নিবারণ অমিততেজা নারী রূপ লাবণ্য,
হৃদয় উদ্যানে সতত বিহার কর করুণা নিধান অগতির গতি।
রমন হৃদয় বিশদ কান্তি, শুভ্র জগৎ পরম শান্তি,
ক্লান্তি দুরে রাখ করম ধরম নিকট সদা,
বিত্ত লাভে মনেতে দ্বিধা নাই কখন, কর বিলক্ষণ মিতব্যয়ীর রীতি।
কে কার বলিয়া বিবেক যত, সকলই আজ হইল হত,
ক্রীতদাস চায় দেখে অবিরত, তোমার সুখের করুণা সম্পদ,
বন ভবন এক যোগে রাখ, করগো জীবনে উন্নতি ॥ ১৬৯ ॥

রাগিণী টোড়ি-আনওয়ারি-তাল যৎ।

কে আর করিবে তব নিস্তার যম যন্ত্রণাতে।
রাজা হ'য়ে প্রজার বাদ করিলে না জ্ঞান অনুরাগেতে।
কর উপাসনা বিনাশ রহিত ভাবিয়া,
বিবাসা হইয়া কর মনের আঁধার ছাড়িয়া,
কেহ পারে না চাহিতে, না চাহিলে পাবে কেন অসিদ্ধ যোগেতে,
দেখ ভেবে কোথা যাবে দিন গেল মিছা কাজেতে।
হরিনাম ব্রহ্মনাম সাধন করিয়ে,
সিদ্ধ হইতে সাধ ছিল আশা হৃদয়ে,
কি আশ্চর্য্য বিষাদ আইল তার পরিবর্ত্তে,
রোগ শোক নিবারিত হ'লনা কোন মতে,
এখন আর কি দেখিছ, পাবে সকল দয়াময় নামেতে ॥ ১৭০ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল আড়া।

এস গো জননী তুমি হৃদয় কমল দলে।
তুমি পরম জননী রাখ জননীরে কোলে।
শিব শম্ভু জগন্নাথ, নামেতে নাহি বিবাদ,
সদয়া হইয়া নাম দেহ মাগো কর্ণমূলে।
তোমার যত করুণা, এ জীবনে ভুলিবনা,
গর্ভেতে লইয়া আমায় কত যে কষ্ট করিলে,
মর্ত্ত্যলোকে ছিলে তুমি, মাতৃরূপে দিলে ভূমি,
ক্রীড়ার কারণে তব বক্ষস্থলে প্রেম জলে।
চক্ষুর অন্তর এখন, হইয়াছে কাঁদে গো মন,
সদয় হয়ে দেখা দিবে কবে চরণ যুগলে,
আমি অকিঞ্চন জন, তব সন্তান অভাজন,
ডাকি মা কাতর হ'য়ে কোথা মা তুমি লুকালে ॥ ১৭১ ॥

রাগিণী মুলতান-তাল খেমটা।

ইহ পরলোক দয়াময়, তোমার স্থান।
তুমিহে সর্ব্ব কুশল করহে আশ্রয় দান।
নামে মত্ত জগজ্জন, করে সতত কীর্ত্তন,
তব করুণা শরণ আমি অধম সন্তান;
কেমনে শান্ত হবে মন, হলেম আমি মাতৃহীন,
মানস বিহঙ্গ সদা চাহে করিতে দর্শন।
কি কাজে আর থাকব তবে, মনে ভাবে অকৈতবে,
কেমনে বিষাদ যাবে, বিদরে হৃদয় মন।
মাতা হ'য়ে কোল দাও অমৃতভাষিনী হও,
সে মুখের হাসি দেখাও, কর তুমি কৃপা বিধান ॥ ১৭২ ॥

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ

ভাবে গদ গদ চিত্ত সংসারে নাই আশার স্থান,
নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারিবে কে নিদান।
মনেতে সাধন নাই, কুটিলতা বঞ্চনা
কেন আর রাখিব করে পোষণ;
ছেড়ে দিব মন প্রাণ নামের ভেলা আরোহণ
করব বিষয় পরিত্যাগে দয়াময় নামের যোগান।
হইবে বর্দ্ধিত চমৎকার ভাবে মনের কর্ম্মযোগ বিলক্ষণ;
নাম অগুরু চন্দন করিব অঙ্গে লেপন,
অন্তর বাহিরে করব সুবাসিত গন্ধ দান।
নামের অন্ন পান করিবে শরীর পোষণ দুর্ব্বলতা যাবে
করবে বল বিধান, বিদায় নাই কোন কালে,
নামের প্রেম সলিলে ভাসিব যে কুতূহলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম ॥ ১৭৩ ॥

রাগিণী টৌড়ি খাম্বাজ-তাল যৎ।

কর গো বিষয় খেলা বিলক্ষণ আছে,
তুমি আমার মনে উদয় হয়ে দিলে
শুভ্রবর্ণের আভা অতি চমৎকার।
কেন যে জীবন এত কষ্টে আছে
কেন যে পিপাসা তোমার কাজে হয় না।
বল এবার মাধাইয়ের ভাবে উচ্চৈঃস্বরে,
হরিনাম প্রেম সুধা নিবারিয়ে মনের লালসা বিকারে।
মা যদি সন্তানে রাখে কে আর করিতে পারে সন্তানের হানি,
মিছা মায়া জালে বদ্ধ হয়ে রয়েছি বিষয় অবিষয় জানিনা
মা তোমার চরণ রজ বিনা ধ্যান কর্ম্ম যোগে।
আর কি সে বাসনা পূরিবে অবিষয় আশা মনেতে মালিন্য
নিরাশার ছবি উদয়ে যাবে কুর্ম্ম যোগ।
মকর কুম্ভীর জলচর সকলে দেয় ভীতি।
তব রস সাগরে মজিব মনে না করিব কিছু ॥ ১৭৪ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল একতালা।

তাহাকে হের রূপ নয়নে পাইবে গুণনিধি
সম্পদ সাধনে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত মস্তকে হইলে
যেমন মানস বিহঙ্গ উড়িয়ে পলায়
তেমনি আজ পলাইবে পাপ আর তাপ
দেখ সেরূপ আসিল অনুরাগ বজ্র করে ধারণে।
বিষয় লালসা যখন যাইবে হৃদয় খুলিবে আহা কি কৌশলে তখন,
যেমন সে চাঁদের আভা মেঘ কোল হতে
মুক্ত শীতল করে হৃদয় শুদ্ধ কিরণে ॥ ১৭৫ ॥

রাগিণী সুরটমল্লার-তাল যৎ।

হরি হে কৃপানিধি হৃদয়ে কর কেলি,
পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষী নহে শক্তিশালী।
তুমি জান তার মনের কথা যত বিপত্তি সম্পত্তি যত ব্যথা;
বিশাল সংসারে এই তব বিকাশিবে বিমল জ্যোতি
সকল কান্তি, প্রেম মালী।
তোমার নামের মহিমা যম যন্ত্রণা করিবে দূর,
প্রণয়ে বাঁধি জগতবাসী করুণানিধান
তব সর্ব্ববিধান সর্ব্বকান্তি কুশলী।
অপরাজিত বরণ হে শুভ্রকান্তি কলুষভ্রান্তি হে;
মন চাহে মিলন সুখ দয়াময় তব বিমল রূপ
কুপে ডুবাইয়ে কর কুতুহলী ॥ ১৭৬ ॥

রাগিণী কালাংড়া-তাল ঠুংরি।

মানস বিহঙ্গ মতিভ্রম অতি, করে সংসারে অকৈতবে প্রীতি।
সংসার অসংসার দুই আছে হৃদয় মাঝার,
আর কতকাল থাকবে আঁধার মঙ্গল রাজ্যে মুক্তি।
অসংসার প্রেম-ধন হৃদয়ের মোহন করেন কেবল মন,
চাহে মান সম্ভ্রম অনর্থ কৃতি।
করগো দয়াময় সকল প্রেমের আশ্রয়
তোমার মুখ ছবি উদয় দেখে পাই হৃদয়ে শান্তি।
তুমি সাকার, নিরাকার, তুমি বিকার নির্ব্বিকার
যা দেখি সকলই তোমার প্রেম মুখের আরতি ॥ ১৭৭ ॥

'সুদিন আসিল চিন্তা নাই'-এই সুর।

মনের অনুরাগে হরিণামে করবে সকল।
রূপ, রস, গন্ধ, অন্নপানে আছে সুমঙ্গল।
বিদ্যা বুদ্ধি এক যোগে মানস পূর্ণ করিবে।
এই কথা বিশ্বাসেতে ধর অবিকল।
জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করে কেবা।
বিচক্ষণ হও পান কর মিষ্ট জল।
যমুনা সলিলে কুম্ভীরের ভয় দেখে করিবে গমন
আকাশমার্গ কোথা পাবে বল।
রাত্রি দিবা জপ হরিণাম দয়াময় নামে হবে পূর্ণকাম যোগেতে কেবল।
নিশ্বাস করবে লালসার রস কূপে,
হরিণাম তা'তে হবে মনের পরম বল ॥ ১৭৮ ॥

রাগিণী দেবাগান্ধার-তাল ঠুংরি।

অধম তারণ বিপদ ভঞ্জন জ্ঞানময় হরি মাধব হে
রমণীয় সাধন বিড়ম্বনা নিবারণ, আমি অতি মূঢ় মতি রাঘব হে।
বিষয় ভবার্ণবে গরল অমৃত যোগে আছে তব সাধন রসাল,
কঠোরতা নাহি তার বিনয়াবনত শিরে নমি প্রভু ঘুচাও কৈতব।
রজনী দিবস যায় ঘোর অন্ধকারে পড়িয়াছি নাহি দেখি সুপথ পিত হে,
তুমি অপার মহিমা কি উপায়ে হবে মম লাভ বল পদরজ তব।
আমি আছি মনে করি তোমারে দেখিব হরি ঘুচাইব মনের সন্তাপ,
বিলাস নাহি আমার তোমার চরণ বিনা তবে কেন বিড়ম্বিত হব।
দেও দরশন মনে হর দুঃখ অচেতন কেনহে থাকিব তব ভাবে,
দিয়ে কাল ভয়ে ফাঁকি রহিব সমীপে তব,
দূরে যাবে পতন সম্ভব ॥ ১৭৯ ॥

রাগিণী গাড়া ভৈরবী-তাল আড়া।

কেবা জানিবে মর্ম্ম তোমার কর্ম্ম নাই মা মনের মত।
সংসার ক্ষয় না হ'লে হয় না অক্ষয় সাধন ব্রত।
কি দিবা লোক কি অন্ধকার চক্ষুর নাই মা দৃষ্টি আর কেবল দেখি
তোমার মুখদ্বার আশা অবিরত বুঝি না মনেতে তাহা না হলে
পাব কি আহা তোমার কৃপাদান ভস্মে ঢাকা অগ্নির মত।
বসন ভূষণ যত সকল কন্টকাবৃত,
কি কুশল বল মাতঃ পাবে অনুগত;
সর্ব্বযোগে তবে সাধ বৃথা ভাবিগো বিষাদ,
মনে নাই মা পরিবাদ নিষাদ স্বভাবে রত ॥ ১৮০ ॥

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ-তাল একতালা।

রাজ্য লাভে নাহি কার্য্য তব চরণ বিমল সুখ।
যাইব না মৃত্যুও বাসে কেন সহিব দুঃখ।
রসরাজ দয়াময়, রমণীয় সুখোদয়,
করিবেন অসার বিষয় রস ভোগে মতিহীন
আমি করিব বিষয় দিয়ে অবিষয়ে যোগ।
রক্ষা কর রস ক্ষেত্র, বিরস কমল সূত্র মানসে করি নির্ভর প্রেমিক দুরাচার।
কৃশকায় মরিবে কেন তব কৃপায় বাঁধি বুক ॥ ১৮১ ॥

রাগিণী ভৈরবী-তাল খেমটা।

আজ আমাদের নাই আর কিছু কেবলই মাতার স্বরূপ,
দেখিব বসে নিরবধি সুধারস কূপ।
প্রেম পূণ্যে মাতিব লাবণ্যে, অরণ্যে গৃহে শূন্যভাব,
মাতার হৃদয়কমল ছবি কি মধুময় রূপ।
রমনীয় যাহা এ ভুবনে লাবণ্যময়ীর করতলে আছে
নির্গুণ সন্তানে মানসপট সকৃপ ॥ ১৮২ ॥

রাগিণী ইমন-তাল আড়া।

মনের অনুরাগে হরি বল রে মন বিমলা পাখী।
শান্তি আনন্দ নাই আর দয়াময় বল হবে সুখী।
বিষয় লালসা বিপাক যন্ত্রণা কুম্ভীপাক নরক
অপার বাসনা বিবেক কলহ যুক্তি যন্ত্রণা
কে পারে আর করিতে এক নাহি দেখি।
হৃদয় রাজ্যেতে আছে পূর্ণ যোগ
দয়াময় নামে যার তার শুভ যোগ,
বিনা সম্বলে নাহি মঙ্গল ভোগ,
যাগ যজ্ঞ প্রীতি রস দয়াময় সাক্ষী।
রোমন্থ অভ্যাস কর রে মন, দূরাচার নায়ক।
কর কেন কার্য্য রহিত অভিবাদন,
কেন রে বিমর্ষ চাও দয়ার সাগর দয়াময় নাম
বারি কিরণে আর হবে না দুঃখী ॥ ১৮৩ ॥

রাগিণী শঙ্করা-তাল আড়া।

কে তোমারে করবে সুখী বল রে অবোধ মন।
কার কাছে যাবে আর করতে দুঃখ নিবারণ।
তুমি সম্বল বিহীন হয়ে আছ শুভ্র কান্তি ল'য়ে
কে দেখিবে এইরূপ রূপের সাগর
বিষয় ছাড়া আছে অনুক্ষণ।
মাতৃ গর্ভে জন্মেছিলে, কত দুঃখ কষ্ট সহিলে
কিন্তু কষ্ট ভোগ মাতার রসকূপ শূন্য হল এই কারণ।
আজ তোমার তত্ত্ব করে, কে বল আছে এ সংসারে।
রাখ মন প্রাণ বেঁধে সে চরণে হবে বিশেষ চেতন ॥ ১৮৪ ॥

রাগিণী রামকেলী-তাল কাওয়ালী।

জীবন সংশয় হল রসকূপ তব দেখি।
মানস কমল মধ্যে তুমি তোমার ভাবের সাক্ষী।
মরি কি আনন্দ নাম, নিরানন্দ শান্তিধাম,
হরিল মন্দ সংসারের বিষয়ের কাম
বিজয় নিশান তুলি হইব জীবনের কুতূহলী,
প্রেম অপ্রেম করি এক ছুল, অসুখেতে সদা হব সুখী।
অবিষয় ছাড়া বিষয়, কখন ত নাহি হয়,
ভিত্তি আছে দূরভাবে শূন্য স্থানময়,
বিশেষ করিব কেলী, জীবন দিয়ে জলাঞ্জলি
বদ্ধ হব রসযোগে দিয়ে করতালী, তুমি বা কি আমি বা কি।
দয়াময় যা করেছ, সব করিয়া তুচ্ছ
ভাবে মিশিয়া মানব লীলা করিব স্বচ্ছ,
মকর কুম্ভীর ভয়ে থাকিব না ভীত হ'য়ে,
অপরূপ লীলা অধীনতা ছাড়িয়ে, হইব তব শুক পাখী ॥ ১৮৫ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল একতালা।

তুমি রাম হরি কৃষ্ণ কৃপাকারী মরি মরি তব কি মহিমা
মুহূর্ত্তে আমার হরিলে বিকার তোমার গুণের নাহিক সীমা।
তুমি রাজ রাজ্যেশ্বর বিশ্বকর্ম্মা সার প্রভু ভক্ত পত্নী স্বামী গৃহ কর্ম্ম
বিষয় সারল্য তোমার অমূল্য মানুষ গঠন সুন্দর প্রতিমা।
অবারিত দ্বার দয়ার আধার সুধাময় শান্তি সম্বল গরিমা
কলুষ নাশন হৃদয় রঞ্জন নয়ন অঞ্জন আনিয়া লক্ষ্মিমা ॥ ১৮৬ ॥

রাগিণী কালাংড়া বাহার-তাল একতালা।

মনে যত করি খেলা বেলা গেল হয় না মনে।
যেন মাতৃস্তন্য পানে শিশু স্থিরচিত্তে একাসনে।
বশম্বদ সে চরণ, আছে দেখ সর্ব্বক্ষণ,
কিন্তু আশা বিষাদিত করিল সুবোধ জনে মিশিল শরীর মন
নাহি আর আয়োজন, বিকার সম্পত্তি যত চলে গেল দূর বনে।
কি কাজ বসিয়া আর, তোমার চরণ সার,
দেহ গো বিলাস খেলা তোমার অভয় চরণে ॥ ১৮৭ ॥

রাগিণী ভৈরব-তাল একতালা।

লীলা রস মাধুরী চন্দ্রমা, জ্যোতি তব বিমল আকাশে।
শিশু কান্তি বৃদ্ধ যুবা মিশে একাসনে পাইল রসময় নাম প্রয়াসে।
বিকলাঙ্গ হয়ে আছি নাহি কিছু ভেদাভেদ
অভয় বরদ রাজ্যে সুখ আছে তব কাছে, বিকীর্ণ মনস্তাপ নিবাসে।
দেহ পদ দলন সম্পদ বিপদ দূর নিবারণ সদা তব হৃদয় ধন
করি লাভ বিষয় রাজ্যে তব সম্পদ কুশল বিলাসে ॥ ১৮৮ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল আড়া।

বিষয় আশয় সকলি তোমার চরণ, তুমি আমার হৃদয় ধন প্রাণ মন।
কেহ আর নাই ভবে আমার কার্য্য করিবে
তুমি ছাড়া আমি কবে নাহি আমার আর অন্য ধন।
সেবন পূজন যত হয় না আমার মনের মত,
মনে আছে অবিরত বিকার বিষয় সাধন।
চাই সদা তোমার পানে, যেমন অন্ধ যষ্টি অন্বেষণে,
সতত তব সদনে, আছে প্রেমধন।
পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, তোমার মহিমা সূত্র,
বিত্ত অর্থ হল ব্যর্থ কর মা সন্তানে যতন ॥ ১৮৯ ॥

রাগিণী বিভাস দেবগিরি-তাল একতালা।

দয়াময় নাম পরম কারণ কলুষণাশন হৃদয় শাসন
জীবনের ব্রত দয়াল নামে হত কেবলই সম্পদ, বিপদ নিবারণ।
রমণীয় রাজ্য নামেতে কেবল, দেখিল নয়ন ভুলিল সকল
বিষয় লালসা চরণ যুগল ক্রীতদাস চায় সদা সর্ব্বক্ষণ।
মিতব্যয়ী যারা ছিল এ সংসারে, সে করিল আনন্দ আপন পশারে,
কিন্তু গুণগ্রাম সব চলে গেল দূরে স্থায়ী ফল কেবল নামেতে এখন।
একবার ভজ নাম রস সুধা, ঘুচিবে তোমার মনের দ্বিধা,
দয়াময় নামে সাধনের বাধা শান্তির সলিলে হইবে মগন ॥ ১৯০ ॥

রাগিণী বিভাস-তাল ঠুংরি।

আমি জানি মা তোমার চাতুরী।
তুমি সঙ্কট সাধন বিপদ মাধুরী।
তুমি দয়াময় হরি, নামে হলে কার্য্যকারী,
সিদ্ধির কুশলতরী হলে এ সংসারে অবতরী।
আমি তোমায় গছিলাম, মন হ'লনা পূর্ণ কাম
এই কথা অবিরাম কেন আমি মনে করি।
কে তোমার চরণে পড়ি না পাইল শান্তি বারি
আছে লোকেতে তোমারি এ মহিমা জগৎ ভরি।
আমি দেখি তাহা নয়, কেবলই অশান্তিময়
বিষয়েতে বিষময় সন্তাপ অতি ভারী।
কেন আর বিলম্ব কর, অন্তর কাঁপে থর থর,
তব প্রেম সুধাকর কর উদয় ত্বরা করি।
আর কি সহিতে পারি, বড় কষ্টে প্রাণ ধরি,
দেহ মা চরণতরী যেন উচাটনে নাহি মরি ॥ ১৯১ ॥

রাগিণী আশা গৌরী-তাল যৎ।

তোমাকে পাইব মনে আশা আছে সুবিস্তর।
তুমি করুণা নিধান তোমাকে করি নির্ভর।
স্বাধীনতা ধন দিয়ে, জগতে কর্ত্তা করিয়ে
সদা সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়াছ সর্ব্ব নর।
আমি অধীন স্বাধীন, ভাবে করি অনুদিন,
তব করুণা প্রবীণ, পাইতে বাসনা দড়।
কিন্তু মানসিক তাপ ঘুচিল না পূণ্য পাপ
সমর্থ নহি সন্তাপ সহিতেছি বারম্বার।
কে বুঝিবে তোমা বিনা কর্ম্ম শূন্য বিবেচনা,
করে না কোন মন্ত্রণা মানুষ সকল জড়।
বিকশিত কুসুম আঘ্রাণে গন্ধ আমায় কীট দংশনে
অবিরাম হ'য়ে আছে জর জর ॥ ১৯২ ॥

বাউলের সুর।

রৌদ্র বৃষ্টি তোমার কার্য্য আছে হৃদয় কন্দরে।
তুমি সময়ে আছ অসময়ে নাই তোমার মত সংসারে।
রাজ্য লোভে কার্য্য নাই, তোমাকে সদা ধেয়াই
যদি মনে শান্তি পাই কাজ কি ধনাগারে।
বকুল মালতী যূঁথী, পুষ্প আছে নানা জাতি
কে দেখিবে তোমার কীর্ত্তি এ জগত মাঝারে।
তব আশীর্ব্বাদ দিয়া, দরশনে মনহিয়া
করহে প্রীতির ছায়া শরীর সাধন তরে।
দেখ দেখ জগন্নাথ, দয়াময় নামে কর্ণপাত
না করিয়ে এ জগৎ আছে পড়িয়ে কান্তারে।
ইহ পরলোকে দেহ, মিলন মধুর স্নেহ
আজ আমিত নই কেহ সকল সঁপিলাম তোমারে ॥ ১৯৩ ॥

রাগিণী রামকেলী-তাল একতালা।

কি কাজে আছরে ও মন হৃদয় তব নহে সরস।
বাণিজ্য করিতে এলে মূলধন হ'ল না বশ।
কর্ত্তব্য আছে মনেতে কর সদা বিচারেতে
উপযুক্ত সাধনের জন্য প্রয়াস;
কিন্তু নাহি কুলাকুল, সতত আছ ব্যাকুল,
কিরূপে কার্য্যের শেষ করিবে হ'য়ে পরবশ।
বলি তোমায় শুন মন, প্রবঞ্চনায় ভুল কেন,
চাকচক্য বিষয়ের না হইও উল্লাস;
মধ্যে আছে মনি রতন, বাহিরে দেয় তার কিরণ,
চাহরে পাইবে সে ধন, যদিরে ভাব নিরস ॥ ১৯৪ ॥

রাগিণী সুরট-তাল খেমটা।

একবার মনের সাধে নৃত্য কর কীর্ত্তনে মাতিয়া।
রবেনা সংসারের জ্বালা মরিবে না ভাবিয়া।
যদি চাহ আপনারে, দেখ হৃদয় কন্দরে,
দয়াময় প্রেম ভরে আছেন হস্ত প্রসারিয়া।
আমি সদা মনের সাধে, করিব পূজা অবাধে,
যার জন্য মন কাঁদে থাকি কেমনে না দেখিয়া।
সে পদ রাখ হৃৎকমলে মনের কালী না গেলে,
পড়ে অমঙ্গলে থাক্‌ব মনের আশা ছাড়িয়া ॥ ১৯৫ ॥

প্রসাদীসুর।

ছাড় রে মন কুমন্ত্রণা,
ভাব সদা কর্‌ব না আর অসার সুখের বাসনা।
কি কাজে আছ রে মন নাহি তোমার বিবেচনা।
মর্ম্ম ভেদ হ'ল তবু সংসারে সাধ পুরিল না।
কোথায় আছ যাবে কোথায়, একবারও মনে ভাব না।
আছে চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন বাধা ভুলিবে কত যন্ত্রণা,
নানা বাক্য শুনে তোমার সন্দেহ ত ঘুচিল না।
দেখ এক মুখে অসংখ্য বাক্য বুঝে তুমি এক কর না।
নামরস পানেতে যায় সূক্ষ্ম স্থূলের ভাবনা।
অবিষয়ে পাবে বিষয় দয়াময়ের নাম সাধনা ॥ ১৯৬ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট-তাল একতালা।

দয়াময় পূর্ণ কর মনের আশা।
আমি অধম নরাধম বিষয়ে আমার আছে নিরাশা।
তুমি করুণা নিধান কি আছে আর প্রয়োজন।
লাভে তোমার সদন রাজ্যলাভ পূর্ণ দশা।
তুমি কর অনুগামী, কুশল সম্পদ তুমি,
অমঙ্গলে নাহি ভ্রমি ঘুচাও আমার এ দুর্দ্দশা।
প্রেমেতে নাহি যন্ত্রণা করে লোক ভ্রম বাসনা,
বুঝিতে তব যন্ত্রণা হ'য়ে যায় হারা দিশা।
বিদায় কর কর্ম্ম দিয়ে থাকিব এ ব্যাপার নিয়ে
তোমার পদে দিয়ে নির্ভর ছাড়ি দিব গো দুরাশা ॥ ১৯৭ ॥

সঙ্কীর্ত্তন

আমার মন কেনরে ঘোরে
অধম তারণ গুরুর চরণ রাখ হৃদয় মাঝারে।
আর কেহ নাহি আমাদের অকিঞ্চনে ত্রাণ করে,
দয়াময় গুরু বিনা কেবা হিত করে।
যদি বল বন্ধুহীন আছে কেবা এ সংসারে
কোথা পাবে শান্তি সুধা চিরকালের তরে।
ধরম করম গুরু ইহকালে লোকান্তরে
অন্ন জল লীলা রস সকল গুরুর করে।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে পূজা কররে মন তাঁরে,
কর্ম্মকান্ড শুদ্ধ হবে যাবে ভব পারে।
দয়াময় গুরু আছেন দেখ সকল ঘরে ঘরে,
মানুষেতে মানুষ রতন সদা বিরাজ করে ॥ ১৯৮ ॥

মনের আনন্দে হরিনাম গাও।
বিষয় বাসনা যাবে শান্তি ধামে যাও।
বিকল বিষয় সেবা; লোভ মোহ নাহি শোভা রে
অতীন্দ্রিয় ভাবে তুমি মাতিয়া বেড়াও।
জীবন কলঙ্কে পূর্ণ আজ কে করিবে ধন্য রে
বিনা সেই পূর্ণ পূণ্য যন্ত্রণাতে রও।
বল দেখি কোথা যাবে, আর কিবা আছে ভাব রে
দয়াময় বিনা সবে কোথা পাবে নাও।
গাও মধুর স্বরে নাম, সর্ব্বকাল সিদ্ধিধাম রে
দিবসেতে অর্দ্ধযাম হৃদয় খুলে দাও ॥ ১৯৯ ॥

সঙ্কীর্ত্তন-তাল ঠুংরি ।

কর তুমি করি আমি এই কথা মনে।
হৃদয় কন্দর খুঁজে আমার ত কিছু দেখিনে।
বিদায় হইয়া পরে দেহ আপন কাজ, লাজ নাহি সুখে বল আমি করি কাজ।
সেবাতে সেবক হয়ে লহ সেবা তুমি,
বলিতেছ লোক সবে সেবক আছি আমি।
মনের কামনা সদা সিদ্ধ কাজ ল'য়ে
কামনাতে অকামনা আছে মন ভাবিয়ে।
দেহ পদ বিপদ নিবারণ হরি।
দয়াময় নাম খ্যাত আছে জগত ভরি।
হরিহে কুশল নাই মনে করি কেবল।
বিশাল ক্ষেত্রের মধ্যে আছিহে বিকল।
চরণতরী বিপদ নিবারণ দয়াময়,
কি কাজে আর আছে বল আমিত্ব দুরাশয় ॥ ২০০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল ঠুংরি।

তোমার মত আর কেহ নাই সংসারে।
তুমি কার্য্য কর হরি আলোকে আঁধারে।
বাস যোগে শূন্যময়, হরিযোগে কৃষ্ণময়,
বিল্বদল আছে সদা কালিকা চন্ডীর করে।
তুমি হরি কৃপাময়, সর্ব্বদা নাশি সংশয়
প্রকাশিত কর হৃদয় সিদ্ধ যোগে প্রেম ভরে।
কে জানে আর এই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ধর্ম্ম আজন্ম,
তুমি যাকে জানাও মর্ম্ম তারি আছে অধিকারে।
আমি তব দাস দাসী উভয় যোগে আছি বসি,
মিলন শমন রাশি কাশীপতির ভান্ডারে।
কর কৃপা দয়াময়, সদা আছি নিরাশ্রয়,
অধীনতা দুঃখময় দূর কর হাতে ধরে ॥ ২০১ ॥

জগতবাসী তোরা নাম সাধনে মাতিয়া আয় একাসনে বসি।
আর কি আছে নাম বিনা নাশিতে পারে মনের মসি।
হবে হিত দয়াময় চরিত মনে কর সদা,
যাঁহার প্রসাদে যাবে ভবের বাধা,
অকাল কুষ্মান্ড হয়ে আছ রে করে পাপরাশি।
বিনাশ করে রিপুগণ, দুরাচার মন,
কুশল নাই বিনা দয়াময় নাম সাধন,
গাইয়া নাম সমস্বরে কার্য্য লাভ কর বসি।
বিনয় প্রণয় চাইনা তোমার কাছে,
রাখ মনের ভাব দিন গেল যে মিছে
আমন্ত্রণ সকলে প্রেমসুধা পানে অবিনাশী।
ছিল বহু কৈতব, দলে দলে দলিয়া,
এই নানা পূজা বিধি প্রচারিয়া এখন ছাড় দ্বিধা,
বল দয়াময় হয়ে দাসদাসী ॥ ২০২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ-তাল ঠুংরি।

দয়াময় তুমি হরি বিপদ কান্ডারী।
তোমার সেবাতে পায় মন প্রেমের মাধুরী।
লীলা রস চিত্ত বনে শ্বাপদ নাশে ক্ষণে ক্ষণে,
বিষয় সেবার কারণে কুণ্ঠিত দিবা শর্ব্বরী।
ঋতুরাজ প্রেমভরে, করে কেলি সুখের ঘরে,
ছলে বলে কাল হরে, দেহ নহে সুখের তরী।
বুঝেছি তোমার মায়া, দিয়া আঁধারের ছায়া,
রাখিল আমায় ঢাকিয়া, আত্ম পরিচয় হরি।
দেহ তরী জল মগ্ন না হয় যেন আর জীর্ণ,
কর তব প্রেমে পূর্ণ, তব নামের ভরা ভরি ॥ ২০৩ ॥

রাগিণী মনোহরসাই-তাল ডগর মালী।

বিপদে কান্ডারী আর কেহ নাই রে।
মনের অনুরাগে এস ভাইরে জীবন সমর্পণ করি।
কোথায় আর থাকিবে বাধা, ব্যাকুলতা কর্ম্মে সদা,
না রাখিয়া রাখ জীবন সে চরণ ধরি।
আর কে আছে তোমার কাছে,
বিলম্ব কররে কর্ম্ম ধর্ম্ম সকল সেই হৃদয় বিহারী।
দয়াময় নামে পাশ কাটি হবে অরি নাশ,
বলরে সে নাম সদা মনে মুখে ঐক্য করি ॥ ২০৪ ॥

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

মনরে আজ হরি নামে, মাতি দয়াময় বলে,
প্রাণ মন সঁপিয়ে দে রে।
বিষয় জালে বদ্ধ হয়ে রয়েছ;
মানসিক সান্তনা বিনামূলে হারায়েছ, ক্রীতদাস হয়ে আছ দেখনা রে।
বিষয় নিরস দেখবে ভবে, আর কিছু নাহি এ ভবে
অর্চ্চনা করিবে শূন্য জীবন ল'য়ে, আর কি করিবে রে।
কার্য্য তোমার রহিয়াছে গোপনে, ভাগ্য নাই হ'য়ে আছে অন্ধ দিনে,
কি শঙ্কা মনেতে দাস হ'তে, সে চরণে রে।
দয়াময় নামেতে, আজ হ'ল সর্ব্বনাম যোগ,
দেখরে সুবোধ জন করি মনোযোগ, প্রকাশিত হ'ল তাঁর কিরণ রে।
বিনা দয়াময় আর নাহি কেহ করিতে শোধন এই অনিত্য দেহ,
অবতীর্ণ ধরাধামে হবেন এবার রে।
নাহি সুদিন, একথা মনেতে ভেবনা আর করুণার নিধি
ধরে আছেন সর্ব্বাকার দেখ হৃদয় খুলে যুগল চরণে রে ॥ ২০৫ ॥

(দ্বিতীয় ভাগ)

সব্ব ধর্ম্ম গীত

[দ্বিতীয় ভাগ]

২৮শে ভাদ্র শুক্রবার ১২৯১

সঙ্কীর্ত্তন

'মনের আনন্দে বল' এই সুর।

হরি নামে সাধ নাই আর দয়াময় নাম সুধা মধু,
সেবনে যাবে রোগ শোক পাইবে সকল স্বাদু।
বিতরণ করে চন্দ্র, সুধাময় মকরন্দ,
চকোর দেখি আনন্দে লভে এক বিন্দু;
এই বিন্দু সিন্ধু হ'য়ে, করে নিরমল ভাবে শান্তিরস দান সর্ব্বজন বন্ধু ॥
নাম রস পান কর, অচিরে যাবে সকলের,
অধীনতা দুর্নিবার, কর দিবে বিধু;
অমৃত ভাষণ শুনি পাইবে কর্ম্ম অশনি,
পাইল আজ মায়াবিনী দয়াময় প্রেম সিন্ধু ॥ ১ ॥

৩০শে ভাদ্র রবিবার ১২৯১

বিভাস-একতালা।

অধম তারণ, নাম বিচক্ষণ, দীনবন্ধু দয়াময়।
তুমি কর্ম্মকারী, দীন দুঃখহারী, পতিত পাবন সর্ব্ব রসময় ॥
করুনানিধান, জীবন সাধন, মানস শাসন হরি।
জন্মান্ধতা হরি, কর্ম্ম শূন্য করি, হর দুঃখ ভার ওহে কৃপাময় ॥
দয়াময় নাম, হরে কৃষ্ণ রাম নারায়ণ বুদ্ধ কল্কী সর্ব্বধাম।
কে আর করিবে মানুষের হিত, বিহিত করহে হরি এসময় ॥
উৎসব আনন্দ, প্রেম মকরন্দ, শুভ্রকান্তি শম্ভু সেবন বিলয়,
জানে কে তোমারে কি অমর নরে, পামর তোমার ওপদ পায়।
হরি দয়াময় হর হে পিপাসা রোগ কর্ম্ম নাশা, বিষয় দুরাশা;
করিব এবার তব পদ সার, মনের কামনা আর কিছু নয় ॥ ২ ॥

৫ই আশ্বিন শনিবার ১২৯১

সিন্ধু-একতালা।

কররে আমার পথে পথ, আমি দয়াময় তুমি দয়াময়,
এই কথা মনে রাখ এই সুপথ ॥
তুমি মীন রাজ্যে, তুমি বৃক্ষ রাজ্যে, তুমি মনুজে,
তুমি স্বেদজে, বিরাজ তোমার রূপ রস ল'য়ে সুপথ বিপথ।
মনমসী দূর কর, বলিবার নাই আর সুসার,
কি কাজ সংসারে আর, একথা বলনা তবে কুমন্ত্রণা,
মনে মুখে কর এক মত।
আমি নই তোমাতে ভিন্ন, আমি আছি বিষয় শূন্য,
তোমার ভাবে আমার মন সৃজিল ভূমি জড় উদ্ভিদ এই প্রাণিযূথ।
তুমি আমার ভাবের মতন, সংসারে করিছ যতন,
যতন বিনা মিলে না রতন,
পতন হও মৃত্তিকাতে খুঁজিতে অমূল্য ধন হবে মুক্ত ॥ ৩ ॥

৫ই আশ্বিন শনিবার ১২৯১

প্রসাদী সুর

মাটীর প্রেমে হ'লে মাটী, ও মন চিন্‌লে নারে সোনা খাঁটি ॥
মাটী লয়ে মাটী হ'য়ে করছ কত পরিপাটি,
একবার ভাবলে নাকো ক'দিন বাকী বাঁধ্‌বে যবে খাটি পাটি।
এক মুট মাটি হারালে লাগে তোমার দাঁত কপাটি,
কোটি সোনা তেনার বান্ধ তাহাতে নাইকো আটা আটি ॥
মাটি হ'য়ে মাটির দেহে করছ কত ছুটাছুটি,
মাটির মানুষ মাটির তরে করে কত ঝাটা ঝাটি।
ত্রিশ গেল বত্রিশ ফুরাল কি করবে আর এসে ষাটি,
যখন ঘর ভাঙ্গবে কি লাভ হবে শুধু শুধু বেন্ধে টাটি ॥ ৪* ॥

---

* শিষ্য দয়ালচন্দ্র ঘোষের উক্তিতে এই গান রচনা।

৬ই আশ্বিন রবিবার ১২৯১

'কার ভাবে গৌর' এই সুর-একতালা।

পরমারাধ্য হরি নামে আজ মাতরে মন অবিরাম।
তোমার সকল ব্যর্থ হ'ল, বার্দ্ধক্য আইল,
আর থাকিবেনা শরীর মনের আরাম ॥
বিষয়ের জালে জড়িত হইয়া, করিলে কত বিষয় লাগিয়া,
কি হইল দেখ মনেতে ভাবিয়া, ভাবিতেছ কেবল ব'সে অবিশ্রাম।
মানসিক যন্ত্রণা কত যে আছে, বলিতে পারনা কাহারও কাছে,
শুভ্রকান্তি, তোমার কাল হয়েছে, আর কত দিন থাকিবে বিনা দয়াল নাম ॥
নিদ্রাতে হরিল সাধন প্রধান, রোগের জ্বালায় গেল অন্ন পান
দুর্ব্বলতায় গেল কর্ম্মের যোগান, তবু আপনাতে হ'য়ে আছ বাম ॥
রাম নাম ধ্বনি দয়াময় যোগে, সাধরে সতত সংসার ভোগে,
মিশিল শরীর নিরাশার যোগে, বিকল হইও না দেখ পূর্ণ ধাম ॥ ৫ ॥

৮ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১২৯১

টৌড়ি আসোয়ারি-তাল যৎ

ভজ মন দয়াময় জীবন সাধন, রামময় হরি তিনি পতিত পাবন।
যখন রাম অযোধ্যাতে, নাম কীর্ত্তন সন্তোষেতে,
করিল নারায়ণ নামে সিদ্ধির কারণ ॥
রাম নাই রাজ্যে যখন, জানিল লোক জগৎ জীবন
তারক-ব্রহ্ম রাম নাম লইল পাইতে পরিত্রাণ।
পাইল মাধব সে পদ পল্লব, কাষ্ঠতরি হ'ল সোনা পরশি চরণ ॥
পাষাণ মানুষ হ'ল যে নামে, রাত্র দিন হ'ল গোলক ধামে,
পাতকী তরিল রাম নামে হ'ল নরক বারণ, দুষ্টের দমন,
শিষ্টের পালন, রাম নামে গেল দুঃখ হ'ল সাগর বন্ধন ॥ ৬ ॥

৯ই আশ্বিন বুধবার ১২৯১
টৌড়ি আসোয়ারি-ঠুংরি।

হৃদয়রাজ্য পূর্ণ কর হরি।
বিশাল সংসারে তোমার নামে বাস করি ॥
তুমি ভক্তগণের সেবা গ্রহণ কর নিরবধি,
শোভা তোমার চতুর্দ্দিকে অপরিমিত করি।
রাত্রি যোগে কর কেলী নিদ্রাসখীর কোলে নয়ন নিমিলি,
এক চন্দ্র চকোরিণী অগণ্য ধাবিত যেমন সুধা লোভে,
মন বিহঙ্গ তোমার পানে যায় উড়ি ॥ ৭ ॥

১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১২৯১
বেহাগ-আড়া।

মনের অনুরাগে বল দয়াময়।
পিপাসা বারি, শান্তিকারী অধীনতা সন্তোষ পাইলে নাম মধুময়।
কেন আর বিলম্ব কর, নৃপবল্লভ তার সুখ কর,
যিনি রাজ চক্রবর্তী শশধর, বিষয় লালসা নামে পূর্ণ হয়।
বিষম শঙ্কট যার, দুষ্কর তপস্যা তার
নির্ব্বিঘ্ন বিকার আর কাহাকে করে আশ্রয়।
জানে লোক আপন ব্যথা, রক্ষা কর বলে ডাকে সর্ব্বথা,
কিন্তু ব্যথা নহে অন্যথা মঙ্গল আলয় ॥
নামের মাধুরী সতত, কররে মনে বিষয় ব্রত,
ছাড়ি কুমঙ্গল যত, অন্য আর কিছু নাহি করে প্রেমোদয়।
বল কৃষ্ণ হরি রাম নাম, দয়াময় পূর্ণ কাম,
লাগিল ধাঁধা বুঝিতে এসময় কোন ভাবে আছরে'মন ল'য়ে বিষয় ॥
কর কর শান্তির আয়োজন, রবেনা দুঃখের জীবন,
সুখ সাগরে ভাসিবে অনুক্ষণ নাম লও নাচিবে হৃদয় ॥ ৮ ॥

১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১২৯১
টৌড়ি-আড়া।

বিদায় হ'য়ে এখন চল শান্তি নিকেতনে।
আর থাকিবে কোথায় কে রাখিবে বল সম্পদ সাধনে ॥
তোমার নিয়ম নাই, তুমি অনিয়মে বসি কর
সেবা যত পার হবে শান্তি চিরকাল,
বিকার প্রেমের জলে কুম্ভীর আছেরে বহু,
হইবে অমর সে কুম্ভীরের গলে ধারণে।
ব'সে আছ মায়ামোহে, কেমনে তরিয়া যাবে,
ভাব নাকি একবার সান্তনা কেমনে রবে;
দেখ সিংহ বনপশু হ'য়ে
করে বল মানুষের প্রতি, যার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বল,
মানুষ কৌশলে তারে করে নিবারণ ॥
তোমার কার্য্যেতে নাই বাধা বিঘ্ন সহজ সেবা সুলভ অতি নির্ব্বিঘ্ন।
জানিয়া করিলে আর হবে না মনের জ্বালা,
কর্ম্মনাশা অলীক চিন্তা ছাড়রে অবোধ মন ॥ ৯ ॥

১১ই আশ্বিন শুক্রবার ১২৯১

টৌড়ি আসোয়ারি-যৎ (১২৮)

দীনবন্ধু হরি দয়া করে দেও প্রেমবারি।
রসময় হরি নামে অনুপম, হৃদয় পাষাণ নাই হে বিশ্বধাম,
সাধন ভজন প্রেম অন্বেষণ তব আবির্ভাব
সর্ব্বযোগ লয়ে মানস বিহঙ্গ পলায় উড়ি ॥
হে বিশ্বপতি হৃদয় রঞ্জন, কর্ম্ম নাই আমার বিনা তব চরণ সেবনে,
সাহসে নির্ভর করিব কি এখন বিনাশ কর মায়া মোহ,
হতে চাই না সংসারী ॥
কি করি মরি মরি হে কান্ডারী, বিশাল এই ভববারি,
কর্ণধার তোমা বিনা কারে করি,
মনমসী দূর কর হৃদয় রাজ্যে পূর্ণ কর অভাব মাধুরী ॥
মেনকার গর্ভে সম্ভুতা বিশ্বপ্রসবিনী বলে লোকে,
তোমার কতই লীলা বুঝিতে পারে কে,
আজ দুর্গোৎসব এ লীলা করিলে,
সব দুঃখ দুর করিতে কর মনের আহলাদ নাশি পাপ ভারি ॥
কে আমার জন্য কাঁদিবে বল, তোমার মতন করিয়া বিষম কৌশল,
মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সকলই বিফল,
কি সুখে থাকিব নাথ আর এই শূন্য পুরী ॥
রাত্রি দিবা জ্বলে অনল প্রবল, মেঘ নাই দিবে শীতল জল,
তুমি আজ কর সম্পদ বিপদ সকল,
এক যোগে মনের শান্তি বিনয় বিহারী ॥ ১০ ॥

১৬ই আশ্বিন বুধবার ১২৯১

রামপ্রসাদী সুর।

চল মন যাই পিতার আলয়ে।
আর কত দিন সুখের সেবায় থাকবে দুঃখ দুর্দ্দশায় পরে ॥
বিনয় প্রণয় বড় সদয় নিদয় হৃদয় কর্ম্ম দিয়ে,
কারে করবে বল সুখের সাধন মনেমসী আদরিয়ে ॥
কে তোমার সুখের ভাগী, কেবা দুঃখে হবে দুখী,
জীবন রাজ্যে আছে হরি শান্তি দয়াময় নাম লয়ে ॥
দিন রাত্রি চঞ্চলতা, কে করবে দূর দুর্ব্বলতা,
মশান শ্মশান কর্ম্ম বিধান, সর্ব্ব যোগে চরণ পদ্মে।
যদি বল কোথা যাব, হৃদয় চায় না অন্য ভাব,
দেখ, সহজ ভাবে মানুষ লীলা পাবে তাতে রসময়ে ॥ ১১ ॥

১৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১২৯১

‘ঠেকিল জীবন তরণী ভবের নদীতে’ এই সুর।

ডুবল সাধের তরী শরীর প্রাণ মন। বিষয় লালসা মন দিল বিসর্জ্জন।
ফকির হল কর্ম্মযোগ, নাই ভবেতে মায়া সুখ,
বিদায় দিল গেল দুখ, বিলাস সাধন।
মানিক রতন জ্বলে সদা, হৃদয়েতে লাগে ধাঁধা,
বাসনা মনের বাধা, দেয়নারে আর কখন।
ডুবিল আশা ভরসা, মিশিল আজ কর্ম্মনাশা,
বিবেক বুদ্ধিযোগে দশা, হল কুশল রাজ্য আগমন ॥
কে আর আছে আপন ছাড়া, কে আর আছে হবে হারা,
প্রেমধন সকল স্থানে ভরা, মরা মানুষ পাইল জীবন ॥
রোগ শোক মৃত্যু হতে, অমঙ্গল পৃথিবীতে,
মঙ্গল আবার হল তাতে, হল যন্ত্রণা নিবারণ ॥
দয়াময় কর্ম্মনাশ, করিল হয়ে সপ্রকাশ,
হৃদয় রাজ্য সর্ব্বনাশ, হল অভাবে ভাব বিলক্ষণ ॥ ১২ ॥

১৮ই আশ্বিন শুক্রবার ১২৯১

বাউলের সুর

মনের বাসনা পূরাও আজ আন্ধার দূর কর।
হৃদয় রাজ্যে বাস কর।
মনের অনুরাগে, সদা সুখে দেখিব চরণ তোমার ॥
তুমি কর্ম্ম তুমি কর্ত্তা, হর্ত্তা ভর্ত্তা বিধাতা,
তুমি বিনা আর কেহ নাই দয়ার সাগর,
রবি চন্দ্রতারা নয়ন তব উজলে মহী কন্দর ॥
অহঙ্কার বিকারেতে, আছি পড়ে আঁধারেতে,
কৌপিনধারী অরণ্যেতে সেবক তোমার,
আশার সুসার সার পদার্থ পাইতে করে সমর ॥
আমি চাইনা তোমার হাতে, যা পেয়েছি তাহা হতে,
ছাড়িয়ে যাইতে হে দন্ডধর,
তুমি সাগর বেন্ধে সেতু করলে তবু হ'লনা সুসার ॥ ১৩ ॥

১৯ই আশ্বিন শনিবার ১২৯১

বাহার-একতালা।

মাগো তোমার মুখ দেখে আমি হয়েছি বিহ্বল।
তোমার কার্য্য তুমি করলে আমার জীবন হল সফল ॥
বিকলাঙ্গ হ'য়ে ছিলাম, সকল আশা ছেড়ে ছিলাম,
তোমায় দেখে সবল হলেম, বিমানে যাই পেলেম সম্বল ॥
তুমি যদি অন্ন দিলে, ব'সে খাব তোমার কোলে,
জয় মা জননী বলে, হাস্য মুখে থাক্‌ব কেবল ॥
মা দয়াময় মা সুধাময়, জীবন সম্বল দীন দয়াময়,
প্রাণ জুড়াতে দিলে হৃদয়, ধন্য আজ সন্তান সকল ॥ ১৪ ॥

২০শে আশ্বিন রবিবার ১২৯১

সিন্ধুকাফি-খেম্‌টা।

তুমি আমার কার্য্য কর আমি দে'খে সুখী হই।
বিষয় জ্বালাতে মন দগ্ধ হল কত সই ॥
কিরূপ মাধুরী তোমার, কে পাবে বর্ণিতে,
সময় সাধন নাই আমার কর্ম্মেতে,
কর রাজ্য সুখ, বিষয় লালসা ছাড়িয়া রই ॥
মানসেতে প্রতিবিম্ব যখনে হে দেখি,
অবাক্ হইয়া থাকি তাহাতে নিরখি,
কেন আজ আমার হ'ল মনে বিকার কি অপরাধী হই ॥
দয়াময় স্মরণেতে যায়, দূরদৃষ্ট,
জানিয়াছি তবু কেন রইল মনের কষ্ট,
ক্রীতদাস চায় তোমার মন্ত্রণার মর্ম্ম পায়না কেন তাই ॥
আজ দেহ সুধাবিন্দু কেন কর ছলনা,
বিষাদ সমুদ্রে তোমা-বই আর নাই আপনা,
হৃদয়ে কর্ম্মফের কর উল্লাস বিলাসে জই ॥ ১৫ ॥

২০শে আশ্বিন রবিবার ১২৯১

সঙ্কীর্ত্তন।

'দীনবন্ধু দয়াল হরি', এই সুর।

হরি নাম বল রসনা। পাইবে আরাম যাবে দুঃখ যন্ত্রণা।
হরি নাম সাধনে নারদ ঋষি, মত্ত হয়ে ছিল সদা প্রেমেতে ভাসি,
নামে জীবন সুধা লাভ করিল, গাইল নাম ধরি বীণা ॥
নামের গুণ সুধা মধুময়, হরিল তিমির রাশি করে মৃত্যু জয়,
মনের অনুরাগে জপরে ভাই, হবে পূর্ণ কামনা ॥
নামময় এ শরীর মন, শোণিত চালিত হয় নামে সর্ব্বক্ষণ,
অন্ন জল বিষয় সাধন নামেতে হয় চেতনা ॥ ১৬ ॥

২১শে আশ্বিন সোমবার ১২৯১

পিলু ভৈরবী-যৎ

কি ভাবে আছরে মন দিন গেল কর্ম্মফেরে।
তুমি সর্ব্ব দুঃখ নাশ করিতে চাও আপনারে ॥
একবার ভজ একবার বল,
একবার চিন্ত চিন্তামণি,
মিশিল অমানিশায় দিশাহারা হ'য়ে পথ ডাকরে কারে ॥
বিদায় হ'য়ে সংসার ক্ষেত্রে দেহপঞ্জর দেহ খুলি,
আসুক প্রেমের বায়ু দেহেতে,
মনে কর একবার তাহারে ॥
বিনা দয়াময় নাই কেহ করিতে পার ভবার্ণবে,
অবশ হয়ে আছ নাই চেতন,
রতণমণি গৃহ মাঝারে ॥ ১৭ ॥

২১শে আশ্বিন সোমবার ১২৯১

সঙ্গীত-প্রসাদী সুর।

প্রেম কররে সর্ব্ব জীবে।
প্রেমের গোড়ায় অপ্রেম আছে কাজ কি আর অপ্রেমে তবে ॥
ভূত প্রেত মন্দ যোনি আছে যত এ সংসারে,
দয়াময়ের রূপ সকলই নিদয় সদয় উভয় ভাবে ॥
মানসেতে প্রতিবিম্ব আছে যত কর মনে,
তুমি সঙ্গোপনে ভেবে দেখ মনের কালি ঘুচে যাবে ॥
যদি বল পৃথক পৃথক আছে শত্রু মিত্র ভাবে,
অঙ্গহীন তবে তুমি, সাধন সিদ্ধি কিসে হবে ॥ ১৮ ॥

২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১২৯১

ছায়ানট-তাল খেমটা।

কর সত্য নিত্য তুমি মর্ত্ত লোকে ভয় নিবারণ,
তোমার মাধুরী সকল পাসরি, লইলাম হৃদয়ে শরণ ॥
বিবাদ আছে কত শত, বাধা বিঘ্ন আছে যত,
সকলই হইল হত তব প্রেম আস্বাদনে আইল জীবন ॥
কে তোমার কার্য্য করে, তুমি না করালে পরে,
বিষধর শিরোপরে ভয় দেখায় সতত করিবে প্রাণ হরণ ॥
সত্য কার্য্য আর কিছু নাই, তোমাতে নির্ভর সদাই,
দয়াময় নাম জপেতে পাই পূর্ণ সত্য
জীবনেতে তব কৃপা সকল সাধন ॥ ১৯ ॥

ছায়ানট-খেমটা।

দয়াময় তুমি আমার আমি তোমার সকল কার্য্য কর্ম্ম,
তুমি যদি রাখ আমায় তবে থাকে ধর্ম্ম ॥
ব্যাকুলতা স্বভাবেতে আছে দয়াল প্রভু,
তুমি আমার কার্য্য কর সম্ভবেনা কভু, ক্রীতদাস তব পদে ভিক্ষা চায় মর্ম্ম।
বালক বৃদ্ধ যুবা সবে আছে তোমার রাজ্য মধ্যে,
চমৎকার শোভা তোমায় দেখে তারা
পাইল লাজ নয়ন হারা হয়ে, বিমর্ষ ভাবে তোমার জন্ম মৃত্যু হয়
সর্ব্বৌষধি বিলক্ষণ ভাবে কৃতকর্ম্ম ॥
হায় কি অমর নয় তব প্রসাদে অমৃত পাইল না
কেহ মর্ম্ম বুঝিল না চমৎকার মনেতে,
কি করিব কোথায় যাব কে আছেরে আমার
বিলাস লীলা সংসারে নাই কেবল দয়াময় প্রসন্ন বদন বিনা
কি পাব আর ভবার্ণব কর্ণধার, গেল জন্ম ॥ ২০ ॥

২৩শে আশ্বিন বুধবার ১২৯১

খাম্বাজ-যৎ

মনের অনুরাগে দয়াময় নাম সেবন কররে মানব।
যাবে সকল দুঃখ সুখের আর হবেনা লাঘব ॥
তোমরা কোটী কোটী জন্মের কথা শুনিয়াছ,
এক জন্ম বই আর জন্ম নাই কি আর মনে
ভাবিছ, অনুদিন কর্ম্ম যোগে
বদ্ধ আছ দয়াময় সাধ হিত হবেরে-মানব ॥
আর রৌদ্র বৃষ্টির ভয়ে ভীত হইও না,
নরক যন্ত্রণা মিছা মনের মাত্র কল্পনা,
শক্তি যোগে অনুরাগে শরণ লওনা,
ভবের যন্ত্রণা সুখের হবে সব ॥ ২১ ॥

২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১২৯১

খাম্বাজ-ছপকী।

করিলে পূরণ তুমি মাতৃ স্তন দুগ্ধ দিয়ে,
কৃশ ভাব থাকিবে না দুগ্ধ পোষ্য শিশুচয়ে ॥
প্রেমের মুরতি করিল আরতি, ঘুচিল সন্তাপ,
জীবনে লাগিল তাপানল যত গেল নির্ব্বাণ হয়ে ॥
দুর্দ্দিন সুদিন হইল দেখরে, প্রেমামৃত পানে আজ রহিল না খেদ
মনের সকল দুঃখ গেল ছুটিয়ে ॥
কি আশ্চর্য্য কৃপা তব দয়াময় বসিলাম তব চরণ ধ্যানে,
যখন তখনি দিলে স্বাদু অধম জানিয়ে ॥
জগত মুখি যোগে তোমার আজি
হল বিনাশ অরি মস্তক কাঁপিল ডরে
কোথা পালাইব ভাবিয়ে ॥ ২২ ॥

২৫শে আশ্বিন শুক্রবার ১২৯১

ভৈরবী-খেম্‌টা।

আছিহে পরিয়ে তব পদে বিপদ বারণ,
মনের অনুরাগে তোমাতে নাই ভাবিব না আমি এখন ॥
তোমার চরণ রজ, সিদ্ধ করিবে কাজ,
বিনাশ হবে সকল রিপুগণ ॥
অনুরাগ নাই আমার, তাতে শঙ্কা কত আর,
ক্রীতদাস হ'য়ে আছি, বিষয় কেবল ও চরণ ॥
দয়াময় বলে হরি, নামে দেই করতালি,
পুষ্টিবর্দ্ধন সদা আছে, কি করিবে আর দুর্জ্জন ॥
পতঙ্গ হইয়া আছি, আগুনে শরীর রেখেছি,
ছাই ভস্ম যাহা হউক; ভাবিনে জীবন মরণ ॥ ২৩ ॥

২৬শে আশ্বিন শনিবার ১২৯১

সুরট-যৎ

ভয়ে ভীত হয়ে আছি মাগো তোমার চরণ পাইনা বলে।
সম্পদের ভাব হৃদয় মনে কর কৃপা দাস জনে ॥
কম্পিত হতেছে চিত্ত, ধরিতে নাই কোন বিত্ত,
সকল ভাব তব আয়ত্ত, কর্ম্ম পাশ আছে বন্ধনে ॥
চিন্তামণি নাম ল'য়ে, করি যদি হৃদয় দিয়ে, তব কর্ম্ম সম্বরিয়ে,
লালসা গুয়ানে; তথাপি পাইনা তোমাকে, আছি কি কর্ম্ম বিপাকে,
জানিনা অস্থির দুঃখে বল কি করি এখনে ॥
জয় দয়াময় তোমার নাম, জয়দাজিত কর্ম্মধাম,
বিশ্বরূপী সদা কাম, পূর্ণ যোগে তব সদনে;
ঠেকেছি মা ঘোর দায়, এদিগ যাইত ওদিগ হারায়,
কেটে দেও এ লাঞ্ছনায়, মা হয়ে চাওনা সন্তানে ॥
বিষম দুর্দ্দশা আমার, দেখ মাগো একবার, অপাঙ্গে করুণা তোমার,
হৃদয়ে শান্তি আনে; কেন আর বিলম্ব কর, সহিতে না পারি আর,
ধর্ম্ম অর্থে তুমি সাগর কাম মোক্ষ তব চরণে ॥ ২৪ ॥

২৬শে আশ্বিন শনিবার ১২৯১

লগ্নী-জলদ তেতালা।

বিদায় দেহ জননী গো চাইনা আর ভবের বাজার।
এবাজারে বিকি কিনি আমার আর হলনা এবার ॥
যদি বল হবে হবে, আমি বলব হবে কবে,
তোমাতে সকল সম্ভবে কার্য্য আছে ছলে তোমার।
ছলনা সুখ বাসনা, আনিবে মঙ্গল কামনা,
ভাবী সুখে যাবে যন্ত্রণা, মন চায়না শুনিতে আর ॥
বিলক্ষণ সেবার ভাব, আছে গো সংসারে আবার,
তুচ্ছ সেবায় মনের বিকার আনে অশান্তির ভার ॥
তব জজ্ঞা জগৎ কারণ, তব রূপ জগৎ জীবন,
হউক নয় দেহের পতন, নইলে ঘুচাও এ অন্ধকার ॥ ২৫ ॥

২৭শে আশ্বিন রবিবার ১২৯১

প্রসাদী সুর।

মা তুমি আজ ভাবের ঘরে, কেবা তোমার তত্ত্ব করে ॥
সম্পদ বিপদ যত আছে, সকল তোমার প্রেমোদরে,
যাতে ব্রহ্মান্ড আছে, শুয়ে কে তোমায় জানিতে পারে ॥
তুমি আপদ বিপদ সকল দুঃখ আন মাগো একত্তরে,
মনের মসী যায়না আমার তোমার কোলে বাসা করে ॥
তুমি যদি আপদ দিলে সম্পদ আর কে দিতে পারে,
তোমার আপদ সম্পদ মঙ্গলেতে পূর্ণ জান্‌তে দেও আমারে ॥
যদি আমি মানুষ হইতাম, তোমার তত্ত্ব পেতাম ঘরে,
সঙ্কট বিষয় জাল ছিন্ন করিতাম জোরে ॥
মানুষ কর, শিশুর মত থাকতে দিওনা সন্তানেরে,
তোমার চিদাভাস রূপের ছটা সম্মুখে আন কৃপা করে ॥
দয়াময় নামে বিকাইল তোমার রাজ্য সর্ব্ব ঘরে,
কে আর পারে থাকিতে মা তোমার বিধান তুচ্ছ করে ॥ ২৬ ॥

২৮শে আশ্বিন সোমবার ১২৯১

ভৈরবী-ঠুংরি।

রূপ রস গন্ধ সকলই তোমার, সংসারে আর কিছু নাই আমার ॥
আনিয়া মাতার কোলে, দুগ্ধ-পোষ্য বালক বলে,
কত স্নেহ আদর দিলে, কে পাবে ইয়ত্তা তার ॥
আজন্ম তোমার আদেশ, পাইব বলে মনের ক্লেশ,
হয়ে গেল কত অবশেষ কি হবে জানিনা আর ॥
বিশুদ্ধ প্রেমের জন্যে, মানুষ চায় তোমার নামে,
করিতে কত বিষয় শুন্যে কার্য্য কর্ম্ম অনিবার ॥
কোথা পাবে আশার সুসার, কোথা পাবে রাজ্যভার
সংশয়বাদী কর্ম্ম বিকার, হয়ে গেল সে অধিকার ॥
এখন, সোজাসুজি তোমার রাজ্যে,
আসিয়াছি দীনের সাজে, মুখ খুলে বলিনা লাজে,
ঘুচাও মা সকল আন্ধার ॥ ২৭ ॥

২৯শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১২৯১

ললিত-যৎ।

তুমি এসহে করুণার নিধি হৃদয় মন্দিরে।
তোমার যত বস্তু সকল তুমি অন্য নাই আর এ সংসারে ॥
আমরা কপট ভাবে ভাবি তোমায়, তাতেই মনের কৈতবদায়,
করিল নীরস কঠিন প্রেম হায়, কর সংশোধন আমারে ॥
তোমার রাজ্যে প্রজা যত, বনস্পতি শত শত,
আছে ভাল মন্দ দেখি কত, সকলই তোমার বিকাশ করে ॥
আজ তোমাদের সঙ্গে বসে' আছ তুমি মনের হরষে,
হৃদয় কমল ফুটিল উল্লাসে, মনের সাধ পূর্ণ কর এবার ॥ ২৮ ॥

৩০শে আশ্বিন বুধবার ১২৯১

হিমনী-তাল আড়া।

তুমি হৃদয়বল্লভ হরি, তুমি আছ হৃদয় মাঝে আমি তোমার কর্ম্ম করি ॥
বিনা সুতে মালা গাঁথা যেরূপ কথন,
বিনারজ্জু তুমি কর সেরূপ বন্ধন,
কেবা তোমার মত পারে করিতে যতন,
রতন মাণিক হরি দেহ কৃপা করি ॥
বিদায় হয়ে সংসার রাজ্যে করিব এখন,
নয়ন মন পূর্ণ হেতু তব দরশন,
চাহিব না কোন দিকে কেবল তোমার চরণ,
রবি চন্দ্র তারা হরি তোমার মাধুরী ॥
তুমি মোহিনী শক্তিশালী নয়ন অঞ্জন,
তোমার সেবাতে রাখি এই দেহ মন,
কে দিবে আর রত্নহার হৃদয়ে এমন,
আমি রইলাম দয়াময় তোমাকে নেহারী ॥ ২৯ ॥

১লা কার্ত্তিক শুক্রবার ১২৯১

পিলু-যৎ।

বিকাশ হৃদয়ে তব মায়ামোহ সকল সুখ।
মোহে সুখ যদি হয় তবে কেন করি দুখ ॥
মোহ তোমার বিকার তোমার,
জ্ঞান জ্যোতি সকল তোমার,
তারতম্য ভেবে আমার কি আর আবশ্যক ॥
বাল্য লীলা মোহ জানি, তাতে আপদ নাহি গণি,
যৌবন বার্দ্ধক্যে কেবল, বিকার শঙ্কা করে লোক ॥
বিমলকান্তি সমল হলে, লোকে সমল নাহি বলে,
বিমল সমল তব কৌশলে, তোমায় ভেবে বান্ধিব বুক ॥
ভ্রম শূন্য কর দয়াময়, তব কৃপাতে সকল হয়,
রাজ্য অরাজ্য সকল জয়, তব নামে উজ্জ্বল মুখ ॥ ৩০ ॥

২রা কার্ত্তিক শুক্রবার ১২৯১

টৌড়ি-আড়া।

হৃদয় ধামে রাজ্য আমার কে পারে তা কেড়ে নিতে।
দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মুখে মাতৃস্তন আদরেতে ॥
অমানিশা অবসান, এল পূর্ণিমার চাঁদ,
বিলাস বিষয় ধ্যান, পারে কে ছেড়ে থাকিতে ॥
মলিন মন পাষাণ, না করে প্রেম সম্ভাষণ,
পারি কি আর রাখিতে প্রাণ, চরণ রজ অভাবেতে।
এস এস তোমরা সবে, ডাকি সদা প্রেম রবে,
দয়াময় নামে পূর্ণ হবে, সকল অভাব এ জগতে ॥ ৩১ ॥

৩রা কার্ত্তিক, শনিবার ১২৯১

ললিত-আড়া।

বাল্য লীলা হরি তোমার বার্দ্ধক্য বিষয় সেবা।
বাল্যে কর আয়োজন, জানিতে পারে তা কেবা ॥
বিষয় লালসা রসে, ডুবিবে মন বয়সে,
সু-দর্শন খাদ্য দেখে শিশু বলে দেগো বাবা ॥
প্রাতঃকালে আয়োজন, বেলাতে করে পূজন,
দিয়ে পুষ্প চন্দন, সু-দর্শন পদ্ম জবা।
কি কাজে আর দিন কাটাব, মাখন ছানা থুয়ে খাব,
এখনি তোমায় ধরিব, মানিব না রাত্রি দিবা ॥
দেহ তোমার দয়াময়, অবিনশ্বর বস্তুময়,
সর্ব্বায়োজন সকল সময়, জেনে কেন হব হাবা ॥ ৩২ ॥

৪ঠা কার্ত্তিক রবিবার ১২৯১

বেহাগ-তেওট।

মানেসেতে ক্ষয় রোগ আছে যদি কর মনে,
মনের কামনা সাধ্য হবে না কোন ক্রমে ॥
মানস প্রধান স্থান নির্দ্দোষ সদোষ
সদা বিষয় গরলামৃত আছে তাহার সদনে ॥
মিশিল শরীর মন অবশ সবশ ভ্রান্তি
অভ্রান্তির সনে বিমল জ্যোতি দানে ॥
বিলাইল দয়াময় প্রেম সুধা মহাসুখে কর
তাঁর অর্চ্চনা বিনয় প্রণয় যোগাসনে ॥ ৩৩ ॥

৫ই কার্ত্তিক সোমবার ১২৯১

ললিত-আড়া।

বিষয় বাসনা জাল করিল বন্ধন মীনে,
সাধন হলনা তার জাল ছাড়িয়া গমনে।
কি কাজে আজ আছ তুমি, মীন কুর্ম্ম বিহঙ্গমী,
সহিতেছ বিষ কৃমি হয়ে যন্ত্রণা সঘনে ॥
উদ্ধার করিবে যেবা, স্মরণ মনন সেবা,
কর তাঁর রাত্রি দিবা, হবে সাধ্য জীবনে ॥
রমণীর ভাব দেখে, ভুলিয়াছ কেন মাকে,
যার স্তন্য বিনা মুখে, ছিল না আর কিছু মনে ॥
প্রেম রাজ্য সাম্রাজ্য, বল কেমনে হবে ধার্য্য,
মর্ম্ম বুঝে কর কার্য্য চিরকাল যাবে কি বন্ধনে ॥
রাজ্য হৃদয় কার্য্য হৃদয়, বিষয় বাসনা হৃদয়,
কে পাবে হইলে নিদয়; হৃদয়বিহারী জনে ॥ ৩৪ ॥

৬ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১২৯১

ললিত-আড়া।

তুমি হরি দয়াময় নানকের ঠাকুর।
তুমি সম্বল নাম যোগ বিষাদ সমুদ্রে তার ॥
মানুষের রূপ তুমি, মানুষ অপূর্ণ কামী,
সে কামনা দেখি আমি, তোমা ছাড়া কেউ করে না আর ॥
নানক কবীর যত, সাধক তব শত শত,
গেল তরিয়া লয়ে প্রেম ব্রত, সেবকত্ব হল তাদের,
কিন্তু বিপাকে ঠেকিয়া, গেল যে দেহ ছাড়িয়া,
সেরূপ আমরা হইয়া, কেন ভঙ্গ দিব সেবাতে তোমার ॥
যদি সেবক হইলাম, সেবায় মজিয়া রহিলাম,
না হয় নাইবা হইলাম, মৃত্যু যে একি ব্যাপার;
এজন্য বলি দয়াময়, ঘুচাও মরণ সংশয়,
পূর্ণ মানুষ এসময় কর দূর করি বিকার ॥ ৩৫ ॥

৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১২৯১

ডবভাস-তাল খেম্‌টা।

সর্ব্ব ধর্ম্ম দয়াময় নাম, যদি কররে মনে,
তবে থাকিবে না বিবাদ ॥
লহ রাজ্য সুখ, পারে কে দিতে তাহা,
বিনা দয়াময কলুষ-হারী বিষয় সাধ ॥
এই নামে পার পাবে, সকল নাম এক যোগে,
আছে ইহার মধ্যে পূর্ণ জগৎ আনন্দ নাদ ॥
প্রেম সম্বন্ধ যত আছে জগতে,
এই নামে মিশিল বিশেষ ভাবে গেল বিষাদ ॥
লহ লহ নাম সুধা হৃদয় কন্দরে ভরিয়া রাখ
আর ছাড়িও না এই আহলাদ ॥ ৩৬ ॥

৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১২৯১

সঙ্কীর্ত্তন-'হরি নাম ব্রহ্মনাম'-এই সুর।

দয়াময় হরি নাম, সাধরে শান্তিধাম।
হবে কাম্য মুক্তি, নাই আর যুক্তি,
হৃদয় রাজ্যে সর্ব্ব কাম।
দীনবন্ধু রাজ্য দানে, কার্য্য দিলেন সর্ব্ব জনে, শান্তি সাধনে;
দেখ রাজ্য সম্বল, হৃদয় কেবল,
তথা গুরু রূপী হরি আছেন হয়ে সকাম ॥
হৃদয় লয়ে কার্য্য কর, উপদেশ পাবে তার, যাবে বিকার;
ওরে মন কি তোমার করবে স্বীকার,
মনের মত না হয় যদি হবেরে বাম ॥ ৩৭ ॥

১০ই কার্ত্তিক শনিবার ১২৯১

সঙ্গীত-বাউলের সুর।

'দয়াময় নাম কে ধরে' এই সুর।
মনের আনন্দেতে নৃত্য কর সংসারে, মানস প্রতিমা ধরে।
মনে কালী দিয়ে কল্লে প্রচার নাম সুধা ঘরে ঘরে ॥
যাদের আছে মনের মানুষ, তাদের নাই ভাবেতে দোষ,
কলুষ রাজ্যেতে তারা আছে অকাতরে;
তুমি মান সম্ভ্রম অপমানে আছ সদা মনে করে ॥
কি কাজ আর ভাবিয়া বল, কুলের কার্য্যে দুকূল গেল,
অকুলে কূল ছেড়ে দিয়ে, রাখরে তারে;
যার কুলের গৌরব সর্ব্ব বিভর, কৈবল্য বিরাজ করে ॥ ৩৮ ॥

সঙ্গীত ('হরি নাম ব্রহ্ম নাম' এই সুর)।

কে পারে জানিতে তোমার স্বরূপ ভাব।
তুমি মায়াময়, লীলাময় কর্ম্মময়, আশ্চর্য্য স্বভাব।
বর্ণময়, বর্ণসুধা, সবর্ণ অবর্ণ সদা, আছে পূর্ণ বর্ণ হৃদে বাঁধা,
যে জন নাম সাগরে ডুবে রতন করেছে লাভ ॥ ৩৮ ক ॥

১১ই কার্ত্তিক রবিবার ১২৯১

সরফরদা-যৎ।

সিদ্ধির ভাব প্রেম যোগে আসিল আজ হৃদয় মনে।
কান্তি পুষ্টি সাধ্য সাধন কররে মানব জীবনে ॥
জন্ম অন্ধতা ঘুচিল, হইল মনে আশা, বিপাক বিষয় রাজ গেল ছারখার হয়ে,
রাত্রি দিন মজিল মন প্রেম নিকেতনে ॥
মহাসাগর উথলিল, আইল অনিল মিলিল জলে,
প্রেম রাজ্য শুদ্ধ করি, করিল পরম কার্য্য, মিলন সুখে আনিয়ে যতনে ॥
কার ভাগ্যে কি আছে, কে আছে এমন জানিবে আগে,
সকল রসপূর্ণ ভান্ডার সম্মুখে, তথাপি চাহে না মন রসাল সুখের কারণে ॥
বিলম্ব করিওনা আর, শেষ কর সত্বর হয়ে,
বসন বিবসন মানিব না তোমার রাজ্যে,
উদার সংসার তব কর প্রকাশ এইক্ষণে ॥ ৩৯ ॥

১২ই কার্ত্তিক সোমবার ১২৯১

খাম্বাজ-ঠুংরী।

এস যাই আমরা ভবের বাজারে,
কিনিতে পারি হে যদি ভবের সম্বল উপায় করে।
উপায়ের ধন চিন্তামণি, নাই হে জগতে ধনী,
বিনা কারণ কারিণী, কে দিবে সুখ হৃদয় ভরে ॥
বিদায় লহ সংসারক্ষেত্রে, নাই কিছু লাভ আর তাহাতে,
কে পারে করিতে কর্ম্ম সূতে, রহিত এই সংসারে।
দেখ চক্ষু উন্মিলিয়া, দয়াময় রূপ প্রকাশিয়া,
দিল মূল্যবান করিয়া তুচ্ছ বস্তু ঘরে ঘরে ॥
মন যদি কর খাঁটী, পাবে বস্তু পরিপাটী,
আপন বাঁটে আছে যেটি, তুচ্ছ বাঁট নয় রাজকুমারে ॥ ৪০ ॥

১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১২৯১

খাম্বাজ-ঠুংরী।

দেওহে দয়াময় তোমার চরণ,
কি আছে আর এ সংসারে করিতে পারে অরি দমন।
আমি মহাসুখের আশায়, তোমাকে ভুলিয়া সদাই,
বিপদ লাভে ছিলাম দুর্দ্দশায়,
এখন বুঝিয়া মর্ম্ম সকল কর্ম্ম ছাড়ি লইলাম শরণ।
তোমার চরণ সুধা মাখা,
মনের সাধে পাব দেখা তুমি, সুহৃৎ তুমি সখা,
খুলে যন্ত্রণার গৃহ, কার্য্য দেহ,
হউক পূর্ণ মনের সাধন ॥ ৪১ ॥

১৪ই কার্ত্তিক, বুধবার ১২৯১

প্রসাদী-সুর।

স্থান আছে কি পৃথক পৃথক
মনের সাধন যথা তথা এক স্থান জগতের সাধক।
যে স্থানে যে কার্য্য তাহা, সর্ব্বস্থানে আছে ব্যাপক;
তুমি মনে কর যাহা কিছু সকলই হৃদয়ের গ্রাহক ॥
পূর্ণ কান্তি অপূর্ণ ভাব, কেহ কারও নহে বাধক,
আছে সহজ ভাবে সর্ব্ব যোগে সকল বস্তু একের যোজক।
গৃহবন বন গৃহ, স্বর্ণ রৌপ্য সকলই এক,
আছে আকাশ বায়ু সকল স্থানে, অগ্নি ক্ষিতি সলিলাত্মক।
ভাঙ্গা গড়া একই কথা, বৃথা চিন্তে জগতের লোক,
এল দয়াময়ের নামে সকল দেখরে ভাবিয়ে সাধক ॥ ৪২ ॥

১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার ১২৯১

প্রসাদী-সুর।

বিপদ সম্পদ আমার হৃদয়,
আমি জন্ম জরা মৃত্যু দিয়া হরণ করিতেছি বিষয় ॥
বিবাদ সুবাদ সকল মিছা, কেবল সাধ্য সাধনময়,
নিদয় সদয় উভয় ভাবে, করি আমি নামের বিজয় ॥
আমার কাছে সবে, জগতে কেউত ভিন্ন নয়,
সুধার লোভে অলি বেড়ায় সকল পুষ্প এক মধুময় ॥
হৃদয়ধামে রাজ্য আমার ভোগ কররে হয়ে নির্ভয়,
অভয় দান করি আমি দিয়ে প্রেম অমৃত চয়।
কে আর আছে এ সংসারে করে প্রেমচন্দ্র উদয়,
সকল আমার হৃদয়ের ধন দুঃখ সুখে এক পরিচয় ॥ ৪৩ ॥

১৭ই কার্ত্তিক, শনিবার ১২৯১

টোড়ি-ঠুংরি।

কি অপরূপ সাধনের মধ্যে বসেছরে মন আমার।
তুমি ঘরের বন্ধন ছুটিল বলে ভাবিতেছরে বারম্বার।
মানসেতে করি নির্ভর, দেখিতেছি সদা অমর,
গরল সুধা একাধারে, করে কেলী অনিবার ॥
তুমি যদি হও কর্ম্মঠ, হইবে না কিঞ্চিৎ কষ্ট,
এদিগ ওদিগ সকলই পুষ্ট নাই তোমার আপন যোগাড়।
মনে নাই সিদ্ধ কার্য্য এইত অধীনতার রাজ্য,
মা ব'লে কান্দিছে শিশু মাতার কোলে থাকি তাহার।
দয়াময় নামে আজ, পূর্ণ হবে সর্ব্ব কাজ,
জানিতেছি এ সংবাদ প্রকাশ কর এইবার ॥ ৪৪ ॥

১৮ই কার্ত্তিক, রবিবার ১২৯১

আলাইয়া-আড়া।

তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সাধন সিদ্ধ কর যবে।
মনের শান্তি সুখ ভাব আন হৃদয়েতে এবে ॥
কি আশ্চর্য্য তোমার রাজ্য, কেহ জানিলনা কার্য্য,
সকলে করে সাধন আপন আপন অনুভবে।
কত ধর্ম্ম প্রচারিলে, কে জানিবে সে কৌশলে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন হলে ইচ্ছা তব এক হবে।
একত্ব নামের মধ্যে, সে নাম আনিলে সাধ্যে,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় পূর্ণ কর সর্ব্ব ভাবে ॥ ৪৫ ॥

১৯শে কার্ত্তিক, সোমবার ১২৯১

বাগেশ্রী-ঝাঁপ।

বয়সেতে রোগ হলে যায় না বলে সর্ব্বজন;
মান অপমান লোকবাদ অতি অল্প করে সংশোধন।
যদি বল কৃপা তব হে দয়াল প্রভু হরি,
পারে করিতে সবল সাধন মানস প্রতিমা ধরি,
তবে আজ তোমার কাছে চাইহে মনের মত করি,
দেওহে অধর ধরা বিনাশ কর দুরাচার রিপুগণ ॥
কি কাজে বলিব আজ তোমার কৃপার ভাব
মনের সাধনে কিছু পাই নাই আমি লাভ,
হরি হরি তব দর্শন শ্রবণ সুখে রব
বেলাবেলী চলিয়া যাইতে পথ দেওহে এখন ॥ ৪৬ ॥

২০শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার ১২৯১

আসোয়ারী-ঝাঁপ।

দয়াময় রাজ্য কর কার্য্য সফল
আজ তোমার নামের ধ্বনি হবে বিশ্বের সুমঙ্গল।
তুমি যদি কর কৃপা, অসাবধানে পরেনা পা
কেন হৃদয় রাজ্য মধ্যে হয় সন্দেহ মন বিকল্
বিকলতা দূর কর সিদ্ধ কার্য্য বিবাদ হর
মনমসী শেষ যোগে হৃদয়ে দেহ বিমল ॥
অপরাধ ক্ষমা কর, বলিলে নাই উপকার,
সকল কার্য্য তুমি কর, আমি যে কথায় কেবল।
তোমার কার্য্য আছে ভোগে, যত শোক দুঃখ যোগে,
সুখের সঙ্গে এক যোগে কর আজ পূর্ণ সকল ॥ ৪৭ ॥

২১শে কার্ত্তিক, বুধবার ১২৯১

বেলাওন-যৎ।

দয়াময় প্রেম কর কুশলেতে আজ,
তোমার কার্য্য সফল হল মনের গেল লাজ ॥
হিংসা দ্বেষ কর্ম্ম যোগে, আছে মানুষের ভোগে,
বিলক্ষণ বিষয় যোগে, তব কর্ম্ম কাজ ॥
কে আনিল মধুর নাম, সকলের পূণ্যধ্যাম,
রূপ রস যোগে কাম অকামে মিশিল আজ ॥
এখন হল শুভাদৃষ্ট, হৃদয় হল পুষ্ট,
নামের রাজ্য আসি হৃষ্ট হল লোক ভুবন মাঝ ॥ ৪৮ ॥

২২শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার ১২৯১

বাহার-যৎ।

অনুরাগ পূর্ণ হলে, যাবে সকল দুর্দ্দশা,
কোথা আছে মনের রাজ্য অনুরাগে বিনা ॥
বিদায় নাই সংসারেতে, কর্ম্ম যোগে লিপ্ত তাতে,
মিশিল জগৎ বিলাসে দেখ সাধু বিচারিয়া বিলাস বাসনা অতি,
চমৎকার বিষয় রতি, সাঙ্গ হলে হয় কৃতি, যারা করে লয় ভাবনা ॥
আমি তোমায় বলি শুন, হওনা কেন আপন,
সঙ্গোপন সাধনেতে তোমার নাই কুদশা।
তুমি আমি সকল করি, কিন্তু কর্ত্তা আছে ধরি,
বুঝিতে ত নাহি পারি কর কৌশল সাধনা ॥ মানিলাম তুমি পটু,
কিন্তু কিছু আছে কটু তোমার মনের মধ্যে সন্তাপে পুড়িল হিয়া।
এই জন্য বলি শুন, কর নাম যোগ সাধন আর কি আছে যোগ বিনা,
দেহরাজ্য মধ্যে সদা। কেন আর বিলম্ব কর, হত বুদ্ধি তুমি নর,
বিষয় সোপান তব গেল বিনা নাম জপনা ॥ ৪৯ ॥

২৪শে কার্ত্তিক, শনিবার ১২৯১

রাগিণী ভৈরবী-তাল মধ্যমান।

দয়াময় হৃদয় মধ্যে তোমার প্রেম আন একবার ভাল করে।
তুমি নামের মাধুরী আনিলে কত প্রকারে।
কে তোমার মরম জানে কে তোমায় আপন গণে
কে তোমায় সাধ্য সাধনে পাবে বল আপন জোরে।
তুমি না করিলে কাজ, যাইবে না কাল ব্যাজ,
মানুষের মনের লাজ সকল মঙ্গল হবে।
পূর্ণ সাধন এক নামে, হয় নাই বটে এজনমে,
কিন্তু দেখ জগৎ ক্রমে জানিতেছে আপনারে।
এখন পূর্ণ কর দশা, ঘচাও হে সকল নিরাশা,
সঙ্কল্পিত কার্য্যের আশা, ভালবাসায় আন সত্বরে ॥ ৫০ ॥

২৫শে কার্ত্তিক, ১২৯১
রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল যৎ।

তুমি যদি হের মনে হয় না আর,
কোন ভাব চির জীবনে আমার।
গলিত সংসার অস্থায়ী অসার কোন রূপে পার কর দণ্ডধর।
বিপরীত কাজ, ওহে মহারাজ, ঘুচাইয়া আজ, করিব বিহার;
এইত বাসনা, চরণ সাধনা, মনত মানে না, বিধান কর তার।
বিলাসেতে লয়, শুদ্ধ কর্ম্মচয় তোমার সকল ভাব আমি
তোমাতে সঁপিয়ে সংসার শূন্য হয়ে গলাতে পরিব প্রেমহার ॥ ৫১ ॥

২৭শে কার্ত্তিক, ১২৯১
রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল যৎ।

শান্তি রসাস্পদ দয়াল প্রভু হরি তুমি হে।
সদানন্দ সিদ্ধ যোগে করি তোমাতে ভকতি হে।
কে বুঝিবে তোমার মর্ম্ম, তুমি সব ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কর্ম্ম যোগে আছ সদা হৃদয় মন্দিরে হে।
বিদায় কর অন্যরূপ,
এক মাত্র তব রূপ হউক সদা মনের মধ্যে এক চন্দ্রোদয় হে।
দেহরাজ্য শূণ্যময়, তোমা বিনা দয়াময়,
কিসের জন্য করি এত বাখান আপনারে হে।
সকল নামে এক নাম, নাম রূপ তব ধাম,
আমি আছি তোমার মধ্যে তুমি প্রাণ আমার হে।
ভয় ভীতি প্রেম প্রীতি, তুমি সকলের ভিত্তি
নাই আর কিছু রাখ মনে সদা সর্ব্বদাই হে ॥ ৫২ ॥

২৮শে কার্ত্তিক, ১২৯১
রাগিণী সিন্ধু কাফি-তাল ঝাঁপ।

বিলাসে আছিহে আমি তব প্রেম প্রলোভনে।
তুমি ভরসা আমার চক্ষু মন তব ধ্যানে।
কে তোমারে পারে ধরিতে ত্রিভুবন মাঝে,
আমি পরাধীন অতি পারিব কেমনে।
বিষয় লালসা অতি সুন্দর গঠন মনে,
কি লাগিয়া করি আমি রিপুর ছলনে;
কিন্তু তব আশা দান সতত আছে হৃদয়ে,
সকল কুশল কার্য্যে অকুশল নাই ভুবনে ॥ ৫৩ ॥

২৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার ১২৯১
রাগিণী টোরি-তাল ঠুংরি।

দয়াময় হৃদয় বিলাসী কর অরি নিপাতন।
তুমি রাজ্য সম্পদ কার্য্যকরী সম্বল মনন।
বিদায় আছে কার কাছে তুমি ধর নেও এখন,
সংসার বিবাদী হয়ে সন্তাপে রেখেছে জীবন।
বিলক্ষণ মনে আছে তোমার মধুর ধন,
পথের কন্টক সদা করিছে বাঁধা গমন।
দয়াময় নাম দেহ হৃদয় মনের সম্ভাষণ,
জীবনে দিওনা জ্বালা কর সাগর বন্ধন ॥ ৫৪ ॥

৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার ১২৯১
রাগিণী সারঙ্গ-তাল ঝাঁপ।

অবারিত দ্বার তব হৃদয় বিহারি হরি তুমি।
মা তোমার রূপের কথা চমৎকার মনে গণি।
তুমি সব্যে তুমি জননে, তুমি, মরণে তুমি বিমানে,
সতত লাঞ্ছনা তোমারই কারণে,
স্বর্গ ভোগ সদা তোমারই তারিণী।
মা তোমার হরি হর নাম, দয়াময় নামে আনিলে কাম,
বাম হইওনা দেওগো আরাম,
বিরাম নাই তোমার তুমি হৃদয় স্বামী।
কে জানে তোমার কাজ আমি দীনহীন জগতের মাঝ,
মনের সাধন পুরাও মাগো আজ কলঙ্ক ঘুচাও
করে তব অনুগামী ॥ ৫৫ ॥

১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার ১২৯১
রাগিণী বিভাস-তাল আড়া।

সিদ্ধ যোগ দাও আমারে মাগো তুমি।
অনুরোধে আর ছাড়িব না তোমায় আমি।
বিল্বদাম জবা ফুলে তোমার পদ সেবা করে,
কেহ বা প্রেম সাগরে সন্তোষেতে তোমাকে হৃদয় ধরে,
আমি সকল দুঃখ সুখের ছায়া দিয়া সেবা করি জননী।
লহ মা আমার সকল সম্পদ বিপদ শুদ্ধ ভাবে
কে জানে আর তোমা ছাড়া আছে কিছু এই ভবে,
তুমি সকল আপদ বিপদ শান্তি তুমি নিষ্কামী সকামী ॥ ৫৬ ॥

২রা অগ্রহায়ণ, রবিবার ১২৯১
(মনের আশা হইবে পূরণ সুর)

মনের আশা করহে পূরণ,
দুঃখ সুখ সকল তোমার কে জানে তার বিবরণ।
তুমি রাধা তুমি হরি, দয়াময় নাম ধরি,
করিলে সকল কার্য্য বিষয় সাধন।
আমি অতি দীনহীন, জীবন বিহীন মীন,
সর্ব্বদা কম্পিত সে যে জলের কারণ।
মর্ম্ম তব এই ভবে, আমায় জানিতে দেও ওগো শিবে,
নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি হাহাকার নাই চিরজীবন।
ব্যাকুলতা কর্ম্ম নাশা, তোমাতে আমার সুদশা,
কিসে হবে না করিলে তুমি তাহার সুশাসন।
উপায় কর দয়াময়ী, তোমার নাম দয়াময় দিগ্বিজয়ী,
দেও গো কর্ণে হৃদয় মাঝে করিব জপ আজীবন। ৫৭ ॥

৯ই অগ্রহায়ণ, রবিবার ১২৯১
(দয়াময় নাম শান্তি সুধা, এই সুর)

দয়াময় নাম সাগর সমান আইল,
পরিত্রাণ দিতে সংসারে দিতে সংসারে, দিতে সংসারে।
বিষয় বাসনা হল জীবনে সার, কি কাজে আছরে বিনা গুণ কীর্ত্তন তাঁর।
মানস প্রতিমা যার হৃদয়ের মাঝে, সম্বল বিহীন কার্য্য তারে নাহি সাজে।
সে আছে তার ভাবে বুঝিবে কে আর, মনে সুখ নাই আছে কর্ম্ম শূন্য যার।
আদি দেব নারায়ণ হতে যত নাম, মিশিল দয়াময় নামে দিয়ে পূর্ণ কাম,
এই নাম সাধ সবে হবে প্রেমোদয়, বিলাস বিষয় কার্য্য সঙ্গে নাহি রবে।
ইহকাল পরকাল এক সঙ্গে আছে, জীবন সাধন আছে উভয় কাল মাঝে।
নামে মুক্তি নামে জীবন নামে সকল পাবে,
উদার প্রেম শিক্ষা কর সকল দুঃখ যাবে ॥ ৫৮ ॥

(রাগিণী বিভাস-তাল যৎ)

মনের অনুরাগে বল হরি দয়াময় নাম,
মানসিক কার্য্য কর নিরানন্দ কর্ম্ম ধাম।
বিকার বিষয় লীলা, কররে আজ অবহেলা,
বাসনা নাই সাধন বিনা কলা কাষ্টা বিষয় কাম ॥
বিদায় হয়ে সকল কর্ম্মে, দেহ মন মোক্ষ ধর্ম্মে,
সিদ্ধ যোগে পাবে মর্ম্মে, জন্ম শোধ হবে আরাম ॥ ৫৯ ॥

১০ই অগ্রহায়ণ, সোমবার ১২৯১

(রাগিণী গাড়া ভৈরবী-তাল যৎ)

রাত্রি দিবা তোমার হাতে,আমি আছি ছায়াপথে।
তোমার সাধনা আমি করিনা আপনা হ'তে।
অনুরোধ নাই কিছু তুমি ছাড়া আমাদের,
তথাপি মনের মসী করে রাজ্য সকলের হৃদয় ধামে,
বেগবতী নদী যেন গমন করে,
দিয়ে ফাঁকি কুমন্ত্রণা নিস্তেজ করে কলুষেতে।
কে করিবে তোমার রাজ্য যদি দয়া না হয় তব,
বিকারে লাঞ্ছনা দিয়ে লইল বিষয় সব,
গেল গেল বিচ্ছেদ সাগরে তরী আর ত ফিরে আইল না মানসেতে।
কি না জানি তোমার ইচ্ছা আছে দয়াল এইবার,
গুছাইয়া কাজে ভঙ্গ দিবে কি তুমি আমার,
না না এমন কথা ভাবিব না মনে
কল্মষ হারিণী মাতা তুমি মাত্র জগতে।
কে আর আছে শান্তি দিবে অশান্তির রাজ্যে,
পড়েছে মানুষ ধরা বিষয়ের কার্য্যে,
দয়াময় তোমার ভাবে না থাকিয়া
আমি পাইব কি কাজ আর বল অন্য প্রেমেতে ॥ ৬০ ॥

১১ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার ১২৯১

রাগিণী বিভাস-চৌতাল

রাজ রাজ্যেশ্বর তুমি হরি,
দয়াময় নামে অবতীর্ণ জীবনতরী।
কে তোমাকে ভাল বাসিতে পারে,
যদি তুমি না থাক তাহার হৃদয় কন্দরে।
মনে হরি ভক্তি, বিষয়াসক্তি কেন আর রাখিব তোমায় ছাড়ি।
তুমি রাজগণ পিতামাতা শাসনে রাখ রাজ্য কার্য্য যোগে বিমানে,
মর্ত্ত্যলোকে বসি, আন সুখের হাসি,
নাম দয়াময় বলিয়ে দিব পারি ॥ ৬১॥

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার ১২৯১

রাগিণী বিভাস-তাল আড়া।

আজ কেন তোমার নামে হল জয়ধ্বনি।
তুমি সকল কুশল জগৎ বুঝিল এখনি।
রাজ চক্রবর্তী যারা, ভক্তিতে দাস হল তারা,
ভক্তগণ সঙ্গে মাস পক্ষ ঋতু কাল,
সকলই নাশে জঞ্জাল,
যখনে তব বিশাল চক্ষু দেখে হৃদয় মণি।
কারে চাই আর আমরা, তোমা ভিন্ন নয়ন তারা,
সতত যে দৃষ্টি হারা দেখালে আজ রত্ন খনি ॥ ৬২ ॥

১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১২৯১

রাগিণী কাফি-তাল ঠুংরি।

আমি তুমি এক কথা হৃদয়ের সাক্ষী,
কি কর্ম্ম করিলে আজ বলরে মন পাখী।
কারে ধরিলে জঞ্জালে, কারে ডাকিবে কৌতুহলে,
কেবা পিপাসা জলে নিবারিবে করবে সুখী।
কে তোমারে ভালবাসে, আমি তুমি একরসে,
বিগলিত ভাবে বসে, দেখ ভাবেতে মন রাখি।
পুরিষ জঘন্য যত, নহে তারা পরিত্যক্ত,
তোমার মধ্যে অবিরত মায়াযোগে আছে দেখি।
দয়াময় নাম সার, রৌদ্র বৃষ্টি করবেনা আর,
বিপদ লাঞ্ছনা তোমার, যদি তোমার কোলে আমি থাকি।
কে জানিবে এই মর্ম্ম, মকরন্দ শুদ্ধ কর্ম্ম,
বিনা জগৎ প্রেম ধর্ম্ম, বর্ম্ম চর্ম্ম করিবে কি ॥ ৬৩ ॥

১৪ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১২৯১

রাগিণী জয় জয়ন্তী-তাল ঝাঁপ।

কে কোথায় আছরে ভাই এস দয়াময় নাম লয়ে।
আজ তোদের শান্তির দিন আসিল অটল হয়ে।
বিষয় সাধন এতদিন করিলে, কি উপকার আজ বল তাহাতে পাইলে,
যদি না চাও উপকার, শান্তিতে কার্য্য কি আর,
বিষয়ে মজিয়া থাক আঁধারে পরিয়ে।
অন্ধকার ঘুচিয়ে যাইবে আর কবে,
এই মনে কর সদা দেখি তোমরা সবে,
অবিষয়ে আছে আলোক, নাই তথা রোগ শোক
আগু হয়ে দেখ বিষয় দয়াময়ের পদদ্বয়ে ॥ ৬৪ ॥

১৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার ১২৯১

রাগিণী ঝিঝিট-তাল একতালা।

বিহরে তোমার হৃদয়ে রতন করুণাময় সেবিত,
বিমান যোগে করম ধরম সাধন সিদ্ধ সুপথ।
করুণার নিধি কমল যোগে, আছে ফুলহার বিষয় ভোগে,
বিহীন সাধনে বিকর্ণ জীবনে, মনে মলিনতা জাগ্রত।
বন গৃহ কর পাইবে তাহার,
বিহার সতত সকল সার,
দয়াময় নাম কররে ব্যায়াম এ সাধন পরম ব্রত।
কর পরিহার জন্ম মৃত্যু আর,
দেহ সংস্কার সকল তোমার,
রূপরস যোগে কররে সরগে মানস প্রতিমা আয়ত্ত ॥ ৬৫ ॥

১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার ১২৯১

রাগিণী আদ্ধা-তাল ঠুংরি।

দয়াময় বল হরিনামে চল ভাই।
বিষয় সঙ্গতি তোমাদের আর কিছু সঙ্গে নাই।
মানসিক কার্য্য হত সকলই হইল হত,
আজ বল দয়াময় কোথায় শান্তি পাই।
কে জানে এমন কথা সাধ্য হয়ে গেল বৃথা,
কৃপণের ধন যথা মনে আছে কর্ম্মে নাই।
মাগো কান্তি পুষ্ট কর, পিতা জ্ঞান যোগ দড়,
আন মনে এইবার, আর কে আছে কোথা যাই ॥ ৬৬ ॥

২২শে অগ্রহায়ণ, শনিবার ১২৯১
রাগিণী আলাইয়া-তাল তেওট।

বিষয় সাধন আজ আসিল আমার মনে,
শরণ মনন এ জীবনে, আছে কি আর তোমা বিনে।
হরি হে অবতীর্ণ দয়াময়,
তুমি এই মন্দিরে আছ হয়ে শোভাময়,
দেখুক জগৎ মনের কালী করি বিনিময়,
তোমার অতুল্য শুভ্র জ্যোতি সনে।
কে কোথায় কি ভাবে আছরে আজ
দেখ এসে শীঘ্র মন্দিরের মাঝ,
কে বসিয়া আছে শুভ্র কান্তি করি সাজ,
দেহ রাজ্য আলোকিত দর্শণে ॥ ৬৭ ॥

২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার ১২৯১
(তুমি হে ভরসা) এই সুর।

আজ আমরা যাব কোথা তোমা বিনা হে দয়াময়।
মনেতে অশান্তি সদা বিষয় কাম নিরাশাময়।
তুমি যদি কর কার্য্য, তবে হয়না অধৈর্য্য,
সেবক বৎসল কে আর তুমি ছাড়া উল্লাস করে হৃদয়।
অমিত তেজ তব অকপট মন প্রেমময়,
মনের আনন্দ পূর্ণানন্দ অমৃত ধারা বয়,
হৃদয় রঞ্জন তুমি, করহে সেবা তোমার আপনি আপন কাজে
আছহে সদয় নিদয় ॥ ৬৮ ॥

২৪শে অগ্রহায়ণ, সোমবার ১২৯১
রাগিণী বেহাগ-তাল আড়া।

হৃদয় রাজ্যে কর কৃপা পরমার্থ তত্ত্ব দিয়া,
কে জানে তোমার লীলা মাধুরী পরম ক্রীয়া।
যে জানে তোমারে, সেবে সতত অন্তরে,
রাখে সে যে প্রেম ভরে, অন্তরেতে গাঁথিয়া ॥
পারে না কেহ রাখিতে, তোমার অনিচ্ছাতে,
তব ছবি হৃদয়েতে মাতৃরূপে কর দয়া ॥ ৬৯ ॥

২৬শে অগ্রহায়ণ, বুধবার ১২৯১
রাগিণী বাহার-তাল ধ্রুপদ।

রাজ্য মধ্যে চমৎকার প্রভু তোমার কাজ,
জীবন আশা সফল কর আজ।
বৃথা ভ্রমি মান অপমান বিচারিয়া,
কেন হে সন্তাপ সুখ আছে আমাকে ধরিয়া,
যার সুখ তার হউক, মনের শানি আসিয়া
করুক তোমার নাম হৃদয়ে বিরাজ।
রাজ চক্রবর্তী তুমি আজ সংসারে বিদায় কর
তোমার রাজ্যে অমিতাচারে,
যবনিকা পতন হউক এখন নিদয় সাগরে
রৌদ্র বৃষ্টি মনের আনন্দ করুক জগৎ মাঝ ॥ ৭০ ॥

২৭শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার ১২৯১
(মনের আশা হইবে পূরণ, এই সুর)

তোমার মত কে আছে আমার।
যদি দাওগো শিবে সম্পদ সুখ হবে জীবন সংস্কার।
বিদায় কর আপদ যত, তোমার সাধনের পথ,
রুদ্ধ করে আছে কত ভাবেতে কত প্রকার।
সিদ্ধ কার্য্য উপস্থিত কর আছে পূরণ ব্রত,
তোমার কার্য্যে তুমি রত ভাল করে হও এবার।
কে তোমারে ভালবাসে, মন সাধ পূরণ আশে,
আজীবন আছে ত্রাসে ভালবাসা পূর্ণ তোমার ॥ ৭১ ॥

২৮শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ১২৯১
খট্-একতালা

কে জানে তোমার, কি আছে ব্যাভার,
হইল যে ভার জীবন আমার,
কুমার বয়সে রৌদ্র বৃষ্টি পশে হৃদয় করিল সতত বাস।
বাসনা মনেতে, করগো দেহেতে,
তোমার কার্য্যেতে এজন্ম শোধিতে,
বিষয় চিন্তাতে অবিকল ব্রতে
শরদ শশীর কিরণ আরাম ॥ ৭২ ॥

২৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার ১২৯১
রাগিণী বসন্ত বাহার-রূপক।

দয়াময় হরি অবতীর্ণ ধরাধামে বিমানেতে কার্য্য শেষ করি,
মহাযোগ উপস্থিত হইল দিবা শর্ব্বরী।
দলে দলে আসিল প্রজা, উঠিল মঙ্গল ধ্বজা,
কে জানে জগতের রাজা দয়াময় হল দয়া করি।
বিলাস বিষয় লীলা, করিল প্রমোদ খেলা
মানিল না বাধা কলা প্রেমময়ে ধরি ॥ ৭৩ ॥

১লা পৌষ, সোমবার ১২৯১
রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি।

বিকশিত পদ্ম মধ্যে আছে তব মুখ
প্রেমের সহিত করে দোলন সমুদ্রে, দেশ বিদেশ নাহি সুখ।
হৃদয় মনের তুমি হওহে আধার, প্রকাশিত তব পদে রুদ্র,
কোমলতা সহিষ্ণুতা, দেখিতে দেখিতে হল তব পদ বিমল আলোক।
মকারাদি পঞ্চবর্ণ, করিব কি আদরণ, মাদৃ বসু দয়াময় নাম,
যা দেখিব তা দেখিতে আছে মন বিষয়েতে,
তুল্য পদ সাধনে সাধক।
আর কিছু চাহিনা, রজ্জুতে অহি দেখি না,
কেবল তব হিতাহিত বিষয়, করণ কারণ তুমি
তোমায় মানিব কি আমি কেবল মাত্র হৃদয় সম্মুখ ॥ ৭৪ ॥

২রা পৌষ, মঙ্গলবার ১২৯১
রাগিণী সুরটমল্লার-তাল যৎ।

দয়াময় প্রেমে পূণ্যে তোমার শয্যা অতি চমৎকার।
পাপ তাপ রোগ শোক হয়ে গেল অবিকার।
এ জীবনে রাখ ধ্যান, তোমার পদেতে সন্ধান
হৃদয় বাণ বরষণ আত্ম ভাব শুদ্ধাচার।
অধীনতা নাই আমার, তোমার জন্য কেবল তার,
সেবা করি অনিবার স্বাধীনতা পদে তোমার।
মা তুমি রাজ্যেশ্বরী, পিতা তুমি বিশ্বোদরী,
সেবক বৎসল হরি দয়াময় নাম স্থিতি সার।
মেষ পাল তুমি রাখাল, গোবর্দ্ধন গিরি গোপাল,
সোম সূর্য্য গ্রহ তারা কেতু দ্যুলোক ভূলোক আর।
কে জানে তোমার মহিমা, রাজ রাজ্য কর অসীমা,
মায়া রূপে সুখ ধাম, মা আমার সকল আধার ॥ ৭৫ ॥

৩রা পৌষ, বুধবার ১২৯১
রাগিণী নায়কী-তাল যৎ।

আমি অকিঞ্চন দীন হীন তোমার দ্বারে বসিলাম।
তুমি হরষিত কর বা ক্ষুব্ধ চিত্ত দেও, তোমার ইচ্ছা আমার পূর্ণ কাম।
মানসেতে রাজ্য ছিল এসময়, সকল তোমার হইল উদয়,
প্রকাশিল রাজ্যে জগতময় শমন ভবন হইল বিরাম।
আরাম নাই যত কুশল কার্য্য, সকলই তোমার প্রেমেতে ধার্য্য,
সূয্যাগ্নি সদৃশ বিমান রাজ্য, আলোকিল আজ মধুময় রাম।
করহে দয়াময় হৃদয় শোধন, আজীবন থাকি তোমাতে মগন,
বন্ধুর পর্ব্বত হইবে মসৃণ, এক যোগে আছে শান্তির নাম ॥ ৭৬ ॥

৪ঠা পৌষ, বৃহস্পতিবার ১২৯১
রাগিণী সুরটমল্লার-তাল একতালা।

আজ কর তোমার পদে আশা সমর্পণ,
জীবনের সাধ্য কার্য্য এইমাত্র হল এখন।
মা তোমার হৃদয়ে আছেন, প্রেম পূর্ণ্য শক্তি যোগান,
তুমি আমি সকল সমান এক যোগে কাল নিবারণ।
পিতাগো তুমি আশাদানে,
করিতেছে হর্ষ মনে বিদায় নাই তব সদনে,
প্রার্থনা আজ কর পূরণ ॥ ৭৭ ॥

৬ই পৌষ, শনিবার ১২৯১
রাগিণী আলাইয়া-তাল আড়া।

তোমার সাধন করে নব নারীগণ,
কে বুঝে তাহার মর্ম্ম কর্ম্ম কান্ড বিলক্ষণ।
যে না জানে তোমার পদ, সতত ভাবে বিপদ,
রুদ্ধ হয় কর্ম্ম পদ সম্পদ সাধন।
বিমানে উঠিয়া পাখী, চারিদিকেতে নিরখি,
দেখে কাহাকে একাকী, কেবল তোমারই বদন।
মানসেতে প্রতিবিম্ব চিনির লোভে খায় নিম্ব,
চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাডিম্ব, শম্ভুর অর্চ্চন।
তোমার কৃপা মোক্ষধাম, সর্ব্ব নর সিদ্ধ কাম,
সে কৃপা বিনা আরাম কে পাবে আর এ ভুবন ॥ ৭৮ ॥

৯ই পৌষ, মঙ্গলবার ১২৯১
রাগিণী টোরি-তাল আড়া।

আজ আমার মনে হলো তোমার কথা সমভাবে
কে জানে মানুষ লীলা থাকবে চিরদিন ভবে।
সময়ের নাহি সাধন কেমনে জানিবে কারণ,
জীবনের উদ্দেশে গমন, মনন সিদ্ধ কর এবে।
কোথা আর থাকিব আমরা, তোমা ছাড়া কর্ম্মহারা।
মাতৃ কার্য্য পূর্ণ করা, মনুষ্যত্ব সর্ব্ব ভাবে।
যদি চাও দয়াময়, তোমার সাধন পূর্ণ জয়,
হবে ভবেতে অক্ষয়, লীলাময় কর যবে ॥ ৭৯ ॥

১০ই পৌষ, বুধবার ১২৯১
গাড়া ভৈরবী

তুমি যদি আমার হয়ে থাক মন আমার।
সংসার যাতনা মনে করিব না আমি আর ॥ ৮০ ॥

১২ই পৌষ, শুক্রবার ১২৯১
রাগিণী ভৈরবী-তাল পোস্তা।

এসোগো জননী তুমি আমার হৃদয় কন্দরে;
তুমি হৃদয়ের সাক্ষী নির্ভর তোমার উপরে।
যদি তুমি কৃপা কর, থাকে না আর অসুসার,
বিষয় বাসনা হর, আমি তুমি একাকারে।
তুমি আমার আমি তোমার, বৃথা জগত আধার,
ঘুচাও মা মনের আঁধার, অবাধে হেরি তোমারে ॥
জীবনের জীবন তুমি, বৃথা কাজে ভ্রমি আমি,
বিকারের অনুগামী, প্রকাশ কর নির্ব্বিকারে ॥
দয়াময় নামে এবার খ্যাতি হইল তোমার,
দিয়েছ মা এ সমাচার আছিগো দাঁড়ায়ে দ্বারে ॥ ৮১ ॥

১৩ই পৌষ, শনিবার ১২৯১
রাগিণী সুরটমল্লার-তাল যৎ

কে পাবে জানিতে তারা তোমারে,
সাধনের সাধ্য যোগ দাওগো আমারে ॥
তুমি মা বরদেশ্বরী, রাখ বর দান করি,
কৃষ্ণ হরি না দয়াময় নামে যোগ করে।
জগতের প্রেমধন সাফল্যে কৈবল্যে জীবন,
মা রাখিব কি আমি জীবন কাতর ভাবে তোমায় ছেড়ে।
তোমার ধন হৃদয় মাঝে মধ্যবিন্দুতে বিরাজে,
বলগো কি কাজে আর থাকিব এ সংসারে।
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি ধাতা, পিতা পাতা তুমি মাতা,
রাখ মা এবার আমায় ঘোর সংসার সাগরে ॥ ৮২ ॥

১৪ই পৌষ, রবিবার ১২৯১
রাগিণী টোড়ি-তাল আড়া।

আজ আমরা করব প্রেম সমভাবে সর্ব্ব স্থানে।
তুমি আমি দেখে দেখে ভেদ আর করব না মনে।
প্রেমেতে সকলই আছে, প্রত্যেক স্থানে প্রেম আছে,
কেন আর ভাবিব মিছে, তোমার রাজ্য দ্বিধা জ্ঞানে।
কে বুঝিতে পারে তোমার, লীলা অতি চমৎকার,
অগ্নি জল মনের বিকার, ঐক্য জল স্থল শূন্যে।
দয়াময় অবতীর্ণ, হৃদয়ধাম আছে পূর্ণ,
তুমি ছাড়া নাই অন্য বিবাদ কেবল চক্ষু কর্ণে ॥ ৮৩ ॥

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার ১২৯১

আতকাপাড়া, চান্দুরা

রাগিণী গাড়া-তাল যৎ।

নিমন্ত্রণ এল এবার চল যাই সকলে মিলে;
মাতৃরূপে দয়াময়ী অন্ন দিবেন সকলে।
যদি পাই মাতার দেখা, শশীমুখী পূর্ণ রাকা
সকল দুঃখ যাবে দূরে, বসিয়ে মাতার কোলে।
প্রেমধন সুধা সিন্ধু, উথলিয়া দিবে বিন্দু,
হৃদয়ে উদিবে ইন্দু, পরিয়ে পাবে ফলে।
সেই যে পরম অন্ন, ক্ষুধাকে করিবে ক্ষীণ,
চিরজীবনের জন্য কান্দিবে না অভাব বলে ॥
দয়াময় রজ্জু যোগে, বান্ধিলেন সকল পৃথিবীকে,
জন্মযোগ মৃত্যু যোগে উড়িবেন প্রেমানলে ॥ ৮৪ ॥

১৭ই পৌষ, বুধবার ১২৯১

রাগিণী আশা-তাল ঠুংরি।

বিষয় সাগরে আজ পড়িল প্রেমের নদী
সাধনের মধ্যে এল মনের কার্য্য নিরবধি।
মশান শ্মশান আর, যত আছে চমৎকার,
ভয় ভীতি সর্ব্ব সার প্রেমের পরিধি।
মা যদি করগো দয়া, দয়াময়ী পদছায়া,
কাতরে দিয়ে অভয়া, এক কর প্রতিদ্বন্দ্বী।
বিষয় রসাল বৃক্ষে, আছি মা তোমার কক্ষে,
এখন সন্তানে লও বক্ষে, ঘুমাল তোমার গুণনিধি ॥ ৮৫ ॥

২২শে পৌষ, সোমবার ১২৯১

ভজ মন অধম তারণ-এই সুর।

ঝঙ্কারে মধুকর, পুষ্প সার লয়ে মুখেতে অনুক্ষণ।
তোমায় বলি শুন ওরে ওমন হিসাব করে চল এখন।
ওরে তোমার মতন, এমন কুজন, কে আছে আর এই ত্রিভুবন,
একবার সময সাধন পূর্ণ মনন বিকার যোগেতে বিলক্ষণ।
ওরে তুমি যদি আমার হৃদিপদ্মে থাক হয়ে চেতন,
ভয় শূন্য হয়, সদয় নিদয় এক হয়ে তাড়াবে শমন।
মানুষে আছে মানুষ, নাই কিছু দোষ শুনরে মন,
এই বিবরণ, আপন ভেবে, থাক ভবে, ঘর বাড়িতে কর শয়ন।
বল আর যাবে কোথা, যথা তথা পালক তুলে পাখীরে মন,
সর্ব্বস্বধন গুরুর চরণ আছে গৃহে মানিক রতন ॥ ৮৬ ॥

২৩শে পৌষ, মঙ্গলবার ১২৯১

রাগিণী সারঙ্গ-তাল যৎ।

একবার চল যাই পিতার নিকেতনে,
রাজ্য কার্য্য পিতার কাছে পাব আমরা বিনা যত্নে।
বিষয় কর্ম্ম যত আছে, বলিব আজ মাতার কাছে,
পূর্ণ করে উচ্ছাসে, দিবেন তিনি দয়াগুণে।
মাতার রাজ্য পিতার হাতে, সর্ব্বনাশী মানসেতে,
বিকার রাখি এই জগতে, করিয়াছে দুঃখী সন্তানে।
কৈগো মা এস এখন, নির্ব্বিবাদে পিতার সদন,
যেয়ে করব সাধ পূরণ তোমাদের উভয় মিলনে।
দয়াময় মানসেতে, রাজ্য কর উল্লাসেতে,
সেবকত্ব তোমা হতে শিখিবে আজ জগজ্জনে ॥ ৮৭ ॥

২৪শে পৌষ, বুধবার ১২৯১
রাগিণী আলেয়া-তাল যৎ।

তুমি আমার আমি তোমার এই কথা সার।
জীবনেতে কার্য্য আমার না হয় বিকার।
যদি রাজ্য কার্য্য কর, বিষয় বাসনা হর,
হৃদয় রাজ্যে পূর্ণ কান্তি মিশিল উভয় আধার।
কে আর তোমার মত, করিতে পারে সত্যব্রত,
নাই কিছু আর আমার মত, তোমার সঙ্গ করিবার।
এ জনমে নাই আমার, তোমা ছাড়া নির্ব্বিকার,
কিসে হবে সম্পদ আর হৃদয় রাজ্যে অধিকার।
বিদায় দেহ এখন তুমি, রাজ্য সুখের অনুগামী,
তোমায় নিয়া হব আমি রৌদ্র বৃষ্টি করবে কি আর ॥ ৮৮ ॥

২৮শে পৌষ, রবিবার ১২৯১
রাগিণী টোড়ি-তাল আড়া।

দয়াময় দয়া কর কাঙ্গাল জনে,
আমি আছি যে দাসত্বে তোমার, জানিতেছ সর্ব্বক্ষণে।
ভয়াবহ যত আছে তোমারই পুষ্টি করিছে,
কৃপানিধান কর বিধান, আর যেন যন্ত্রণা পাই না মনে।
বিষয় আছে সুধা মাখা, গরল আছে তাতে ঢাকা,
আমি একা হয় না দেখা,
তোমার সঙ্গে বসে মিষ্টি খাইব কেমনে।
দয়াময় নাম সাধনে, রাজ্য আছে কর দানে,
বিকার সাধন হয় যে আজীবন,
অবিকার কিসে যাবে নাই উপায় তোমা বিনে ॥ ৮৯ ॥

১লা মাঘ, মঙ্গলবার ১২৯১
রাগিণী খাম্বাজ-তাল একতালা।

আজ আমরা পূর্ণ ভাবে করিব তোমার অর্চ্চন,
মরণ রহিত হবে বিষয় তব চরণ।
বিষয় জালে মীন আজি, আকাশ ভূমি সাগর রাজি,
হল মুক্ত মনোরথ লইল তব শরণ।
যত কর তুমি কাজ, মনের মত জগৎমাঝ,
বিরাম হয় না চলিতেছে সদা তবু আমাদের কুণ্ঠিত মন।
বিশ্বাস সাগরে তব, কুম্ভিরাদি জন্তু সব ভীত করিল সকল নরে,
কিন্তু পুলকিত সাধক দয়াময় নাম হৃদয়ে করি ধারণ ॥ ৯০ ॥

২রা মাঘ, বুধবার ১২৯১
রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল একতালা।

মা তুমি অমর সাধিনী মৃত সঞ্জীবনী নামে,
আজ করগো বিষয়ে সাধ পূরণ সকল কামে।
বিষয় চকোর সদা, বিলাস চন্দ্রমা রাধা,
বিনোদ বিহার রাজ্য দিল আনি এজনমে,
করিতে শোধ আর নাই কিছু মানস প্রতিমা আছে ঘুমে।
প্রেমসিন্ধু মন্থনেতে, কালরাত্রি মানসেতে,
আছে বিষয় সত্য সিন্ধু হৃদয় ধামে,
বিজয় নিশান করে ধরি কে আর মাতাইবে দয়াময় নামে।
মাগো আজ মকরন্দ, দাও তব প্রেমানন্দ,
বৃন্দাবনে লীলারস করিল কেলী ভ্রমে,
জীবন সাধন মনের কৈতব দূর হয়ে যাবে চরমে ॥ ৯১ ॥

৩রা মাঘ, বৃহস্পতিবার ১২৯১

রাগিণী কলেঙরা-তাল একতালা।

দয়াময় রুদ্ররূপী তেজ তুমি আমি অধম সন্তান,
দেওহে পদাশ্রয় বিপদ ভঞ্জন।
তুমি রাম হরি কৃষ্ণ কৃপাকরি,
দেহ শুদ্ধ কর দিয়ে চরণতরী,
রহস্য সকল পাশরি নিলাম,
একমাত্র তোমার চরণে শরণ।
নাম দিবে সর্ব্বকাম,
এই সর্ব্ব ধর্ম্ম পরম আরাম,
চরণ যুগলে দেওহে বিশ্রাম,
আশ্রয় শান্তির সম্পদ করহে দান ॥ ৯২ ॥

৪ঠা মাঘ, শুক্রবার ১২৯১

বেলাউন-একতালা (তুমি যাকে হের-এই সুর)।

তুমি যদি হের থাকে না কাহারও
শোক দুঃখ এসংসার মাঝে তবে।
রতনবেদী সিংহাসনে তুমি আছ মা সতত নীরবে।
তোমার মহিমা অপার গরিমা কালিমা চিহ্ন তাতে না সম্ভবে,
সময়ের কাজ অসময়ে আজ তথাপি বিরাজ কর সুখে ভবে।
তুমি মা আমার আমিগো তোমার
তুমি করণ কারণ মন কর্ম্ম সবে তোমারই লাগিয়ে,
আছি ব্যাকুল হয়ে মরম ভেদ কর গো এবে ॥ ৯৩ ॥

৫ই মাঘ, শনিবার ১২৯১

রাগিণী জয় জয়ন্তী-তাল ঝাঁপ।

চল যাই সকলে মিলে পিতার ভবনে আজ,
কর্ম্ম যোগ প্রেমে পূর্ণ দয়াময় নামে হইল।
যদি মনের বিকার গেল চলিয়ে আর
থাকিবে কেন যন্ত্রণাতে পড়িয়া,
মানসেতে চিন্তা কর সম্পদ সাধন বিপদ আপদ যত,
বিনাশ হল চমৎকার ॥
বিষয়ের সঙ্গে নাই মানসিক যোগ,
বিয়োগ দোষ সর্ব্বদা কাজে তোমার আছেরে,
ভ্রান্তি যোগে শান্তি হারা হয়ে আছ রাত্রিদিবা,
পিতারূপে মজিলে সে পাবে দরশন ॥ ৯৪ ॥

৬ই মাঘ, রবিবার ১২৯১

রাগিণী টৌরি-তাল ধ্রুপদ।

বিদরিল হৃদয় আজ না জানিয়া মর্ম্ম,
কেমনে হইব পার আশার সকল কর্ম্ম।
ভীম গর্জ্জনে দয়াময় নাম করিল কেলী আকাশ ভূমি তলে,
মনমসী দূরে যাইবে অচির কালে,
শান্তিদাতা দেও পদ ছায়া কেমনে তব
লাভ করিব চরণ পল্লব সুধা ধাম।
মিশিল নয়ন মন করিল হরিণাম রসাতল হত,
দয়াময় বিকাইল জগতে পূণ্যব্রত,
করুণার নিধি মনের দ্বিধা ঘুচাইল হল জ্ঞান
যোগ পূর্ণ প্রেমামৃত আনিল ধর্ম্ম ॥ ৯৫ ॥

৯ই মাঘ, বুধবার ১২৯১

মাঘোৎসব স্মরণ করিয়া।

রাগিণী সারঙ্গ-তাল চৌতাল।

প্রীতিময় তুমি হরি বিষ্ণু অবতার দয়াময় স্বামী,
জীবন রাজ্য পুষ্টভাবে কেবল তোমারই অনুগামী।
পুঁজিবে যাহারা তোমার চরণ হইবে মৃতশূন্য নিকেতন,
করিবে রাজ্য শমন দমন,
ভাব সাগর আর করিবে না তার হানি।
বিরাজ হৃদয়ে অবলার বল, সবল তোমার সকল সম্বল,
বিষয় গর্হিত নহে অবিকল, তব সুধাক্ষরে জানে অকামী।
বিমান যোগে তব রাজ্য আছে, দয়াময় নাম জগতে এসেছে,
তব কৃপাবলে জীবে উদ্ধারিছে,
বিয়োগ যোগ রসসিন্ধু গণি ॥ ৯৬ ॥

১১ই মাঘ, শুক্রবার ১২৯১

রাগিণী সিন্ধু কাফি-তাল ঝাঁপ।

তুমি হরি তুমি বিষ্ণু সাধ্য কার্য্যে কর দয়া,
অকপট ভাবে কর বিস্তার তোমার মায়া।
কে ডাকিবে তোমাকে আর,
তোমাতে নাই বিশ্বাস যার,
আমি অধম সন্তান করিব কি দেহ ছায়া।
হৃদয় মন কাতর আমার তোমারে না হেরিয়ে
আছি বিশ্বাস সমুদ্রে ভেলা-নামসুধা ধরিয়ে;
যে কার্য্যে করিলে বৃত তাতে আছি অনুরক্ত,
আশার সুসার না হয় যদি কেমনে করিব হৃদয় দিয়া ॥ ৯৭ ॥

১৬ই মাঘ, বুধবার ১২৯১

রাগিণী ভৈরবী-তাল যৎ।

মাতা তোমার মনের সাধন আজ হল চমৎকার।
কে তোমারে জানে মাগো তুমি জগতের সার।
আশীর্ব্বাদ কর আমায়, বিদায় হই চরণে তোমার,
দোষে রোষ না হয় আর, কর মা সবল ভাবে প্রচার।
খুলে দাও চক্ষুর দর্শন, দেখে করি আয়োজন,
তোমার পূজা বিলক্ষণ, যাহাতে হয় মা আমার।
যে মানুষ মানুষে আছে, সে মানুষ তোমার কাছে,
প্রেমে হৃদয়ে বদ্ধ আছে, আমি যাব কোথা গো আর।
যদি আমায় না করিলে, বিশেষ কৃপা সন্তান বলে,
জীবন যাবে শোকানলে, তোমার দুঃখ তাতে অপার ॥ ৯৮ ॥

১৮ই মাঘ, শুক্রবার ১২৯১

রাগিণী আলেয়া-তাল আড়া।

হ্রস্ব দীর্ঘ লঘু গুরু সকল মতে আছ ভবে।
চরণ সুধা বিতরণ কর আজ মিত্র ভাবে।
বিষয়ের মধ্যে কত, আছে জঞ্জাল শত শত,
ভরসা কেবল মাত্র, তোমাতে মানুষ শান্তি লভে।
আজ যদি রাখ মাগো, চরণেতে দিয়ে ভোগ,
নাহি চাহি অন্য যোগ, ছাড়িবে বন্ধন তবে।
যদি মা না পাই তোমারে, মান অপমান এ সংসারে,
তুচ্ছ করি যাব ফিরে, দোহাই তোমার সদাশিবে।
যাব কোথা কেবল কথা, মানস অপূর্ণে ব্যথা,
এদিক ওদিক সকল এথা, এক মূলাধার আছে সবে ॥ ৯৯ ॥

২১ শে মাঘ, সোমবার ১২৯১

রাগিণী ভৈরবী-তাল আড়া।

যদি তুমি কৃপা কর থাকে না আর মৃত্যু ভয়।
রমণীয় শান্তি আসি করে জীবন নিঃসংশয়।
কেমনে পাইব তোমায় রাখিব হৃদয়ে,
কেমনে ভাবিব মনে অশান্ত হয়ে,
বিতর কৃপণ ধন জন্ম হর নিরাময়,
বাঁচিব তোমার তরে হইবে প্রেমের জয়।
মাতা তুমি কৃপাময়ী কর কৃপা দাসজনে,
বিকারে মজিয়া নাহি রহে সাধ শ্রীচরণে,
রাখিব বলিব তব তথা স্তিতিময়,
বিলয় বিলাস দিয়ে কর সুধা দেহময় ॥ ১০০ ॥

২৩ শে মাঘ, বুধবার ১২৯১

রাগিণী ভৈরবী-তাল একতালা।

প্রেম কর সদা তাহার সনে,
পাইবে সাধন সার রমণীয় জীবনে।
বিলাস লীলারহস্য, হৃদিপদ্মে আছে প্রকাশ্য,
হাসিতে খুলিল আস্য, নাস্য নাই আর ত্রিভুবনে।
মন সাধ কর পূরণ, করে বিশেষ যতন,
মানস প্রতিমা রতন জ্বলিছে কমল বনে।
সমকক্ষ সাধন বলে, পাইবে দুর্ব্বলের বলে,
বিমান ক্ষেত্র অকালে কবলিত সিংহাসনে।
বিনাশ রহিত হয়ে, সেবরে সকল দিয়া,
প্রেমের মাধুরি লয়ে থাক দয়াময় সদনে ॥ ১০১ ॥

১২ই পৌষ, ১২৯১

প্রসাদী সুর-একতালা।

মাগো তুমি প্রেমময়ী, একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলী।
আর যেন আমাদের চক্ষে দেখিনা মা বালি ধুলী ॥
বৃক্ষ লতা গুল্ম যত সকল তোমার পদধুলী।
যাতে জন্ম শোধ কর্ম্ম জীবন হয় না তারা তোমার বলি।
অমেধ্য অস্পৃশ্য আছে দেখি কত নয়ন মেলি,
মাগো অম্ল পান প্রেমের কার্য্য আর কি আছে তুমি সকলি।
দয়াময়ী বিল্বদলে তোমায় পুজিছে সকলই,
আজ বিল্বপত্র তুলসী ঘাসী তুচ্ছ বস্তু পূজার থালি ॥ ১০২ ॥

২৩শে মাঘ, ১২৯১

রাগিণী রামকেলী-তাল আড়া।

আদরেতে করে কেলী হৃদয় মাঝারে কে সে যে অতিকায় বিলাস পাথারে।
মনে নাই আর কিছু, কেবল আদর, রহস্য পাইবে কোথা না ধরে
অধর, কম্পিত কলেবর দেখিলে তাহারে।
আমি যদি করি মনে সে চরণ সেবা, শরীর মন বিনা দিব আর কিবা,
আড়ম্বর বাহ্য বস্তু অসার এ সংসারে ॥ ১০৩ ॥

২৫শে পৌষ, ১২৯১

প্রসাদী সুর।

তোমার মত, আর কে আছে আমার।
আমি সদানন্দে থাকি যখন দেখি মা শ্রীচরণ তোমার।
সদানন্দময়ী তারা রূপে রসেতে নাই বিকার,
আছে পদদ্বয়ে কোকনদ হৃদয় সাধন সকল সুসার।
উপায় নাই শ্রীচরণ বিনা, দেখি মা সকলই আঁধার,
ভব পারে যাব আমি আশাতে দিয়েছি সাঁতার ॥ ১০৪ ॥

২৮শে মাঘ, ১২৯১
রাগিণী বাগেশ্রী-তাল আড়া।

মা তোমার দুগ্ধবতী ভাব আসিল মনে তোমার কৃপায়,
তুমি জগতের যোগ দাও মা সদয় ভাবে ভাব্য সমুদয়।
বিদায় দেহ জননীগো তোমার কার্য্য করি আমি,
অকপট হৃদয় সদয় নিদয় এসে একযোগে এ ধরায়।
বাল্য বৃদ্ধ যুবা তোমার, তোমার মত আর কেহ নাই,
সেবাতে তোমার ঘুচে দুঃখ ভার,
এ জীবনে সার তত্ত্ব প্রেমদায়।
একবার দয়াময় নাম আনগো হৃদয়ে আমার,
আর কিছু নাই নাম বিনা যাই কোথায় বল গো উপায় ॥ ১০৫ ॥

৪ঠা ফাল্গুন, ১২৯১
রাগিণী ললিত-তাল আড়া।

স্বপথ বিপথ সকলই তোমার মাগো আনন্দময়ী,
আমি তোমার কার্য্য কর্ম্ম করিতে পারি না কেবল দায়ী।
অপার করুণার বলে, আছি মা এ ধরাতলে,
কি কাজ বাসনানলে, করিব আহুতি;
তুমি যদি হর দুঃখ, কর্ম্ম কার্য্য সদা সুখ,
দেখে সদা তব মুখ বিপথ স্বপথ হব জয়ী।
মানসিক রাজ্য আছে, তব হৃদয়ের মাঝে,
শুদ্ধভাবে তোমার কাছে বসিয়া থাকিব আমি,
জগতের লোক দেখবে মাতা পুত্রে এক হবে,
পিতার ভাব পুষ্ট করবে, মাগো তুমি রসময়ী ॥ ১০৬ ॥

৫ই ফাল্গুন, ১২৯১
রাগিণী টৌরি-তাল আড়া।

তুমিগো তারা বিপদ নাশিনী,
মানসে আজ তোমার রূপ কলঙ্ক নিবারণী।
তোমার রাজ্য আজ আমরা,
গ্রহণ করিব কেমনে তারা বিলাস নাই মাতৃ ধারা,
অধরা হয়ে আছ আপনি।
কে কোথায় পাবে তোমারে, যদি না থাকে প্রেম অন্তরে,
আমি তোমার তুমি আমার একথা সর্ব্বদা গণি।
দয়াময় রাজ্যরূপে, আছেন সদা কার্য্য কূপে,
তথাপি মা তোমার কোপে ব্যস্ত সদা আছেন আপনি।
কর তাহার কার্য্য সাধন, প্রবেশিতে তব নিকেতন,
দেহ ছাড়া পিতৃ ভবন কর আলোকিত জননী ॥ ১০৭ ॥

৮ই ফাল্গুন, ১২৯১
রাগিণী বাগেশ্রী-তাল আড়া।

রাখহে আন্ধার গৃহে মানিক রতন,
আমি মনে করি হই তোমার মনের মতন।
তোমার কার্য্য তুমি কর, অকূলে কূল দাও আমায়,
কিন্তু হে কূলকিশোর, কোথা তুমি সর্ব্বক্ষণ।
যে হউক সে হউক আমি, চাইনা, তোমায় হৃদয় স্বামী,
আমার মনের সাক্ষী তুমি, যদি মন না হল আপন।
রাখ রাখ অভয় পদে, বলিবনা আর বিপদে,
সর্ব্বপদ তুমি সম্পদে, আছ যখন কর্ম্ম বন্ধন ॥ ১০৮ ॥

৯ই ফাল্গুন, ১২৯১

প্রসাদী সুর।

আমি তোমার নই গো এখন।
আছে জগতের ধন চিন্তামণি তোমার আমার এক সনাতন।
যদি চাই না তোমায় আমি,
আমার কার্য্য কর তুমি,
তাহাতে হবেনা গ্লানি কেবল সুধামাখা বচন।
রচনা করেছ জগৎ, এই আছে মা আমার সম্পদ,
তুমি আমি সম্পদ বিপদ, এক হল আজ মনের মতন ॥ ১০৯ ॥

১৩ই ফাল্গুন, ১২৯১

প্রসাদী সুর।

কে তোমারে পারে জানিতে,
তুমি রাজ চক্রবর্তী হর্ত্তা কর্ত্তা এই জগতে।
বেদাচার কাজ কোথায় তোমার,
কেবল এসব মনের আন্ধার, বিষয় সাধন,
কর্ম্ম সাধন, কুশল কার্য্য তোমার মতে।
যদি মাগো বিচার করি,
অবিচারে আমি মরি,
না কারিলে বিচার তোমারি ভালবেসে ধর হাতে।
দেখি বিচার সর্ব্বস্থানে,
কি হয়েছে বিচার জেনে,
মান অপমান কর্ম্মবনে রাক্ষস রূপে আছে কর্ম্মেতে।
দয়াময় নাম পূর্ণ হল,
আর বিচার কি ভয় কি রইল,
নম্রভাবে বয়স গেল, কেন থাকব আর অবরোধেতে ॥ ১১০ ॥

১৪ই ফাল্গুন, ১২৯১

রাগিণী মনোহরসাই

প্রেমসুধা করহে বিধান-এই সুর।

মাতৃরূপে আছে ধাঁধা দেখনা মাতার চরণ,
এই কথা বলে যারা নাই তাহাদের জীবন।
প্রেমসুধা মনে কর, হৃদয় রাজ্য নির্ব্বিকার,
কেবল বাসনার সুসার হয় করিলে সে রূপ স্মরণ।
মায়াবসে মুগ্ধ লোক, সকলের মন্দ যোগ,
হয় না মধুর ভোগ, আপনার দোষের কারণ।
কে জানে মাতার প্রেমধন, কিবা অমূল্য রতন;
যতন কর মনের মতন পাবে সুধা জীবন সাধন ॥ ১১১ ॥

১৬ই ফাল্গুন, ১২৯১

রাগিণী কামোদমল্লার-তাল যৎ ।

মানসেতে প্রতিবিম্ব হৃদয় খুলে দেখরে,
বিবেক বৈরাগ্য সবে আছে ধরে তারেরে।
আমি আছি তুমি আছ, নাই কিছু আর অন্য কথা,
সমতা হৃদয় ব্যথা সর্ব্বথা নাহি বিচারে।
কে কারে করেছে মানুষ, অমানুষে নাইকো দোষ,
রোষ কর কেন শিশু মাতারূপ দেখাচ্ছেন তোরে। (মাতৃরূপ আলো করে)
গরবিনী নারী যারা, মাতার রূপ করে তারা,
পুরুষ কঠিন জাতি প্রেম অপ্রেম একত্তরে।
সম্মুখে সংগ্রামে দেখ, কিছু নাইকো অনুরাগ,
মুখেতে সরেনা বাক্য হৃদয়েতে প্রেস ঝরে।
কোথা যাব কি করিব, বলনা আর এসব,
হৃদয়েতে দেখ সব ব্রহ্মাণ্ড আলো করে।
দয়াময় মাতৃরূপে আছেন সদা হৃদয় কূপে,
পিতৃভাবে দেখ তাঁরে মাতার রূপে এক করে ॥ ১১২ ॥

১৯শে ফাল্গুন, ১২৯১

রাগিণী সোহিনী বাহার-তাল যৎ ।

মাতাগো তুমি আমার হয়ে পিতার সেবা কর সদা,
তোমার বিত্ত অর্থ সকল পিতার চরণেতে আছে বান্ধা।
কে তোমার করিবে হিত নাহি কেহ মনের মত,
পুত্র কন্যা সদা ত্রস্ত দেখে মাতার হৃদয়ের বাধা।
তুমি দয়াময়ী হও, তোমাতে জগৎ লও,
কে আর যাইতে চাও,
আদরের ধনে কর শ্রদ্ধা ॥ ১১৩ ॥

২০শে ফাল্গুন, ১২৯১

রাগিণী জয় জয়ন্তী-তাল ঝাঁপ।

আজ আমরা উৎসবে মাতি স্ব বাসনা পূরাইব,
কেন আজ জীবনের সুধা বিনামূল্যে বিকাইব।
বিলাসের লয় আছে,
কি কর্ম্ম করিছ বসে,
অকর্ম্মে জীবন মিছে,
আর কি অন্ধ হয়ে থাকিব।
কে কোথায় পাইবে নিধি,
যদিহে না মিলায় বিধি,
পদ্মাসনে আছে হৃদি,
সিদ্ধি যোগে পাবে সব।
মা আমার সাদরে বসি,
পিতৃ ভাবের রাশি রাশি,
খাদ্য দিয়ে উপবাসী সন্তানে দিবেন শুভ ॥ ১১৪ ॥

২১শে ফাল্গুন, ১২৯১

তুমি আমায় না ছাড়িও দয়াল-এই সুর।

উৎসব আনন্দে মাতিলরে মন।
কে জানে মানস রূপ দর্শনে চরণ।
রাজ চক্রবর্ত্তী যারা, অনাথ নাথ দেখে তারা,
অন্যের নাই শকতি এমন,
এই উৎসবেতে মাতি সবে রাজযোগে পাইবে দর্শন।
করুণাময় হরি মনে, আছে শান্তি নিকেতনে,
লজ্জা ভয় না কর এখন, মনে আশা কর,
হবে লাভ চরণ সরোজ পূর্ণধন।
কে আছরে হয়ে কাঙ্গাল, দয়াময়ের নামে আজ কাল,
আছে যত অভাবের পূরণ, কিবা শত্রু কিবা মিত্র
প্রেম যোগে বান্ধা হবে সিন্ধু সন্তরণ ॥ ১১৫ ॥

১২ই চৈত্র, ১২৯১

রাগিণী আলেয়া-তাল একতালা।

দয়াময় নাম পূর্ণ পরাৎপর,
সাধনের পূর্ণ মনন স্মরণ মোক্ষ পথের কার্য্য কর।
যদি চাও মনের সাধন, তবে লওরে অচিরে শরণ,
বিদায় দিয়া কলুষিত ভাব এখন, কররে মনের কৈতব দূর।
কে হরিবে শমন ভয়, কে করিবে বিষ জয়,
বিনা সেই চন্দ্রোদয়, মানসপট অন্ধকার;
পাইবে মনের বল, চাওরে পদ যুগল
সে মুখ চন্দ্রমা বিমল পরিমল সুধা মধুর ॥ ১১৬

১৭ই চৈত্র, ১২৯১

রাগিণী বিভাস-তাল যৎ।

তোমার মত কে আছে আমার
আমি তোমার তুমি আমার মনের সাধন, নাই আর বিকার।
বিষয় জালে বদ্ধ হয়ে, আছি যে শূন্য হৃদয়ে,
অলীক মান সম্ভ্রম লয়ে, কেনগো ফিরিব আর।
বিনয় প্রণয় মনের মত, হয় না বুদ্ধি হল হত,
আপনার সাধ আছে কত, কে করে তার উদ্ধার ॥ ১১৭ ॥

১৮ই চৈত্র, ১২৯১

রাগিণী বিভাস-তাল যৎ।

মান অপমান কি করিবে আর।
তোমার চরণ সুধাপানে বিভোর হয়েছি এবার।
যখন চাই তোমার পদযুগল,
থাকে না আর অকুশল,
অনিল অনল ক্ষিতি জল, মকরন্দ সার;
যদি কর তুমি রাজ্য চাই না নিয়মের কার্য্য,
গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য,
দেখায় মুখের হাসি তোমার।
পরমার্থ তত্ত্ব সদা, আছে তোমার পদে বান্ধা,
কি আর বিষয়ের ধাঁধা, করিবে আমার;
অম্লান বদনে তব, সুমঙ্গল রাজ্যে রব,
বাধা বিঘ্ন না মানিব,
তব কার্য্যে করব কি বিচার ॥ ১১৮ ॥

২১শে চৈত্র, ১২৯১

ভৈরবী-পোস্ত।

মানসেতে আছে রূপ দয়াময় নামে সিদ্ধ হল।
নাম সুধা আদরেতে রাখবে হৃদি কুশল।
নাম অন্ধকারের আলোক, বুঝে না অবোধ লোক,
কি কাজ আর হইয়া বিমুখ দয়াময়ের জয় বল।
নামে মত্ত হওরে মন, দয়াময় দয়াময় মনন,
সিদ্ধ কার্য্য সর্ব্বক্ষণ, জগতে কর প্রবল ॥ ১১৯ ॥

২১শে চৈত্র, ১২৯১

বেহাগ-পোস্ত।

মান অপমান তুচ্ছ কর ছাড় হৃদয় কামনা।
আর কি আছে হৃদয় সাধন, জীবন মরণ নাম সাধনা।
বিকার বুদ্ধি তুচ্ছ বিষয়, আছে হৃদয়ে করিয়া জয়,
মঙ্গল রাজ্য সদা প্রণয়, অপ্রণয় যাবে নাম লহনা।
ধ্যান যোগ মোক্ষ সাধন, নামের সংখ্যা পূর্ণ কারণ,
রতন যতন করবে এখন, মিছা সংসারের আর থেক না।
উৎসব আনন্দে মাত, রৌদ্র বৃষ্টি সুধা কত,
দেয় নামের যোগে সতত, হত চেতন আর হইওনা ॥ ১২০ ॥

২৩শে চৈত্র, ১২৯১

"কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই"-এই সুর।

মাগো তোমার হৃদয় রতন, যতন করে রাখলে না গো হল দুঃখের কারণ।
তুমি আমায় কর প্রতিকার, আমি তোমার সেবাতে হই নিযুক্ত এবার,
ক'রে মানুষ লীলা কর্‌লে খেলা, অপূর্ণ মনের সাধন।
দয়াময় নাম কর এবে সার, আর কে আছে এ সংসারে লবে তোমার ভার,
তোমার হৃদয় রতন করে যতন, জগতে দাও মোক্ষ ধন ॥ ১২১ ॥

২৫শে চৈত্র, ১২৯১

পিলু-যৎ।

চাহে তোমায় সবে সংসারে।
তুমি বরদা শারদা সুখের আগারে।
চাহি না তোমারে আমি, একথা বল না তুমি,
মানব লীলা সদাগামী, তব করুণা সাগরে।
না জানিয়া চাহি তোমায়, পক্ষীকুলায়ের প্রায়,
নরক পাল এ ধরায়, তব বিলাস শশধরে।
বিজন বনে বসিয়া, জন সমাজ চায় হিয়া,
গৃহজঞ্জালে পড়িয়া আবার বনবাস আদরে।
কে পারে চাহিতে তোমায়, বিনা তোমার কৃপায়,
অবরোধ অতিকায়, আছে দ্বারী তব দ্বারে।
তুমি মা বিশ্বজননী, দয়াময় নামে বাখানি,
দয়াময়ী সুবদনী দাও মা সুধা বদন ভ'রে ॥ ১২২ ॥

৩১শে চৈত্র, ১২৯১

ভীমপলাসী-একতালা।

রতন জড়িত তব পদামৃত কৃপণ ধন মানসে।
লভিতে তোমায় হৃদয় জ্যোতি অধীর জগত ত্রাসে।
মাণিক রতন যতনের ধন, মগন সরসী তব মুখ ছবি,
দেখিতে পরম সাদর বিলয় করিয়া রাখ হৃদয় রসে ॥
আজ আমরা হরি, তব পদ চাতুরী
দূর কর বলি স্মরণ লইলাম,
বাধা বিঘ্ন যত যোগেতে সতত,
মিলাও বিমল রমন হরষে ॥ ১২৩ ॥

২রা বৈশাখ, ১২৯২

খট ভৈরবী-একতালা।

চৈতন্যলীলা শেষ হল, আজ গৌরাঙ্গ মাতিল প্রেমে;
মত্ত হয়ে দয়াময কোল দিলেন তার সনে ॥
মিশিল শরীরে রাজ্য, যাহা ছিল মানুষের কার্য্য,
একাধারে গৌরাঙ্গ করিল প্রেম অপ্রেমে ॥
আমি তুমি এইকথা গৌরাঙ্গ বলিল বৃথা,
মলিন মানব সদা করে অহঙ্কার ধনাগমে ॥
বিল্বদল জবাফুল, মনের মালিন্যতুল,
সকল রসাতলে গেল, হল একাঙ্গ মধুর ক্রমে ॥
কে পারে জানিতে ভবে, কি কাজ আর আছে মানবে,
না জানিলে দৈবভাবে, হৃদয় রহস্য নামে ॥
আজ আমরা মাতিলাম, শীতল রাজ্য দেখিলাম,
মিশিল সলিলানিল সরস সাধনে ॥ ১২৪ ॥

১৪ই বৈশাখ, ১২৯২

কল্যাণ-চৌতাল।

বিমল কারণ, বিষয় সাধন দেখরে মন পরম জ্যোতি।
সুখসাগর উথলি করিল নরক দূর।
আজ দেহ রাজ্য মধ্যে প্রেম জীবন পূর্ণ হইল,
করি অকপট সাধন, দয়াময় করিল আলিঙ্গন
সকল রস পাথার প্রেম নিকেতনে ॥
আজ মনেতে আন সাদর সম্ভাষণ, আহারীয় করি হৃদয় ধাম,
মুক্তি পদ দয়াময় নাম লহনারে
মন করণ কারণ বিধাতা সকল ॥ ১২৫ ॥

গৌরী-একতালা।

মা তুমি দিলে খাদ্য মনের মত
তোমার ইচ্ছা হউক পূরণ।
বিল্বদলে জবাফুলে করি তোমার অর্চ্চণ ॥
কি হবে আর মায়াজালে,
আবদ্ধ হয়ে থাকিলে,
কর দয়া অধীন বলে,
অর্চ্চিব তব চরণ ॥
মায়া মোহ জঘন্য,
কেবল তোমারই জন্য,
তুমি সকল জন্যাজন্য তুমি আমার সর্ব্বস্বধন ॥ ১২৬ ॥

১৭ই বৈশাখ, ১২৯২
প্রসাদী সুর।

দে মা দেখা সময় কালে।
তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা সর্ব্ব কালে ॥
যে তোমারে পূজা করে সে থাকে সদা কুশলে,
কর্ম্ম ধর্ম্ম সকল তুমি জানবে লোকে কালে কালে ॥
তুমি যারে ভালবাস মরণ নাই তার কোন কালে,
মৃত্যুঞ্জয়ী নাম ধর মৃত্যু পলায় নাম শুনিলে ॥
দয়াময়ের রাজ্যে তুমি আছ মাগো কুতূহলে,
আমি হিসাব করে দেখলেম আবার জগৎ আছে তোমার কোলে ॥
দয়াময় নামটি তোমার দেওমা আমার হৃদকমলে,
আমি জন্ম দুঃখ দিয়া বিদায় পড়ে থাকব চরণ তলে ॥ ১২৭ ॥

৩রা আষাঢ়, ১২৯২
বাহার যৎ।

মা তুমি কাতর জনে কর কৃপা, অধীন বলে দেহ পদ ছায়া ॥
মন মসী দূরে গেল, দেখি তোমার পদ তল,
আয়োজন হল ভাল, বর দিলে বরদা ॥
জীবন সর্ব্বস্ব তব, কুমার কুমারী সব,
অনিমেষে শুভ দেবা, সেবাতে আছে সর্ব্বদা;
তথাপি মনের কালী, দূর হল না সদাবলি,
দেহ সুখ কৃতাঞ্জলিপুটে চাই তব দয়া ॥
বিদ্যা দেহ বিনোদিনী, মাতৃ ধারা আন এখনি,
কৃপা তব হে জননী, অপার প্রেম তাহে সদা।
বিষয় গরল পানে, আছি মা দেখ নয়নে,
তব পুত্রের বদনে অবিষয়ে দেহ ভাষা ॥ ১২৮ ॥

৮ই আষাঢ়, ১২৯২
সিন্ধু কাফি-ঝাঁপ।

আজ আমাদের সেই দিন যে দিনে চন্দ্র উদয়।
দেখিতে দেখিতে মন, করিবে কর্ম্মের জয় ॥
আমি যদি করি কর্ম্ম, থাকিবে না কোন ভয়,
সাধনের ধন চিন্তামণি শীতল করিবে হৃদয় ॥
মনে কর জ্বালা কত, জ্বলিছে হৃদয় মাঝে,
কে কারে করিবে সেবা, মিশিল নয়ন হৃদয় ॥
মহেশ জননী তারা, আজ হল বুদ্ধি হারা,
দেখে রূপের মাধুরী সন্তানের মুখচয় ॥
কালী দুর্গা তারা কৃষ্ণ, বিষ্ণু আদি শিব শম্ভু,
সকলে মিলিত এক নামেতে দয়াময় ॥ ১২৯ ॥

৯ই আষাঢ়, সোমবার ১২৯২
সিন্ধু কাফি-যৎ।

দয়াময় রাজ্য কর উল্লাসেতে,
তোমার মত আর কেহ নাই জগতে।
আমি আছি এই কথা, ভাবিতেছি মননে,
ধ্যান যোগে মোক্ষধাম লভিব তব প্রসাদে।
মানসিক বাসনা যন্ত্রণা মন্ত্রণা সদা আছে
তব সহায়তা তাহাদের যোগেতে,
কোথা পাব শুদ্ধ ভাব তোমার মুখের ছবি
ছেড়ে আর কি যাব ভব পারে অকুশল ভেবে মনেতে ॥ ১৩০ ॥

১১ই আষাঢ়, ১২৯২
ঝিঁঝিট-একতালা।

বিনাশ যোগে কর তোমার করুণা নিধান করুণা প্রকাশ।
আমি জানিনা তোমায় মরণ কারণ,
ভয়ে ভীত আছে তব দাস ॥
মহিষমর্দ্দিনী কালীকা যোগে, কূর্ম্ম যোগ আছে বিষয় ভোগে,
মনের সাধন সতত বেগে, দুর্গাযোগ তাতে অরি বিনাশ ॥
কি আছে সংসারে অসার সাধন, বিনা রোগ শোক কপট ভাষণ,
অসংসারী যোগে উভয় মিলন, স্বর্গ সুখ চিরজীবন সুহাস ॥
আজ যদি তুমি কর প্রতিকার, দেহ সংস্কার মনের বিকার,
উভয় মিলন দর্শন কারণ তব রাজ্যে হবে দুঃখের বিনাশ ॥ ১৩১ ॥

১২ই আষাঢ়, ১২৯২
বেহাগ-পোস্ত।

আজীবন রাজ্য সুখ দেও আমারে কমল লোচন,
কে আছে তোমা ছাড়া করিবে দুঃখ ভঞ্জন ॥
বিকার বিষয় বুদ্ধি, নাশ করে সর্ব্বশুদ্ধি,
অনুকূল প্রতিবাদী রেখনা আর অকারণ ॥
বিরক্ত হইয়া ফিরি, রাখি আপন পাশরি তোমাকে হৃদয়ে হরি,
করুণার ছবি এখন ॥
কি কাজ আর সংসারে, তুমি আমার হৃদয় দ্বারে,
অনুকূল প্রতিদ্বারে তব মুখকেলি যখন ॥ ১৩২ ॥

১৩ই আষাঢ়, ১২৯২
আরানা বাহার-যৎ।

মনের সাধে বল হরি দয়াময় নাম; আসিবে সত্য সাধন যাবে কর্ম্মধাম ॥
তব কৃপাবিতর, একথা বল না আর,
সে যে কৃপা পয়োধর কখন না হবে বাম ॥
মনের মন্ত্রণা যত, সকলই হইবে হত,
রাজ্যসুখ অনুগত, হয় জপিলে দয়াল নাম ॥ ১৩৩ ॥

১৪ই আষাঢ়, শনিবার ১২৯২
ঝিঁঝিট-ঠুংরি।

জয় দয়াময় নামে একবার মাতরে মন।
বিনাশ রহিত হবে কররে সদা সাধন।
আমিত্ব স্বামিত্ব সকল ছেড়ে, দেওরে অবিকল,
মিথ্যা ভাব দেহ বিকল, যাবে করিলে অরি দমন।
বয়স হল পঞ্চান্ন, জীর্ণ নাহি হয় অন্ন,
করিতেছ তন্ন তন্ন মন্বন্তর হল এখন ॥ ১৩৪ ॥

২৭শে আশ্বিন, ১২৯২

সঙ্কীর্ত্তন-তেওট।

বৃথা কেন ভ্রম মন অসার বিষয় লইয়া।
তোমার সেবার কার্য্য অলীক ভাবে আছেরে ভবে,
প্রখর বিশ্বাস নাহি যন্ত্রণাতে পড়িয়া।
যে দিবে তোমার সুখ, দেখেছ কি তার মুখ,
মান সম্ভ্রম সদা লোকে চাহে, না দেখে ভাবিয়া ॥

তাল-ডগরমালী ।

এক বাদী হও, তবে পাবে রুদ্ররূপ পরম শান্তির আলয়।
প্রেমে গদ গদ হয়ে দেখরে সম্মুখে চেয়ে,
কে আছেরে দাঁড়াইয়ে, অমিয়া মাধুরীময়।
রূপ রস গন্ধ যত, সুন্দর প্রকৃতি কত,
হইল জীবনে হত না পেয়ে তার আশ্রয়।
আমি আজ কারে বলি, কে শুনে হয়ে কুতূহলি
পাতালেতে গেল বলী অলীক প্রেমের আশায়।

তাল-তেওট।

কর সুশীতল বারি দিবস শর্ব্বরী পানে সেবা জুড়াইবে হিয়া।

তাল-যৎ।

ভজ দয়াময় নাম, পূর্ণকাম হবিরে এই সংসারে।
একতাও নামে হবে, অবতীর্ণ প্রভু এবে,
সর্ব্ব জাতি সর্ব্ব প্রেম সর্ব্ব ধর্ম্ম এক করে।
মহামন্ত্র এই নাম, জীবনে মুক্তিরধাম,
সর্ব্বনাম প্রাণারাম মরা মানুষ আসবে ফিরে।

তাল-তেওট।

সর্ব্ব বর্ণ সমাবেশ, দর্শনের এই শেষ,
দেখ পূর্ণ জ্যোতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৩৫ ॥

কালাংরা-যৎ।

রাজ রাজ্যেশ্বর দয়াময় করিলে হিত জগতে,
আর নাই কেহ মনের মত শুদ্ধ প্রেম করে আয়ত্ত।
বিষয় সাধন, কর্ম্ম সাধন, মানব করে অপার দর্শন,
বেদবিধি সকল মিছা যদি না হয় কর্ম্মের ব্রত ॥
বিলাস লয় মাধুরী, সদা আছে মনে হরি,
কার জন্যে আহা মরি দিন যায় অবিরত।
মেনকা নাম্নী রাক্ষসী, রসিক তরঙ্গে পশি,
রহিল মজি কাম পিপাসী বিমানে হল আগত।
কে পারে আর তোমায় বলি, করিতে বিষয়-কুশলী,
হইল বিষয় জলাঞ্জলী, আজ মোহ-নিদ্রা হত ॥ ১৩৬ ॥

৩০শে কার্ত্তিক, শনিবার ১২৯২

খাম্বাজ-যৎ।

কেরে আজ মনের আশা পূরাবে বলে বলিলে।
বিভু চৈতন্য নিত্যানন্দ ক্রমে হৃদয়ে আনিলে।
শ্রমজীবি যারা আছে, বসে আছে মায়ের কাছে,
অকুশল নাই মিছে, থাকিবে না মায়া জালে।
সামীপ্য সাকল্য যোগ, নাই আর কিছু কর্ম্ম ভোগ,
সন্দেহ নাহি অশোক, গেল মজিয়া কৈবল্যে।
সন্যাসিনী যারা ছিল, প্রেমেতে রাজ্য পাইল,
অমানিশায় দিশা হল কাটিল পাশ সকলে ॥ ১৩৭ ॥

২রা অগ্রহায়ণ, রবিবার ১২৯১

কীর্ত্তন।

ইহ পরলোকে দয়াময় তুমি রাজা।
করিলে অসংখ্য লীলা সৃজন করিয়া প্রজা।
সর্ব্ব যোগে তুমি আছ, যা ইচ্ছা তা করিতেছ,
দয়াময় নামে তোমার ইহ পরলোকে পূজা।
তোমার সন্তান এই, কোলেতে লইল যেই,
মহাযোগ হল এবে উঠিল মঙ্গল ধ্বজা ॥ ১৩৮ ॥

৭ই পৌষ, ১২৯১

গাড়া ভৈরবী-তাল আড়া।

বিষাদ সমুদ্রে নাথ করহে আমাকে ত্রাণ ॥ ১৩৯ ॥

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২

সঙ্কীর্ত্তন

পিলু ভৈরবী-যৎ।

আজি দয়াময় নামে পুরাইব মনসাধ,
জগৎবাসীর পায়ে পড়ে ভাঙ্গিব সকল বিবাদ।
বিবাদ কলহ যত, সকলই ত প্রেমের ব্রত।
অপ্রেমেতে বিকশিত আগে আইল বিষাদ।
লোভ মোহ যত আছে, নামের যোগেতে রয়েছে,
বিদায় নাই আর তাদের কাছে বিষাদে ঘুচায় নিষাদ।
নামে মত্ত হওরে মন, দয়াময় কররে মনন,
হবে শান্তি ইচ্ছা যেমন, পেয়ে পরম আহলাদ ॥ ১৪০ ॥

৭ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১২৯২

'মনের আনন্দে বল হরি দয়াময়'-এই সুর।

মনের আনন্দে বল সবে হরিনাম।
দয়াময় রাজ্য মধ্যে করিলেন সর্ব্ব বিধান।
নামরূপ চমৎকার, বিল্বদল পুষ্প আর,
রাত্রি দিবা রাম নামে হল কালী ধাম।
কে আছে আর রাজ্য মধ্যে, সতত বিষয় সাধে,
আছে হৃদয়ে অবাধে দয়াময় কাম। প্রীতি কর মন সাধে,
সঙ্গিনীর অনুরোধে সকল আছে গৃহ মধ্যে সর্ব্ব রত্ন ধাম ॥ ১৪১ ॥

২৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার ১২৯২

সঙ্কীর্ত্তন।

হরি নামের ভাবে দয়াময় নাম কররে স্বরণ।
ত্রিলোক উদ্ধারিবে আজ দয়াময় চরণ।
বিষয় বাসনা যাবে, নামের সাধন পূর্ণ হবে,
বিকর্ণ বিলাস লীলা রবে না কখন।
জন্মান্ধতা ঘুচে যাবে, মনের সাধন সকল পাবে,
পূর্ণতার বিকাশ হয়ে যন্ত্রণার নিবারণ ॥ ১৪২ ॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩
সিন্ধু কাফী-খেম্‌টা।

যাহার লাগিয়া আমি সেবা করি নিরবধি চরণে তোমার।
এতকাল গেল তুমি করিলে কি তার।
বিপদ ভঞ্জন হরিনাম শান্তিতে আসিল, দয়াময় করি দয়া ভোগ বিলাইল,
মহেশ জননী মায়া ধরাতলে সার।
রূপরসে ধরিল না প্রেমের মূরতি, দয়াময় রাজ্যে এল কররে প্রণতি,
বিষয় রসাল গাছে আছে তব ধার।
মধুময় হল জগত, রাত্রি দিবা চলরে পথ,
বিনা সে চরণ বিশ্রাম নাইরে তোমার।
মান অপমান তব সকলি অসার, নাই আর কিছু মন তোমার বিচার আচার,
হও সরল রাখ তুমি নিজ অধিকার।
কালী নামে নাইরে কণ্টক হরি মুখী হল অঙ্কে,
সন্তরণ কর সুখে নাইরে ভয় তোমার।
রোগ শোক মৃত্যু যাবে, জড়েতে চৈতন্য হবে,
মাতৃ স্তন্য পানে পাবে, চরণ পিতার ॥ ১৪৩ ॥

১৬ই আষাঢ়, ১২৯৩
ভৈরবী-খেম্‌টা।

যদি ডুব্‌তে পার প্রেম সাগরে। তবে রত্ন পাবে থরে থরে ॥
মাণিক রতন তুচ্ছ করে, কররে হৃদয় দ্বারে নৌকা আরোহণ,
কান্ডারীতে কর অর্পণ, নৌকার দিক্ নিরূপণ,
আঁধারে বসিয়া দেখ চন্দ্রমারে ॥
বিলাসের ইচ্ছা যত, তুচ্ছ কর জন্মের মত,
কার্য্য শান্তি হবে রে; বাহিয়া চল নির্ভয়ে,
ভাগ্যে যদি চায় তোমারে, অনায়াসে পাইবে তারে ॥ ১৪৪ ॥

৮ই চৈত্র, শনিবার ১২৯২
মূলতানী আড়া।

আন্দোলিত মনে একবার ভজরে কৃষ্ণের চরণ।
জীবন সফল আর সকল আশা হবে পূরণ।
যদি পাবে পূর্ণমাসী, ভজ সদা কালশশী,
ঘরে বসে দিবানিশি কররে যোগ সাধন।
দোলায়মান গোবিন্দ, জগতের আজ কি আনন্দ,
ঝড়িতেছে মকরন্দ হৃদি মাঝে অনুক্ষণ;
আবীর কুম কুম গন্ধ, পুষ্প দীপ নৈবেদ্য,
দিয়ে পূজ হবে সিদ্ধ যুগল মিলিত চরণ ॥ ১৪৫ ॥

৩২শে আষাঢ়, ১২৯৩
ইমন্-যৎ।

প্রীতিময় হরি আজ মজাল জগতজন।
ক্রীতদাস হল আসি যত নর নারীগণ।
মান সম্ভ্রম হল ক্ষয়, বিদারিল রিপুচয়
হরিল তিমির মনের করিল আনন্দোদগম।
বিষয় আজ একা হয়ে, ভ্রমিল কাতর ভয়ে,
আশ্রয় নাহি বিষয়ে, কেবল স্মরণ মনন।
প্রেম সিন্ধু উথলিল বিকলাঙ্গ সবল হৈল,
মজিল রোগের ভোগ, সরস রিপু কানন।
করবে মনের সাধে, বিষয় বিরাগ চাঁদে,
হৃদয়ে গ্রহণ অবাধে দয়াময় নাম এখন ॥ ১৪৬ ॥

ফিকিরচাঁদের সুর।

প্রকৃত, বিকৃত ভাব দিল স্বভাব, অভাব মোচন হবে কিসে।
যদি মন চাহ সাধন, কর রমণ রাম নামেতে শুদ্ধ বেশে,
তাতে হবে শান্তি, পূর্ণ কান্তি অপূর্ণেতে যাবে মিশে।
যদি চাহ সিদ্ধ যোগ, কর উদ্যোগ বিয়োগ সুযোগ আন দেশে,
তুমি ও কৃতার্থ, ছেড়ে স্বার্থ, যাহা প্রাপ্ত অনায়াসে।
বিষয়ে রাজ্য নিয়ে, অবশ হয়ে বিরস ভাবে আজ বসে
স্বামিত্ব সাধন বিনা নাই সান্তনা যে সাধনা ছদ্মবেশে।
দয়াময় রাজ্যে এল সুমঙ্গল, আছ কেন নিরুদ্দেশে,
সমীপে আছে যে ধন, কর যতন, মোক্ষ সাধন ঘরে বসে ॥ ১৪৭ ॥

১৩ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১২৯২

ইমন্ কল্যাণ-যৎ।

কে কার জন্য কান্দেরে, কে আদরে সবাকারে।
আজ যদি কেহ জান আদরের ভাষা,
পূর্ণ হবে তবে তোমার মনের যে আশা,
যদি কার্য্য কর রসে দয়াময় নামেতে,
হবে শান্তি জীবন দিবে তাহার চরণেতে।
সে চরণ বড় সাধন হৃদয়ের ধন,
কেন আর বিকাশ ছেড়ে অন্ধকারে দিবে মন,
যহি চাহ চিন্তামণি তোমার হৃদয়ে,
জুড়াবে সকল অগ্নি নির্ব্বাপি বিষয়ে।
মান অপমান রাখ ফেলে দ্বারের বাহিরে,
জিজ্ঞাসা করিবে কেন অকুশল রবে,
ভাব আজ কে তোমাদের জীবনের সার
রৌদ্র বৃষ্টি সকলেই যে তাহার আকার ॥ ১৪৮ ॥

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৯২

আশা ভৈরবী-একতালা।

প্রেমনগরে উঠ্‌ল ধ্বনি দিন্‌ত বয়ে যায়।
ওরে থাক্‌ব না আর এ সংসারে মিছা জঞ্জাল মায়ায়।
সঙ্গী সাথী যারা ছিল, তারা একে একে চলে গেল,
কি লয়ে আর থাক্‌ব বল, করি কি উপায়;
এখন, ছদ্মবেশী সাধন এল,
আমায় ডাক্‌ছে ব'লে আয়রে আয়।
নিরানন্দ রস সেবা, থাক্‌বে না আর রাত্রি দিবা,
দয়াময়ের নামের সেবা এল এ ধরায়;
এখন প্রেমমুর্ত্তি হৃদয় শোভা,
ওরে করিল দেখরে তায়।
যে সংসারে আছরে ভাই, কান্তি তার পুষ্ট নাই,
ঘর বাড়ির ক'রনা বড়াই লহরে বিদায়;
আছে অট্টালিকা আঃ মরে যাই,
সে যে দেখলে সবার মন ভুলায় ॥ ১৪৯ ॥

১৩ই আশ্বিন, ১২৯৩

নগর সঙ্কীর্ত্তন-একতালা।

পরমারাধ্য হরি নামে, মাতিলরে জগত কুশলে।
বিষয় লালসা ছাড়ি, দয়াময় দয়াময় বলে।
প্রেম কর, নরকে স্বর্গ পাবে, ভাবে কর্ম্মে করে এক, সংসার সন্তাপে;
রাজ্য ছাড়া কার্য্য হল ধার্য্য উল্লাসিত সকলে।
বিমানে সাধন তত্ত্ব, অচিরে হবে আয়ত্ত,
মকরন্দ অলিবৃন্দ করে পান জুড়াবে হিয়া,
আনন্দ মনে দিয়ে শান্তি রসাস্পদ যোগে, মনযোগ কৌশলে।
প্রেমে মগ্ন হও চিরকালের তরে, বিলাস কুসুম মনে করনা সাধন ছেড়ে।
বিদায় কর সুষ্থকায়, পুষ্ট কর শমন দায়,
অজিন আসনে বসি, শশ্মানবাসী হও অকাতরে।
আজীবন হও দাস, প্রভুর সমীপে বাস,
মিশিল ক্ষিতিতে আকাশ, জন্ম শোধ কর এবারে।
যম যন্ত্রণা দুর্নিবার, নামের রাজ্য দয়াময় সার,
কর অনশনে এবার উৎসব যোগ প্রেমানলে ॥ ১৫০ ॥

সোহিনী বাহার-আড়া।

মা তুমি করগো সেবা সন্তান তোমার কাছে।
তোমাকে ঘেরিয়া আছে নৈলে তারা কি আর বাঁচে।
তোমার মহিমা অপার, আর কি আছে এ ভবে সার,
চির দিন আমরা তোমার চলে যাইগো পাছে পাছে।
প্রসারি কোমল পাণি, সন্তানের মুখ খানি,
ধরিয়া বল স্নেহের বাণী, জাগ বাছা দিন হয়েছে।
মুখ শশী দেখে তোমার, সন্তানের আনন্দ অপার,
সহিতে সন্তানের আবদার কে দাঁড়ায় মা তোমার কাছে।
তোমার হৃদয় মণি, তোমার কোলের বাছনি,
দেখে তার মুখ খানি হৃদয় প্রেমেতে ভাসিছে ॥ ১৫১ ॥

ঊনবিংশতম শারদীয় ব্রহ্মোৎসব, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

উৎসব আনন্দে মাতিরে মন ভৃঙ্গ সিদ্ধ যোগেতে।
মন মানসেতে আছে সাধন লুকাইয়া অমর বর্ত্মে ॥
রাম রাজ্য হল শূন্য, সংশয় গ্রহ বৈগুণ্য,
অরণ্যেতে আজি মাতা শিশু সন্ততির সেবায় রত পূর্ণ বাৎসল্যেতে,
প্রেম নাম সার কররে শেষ কার্য্যেতে।
অতি সাদর ভাবে হৃদয় করিল সেবা কর্ম্ম যোগেতে,
যোগ নিদ্রা আশ্রয়েতে ছিল এতকাল,
সন্তাপ হর রাজ্যেতে আসি উদিল আজ হৃদয় সাধনেতে ॥
হরি হরি বল রাম নামে সিদ্ধিদাতা দয়াময় নাম সংসারেতে,
সিদ্ধি নাম যত এল দয়াময় স্মরণেতে,
হইল নিবেশ সে সুধাময় ব্রহ্মনামেতে,।
কে জানে আনন্দ ধাম নিদয় সদয় উভয় ভাবেতে।
চিররুগ্ন হও যদি পাওরে তাঁহার প্রেম সাধন,
অবারিত দ্বার সে যে কর্ম্মযোগে আছে কালরূপে হয়ে মগন
বিনয় সাধন কর এবার সকল সাধুজন,
এক ভাবে মিলিত হয়ে রাখ নাম জীবনের রতন,
মিশ্রিত কুশল আর করনা গ্রহণ,
হৃদয়ের ধন দেখ নয়ন খুলি থেকনারে অচেতন ॥
আজ মনের সাধ অকৈতবে উৎসব ক্ষেত্রে কর পূরণ,
জীবন বিসর্জন সিংহাসনে দেহ আর কুণ্ঠিত হইওনা মনেতে ॥ ১৫২ ॥

ঝিঝিট-যৎ।

তারে কররে মনে, নাহি কিছু ভেদাভেদ যাহার সদনে।
কর্ম্ম যোগে জ্ঞান যোগ, পূর্ণ হবে প্রেমের ভোগ,
দূরে যাবে রোগ শোক যিনি সত্যসনাতন।
উৎসবের রাজ্যে যিনি, লয়ে বসিলেন আপনি,
শিশুগণ আর জননী করে বাৎসল্য সম্ভাষণ ॥
চতুর্দ্দিকে শোভাময়, আনন্দ হিল্লোল চয়,
উঠিল উল্লাসে জয় দয়াময়ের নামের সাধন ॥ ১৫৩ ॥

কালেংরা-ঠুংরি।

কালীনাম সুধাপানে মাতিলরে অলিকুল।
মানব নিকর সিদ্ধ সাধন যোগে ॥
অবিনাশি সিদ্ধ কার্য্য, প্রেমেতে পাইল রাজ্য,
হরি নাম হল ধার্য্য আর্য্য বংশ সুযোগে ॥
কে করিবে রাজত্ব, বিনা দয়াময়ের ব্রত,
করি সাধন আয়ত্ত ডাকরে উল্লাসে মাকে ॥
রাম চরণ বন্দন, শিব কৃষ্ণ আরাধন,
কররে সবে এখন ব্রহ্ম নামে থাক জেগে ॥
সরস্বতী কুন্ডশিরে, বিদ্যানিধি গর্ভে ধরে,
রাজ্য ভার দয়াময় করে আইল জগতের ভাগ্যে ॥ ১৫৪ ॥

আলাইয়া-ঝাঁপ।

আজি শুভদিনে মন প্রাণ সমর্পিয়ে, করিব তাহার পূজা আমরা সকলে মিলে ॥
করিতে শুভ আয়োজন, হল পিতার মনন,
মাতৃবৎসল সন্তান দিলেন মাতার কোলে,
নামকরণের ছলে নিমন্ত্রিলেন সকলে, ডাক সবে কুতূহলে দয়াময় দয়াময় বলে ॥
নাম দিলেন পঞ্চ জনে, বিবেক চন্দ্র প্রথমে,
দ্বিতীয়ে ক্ষণপ্রভা, উল্লাস কর কুশলে, নবনীত-কোমলাননে,
পুলক চন্দ্র সুলক্ষণে, লীলার মাধুরী এনে এই ভূমন্ডলে ॥ ১৫৫ ॥

ধানেশ্রী-চৌতাল।

কে জানে তোমারে নাথ তুমি হরি বিষ্ণুপদ।
মেঘাচ্ছন্ন গগনেতে রৌদ্র বৃষ্টি সংশয় প্রদ ॥
অবিষয় কারণ বারি নাতিচার নমোহরি,
নব্য পুরাণ এক করি, দেখাও তব মাধুরী,
বিল্বদলে জবাফুলে তব পদ পূজা করি, লভিব সকল সম্পদ।
নাম রূপ কর্ম্মবিপাক অধীনতা কুম্ভীপাক,
পাপের শাস্তি লাখ লাখ, গেল দূরে আরম্ভে তব যাগ,
আইল ভবে অনুরাগ কাক কুম্ভীর আজ লভিল বিপদ ॥ ১৫৬ ॥

লগ্নী-ছবকী।

ওহে কার্য্য সাধক সিদ্ধির বিধায়ক,
বিলাস লয় রাজ্য পূর্ণ সিদ্ধি কারক।
নমো বিশ্ব সনাতন বিজন গহন নিধি হৃদি চিহ্ন করুণা কারক।
অবারিত দ্বার যবনিকাকার, অলকা তিলক সুন্দর সাধন,
নিরমল শোভা, জগমন লোভা কার্ত্তিক পূর্ণিমা শিব সন্নিধানক।
মহেশ পূরাণ করুণা নিধান শুদ্ধ বীর্য্যবান সকল সাধক,
অচিরে আমার, ওহে কর্ণধার নিবেদন শুন জননী জনক।
অকলঙ্ক শশী সর্ব্বমনমসী হরিয়ে সুযোগ তুমি চন্দ্রালোক
শিবযোগে সাধন কর এবার পুরণ দয়াময় নাম শিব দায়ক ॥ ১৫৭ ॥

কালেংরা-চৌতাল।

নাম মধুময় মতি কুশল পূর্ণকরণ কারণ
সকল মুখ বিরাজমান দীনবন্ধু পরম জ্ঞান।
ক্রীতদাস ডাকে আজি এসহে, অমিত তেজী,
কর্ম্মযোগে হও রাজি বাজি তব সর্ব্বজন।
নিদয় সদয় নিরাময় হরি দয়াময় নামে ধরিলে হাল,
হইলে মনোহারি, নাহি আর তোমা ছাড়া হৃদয়বিহারি অন্যজন।
বিষয় লালসাযোগে, জনগণ অর্ব্বাচীন কেমনে দেখিব নীতি রীতি
তব কি বুঝিব দেখহে অখিল জীবতারণ ॥ ১৫৮ ॥

গাড়া ভৈরবী-যৎ

এসহে জীবন সখা করি তোমাকে প্রণতি,
মানস রাজ্যেতে আজ হইল তব আরতি।
নাহি হে অন্য সম্পদ তুমিহে সর্ব্ব সম্পদ,
বিপদ নিবারণ হৃদি নিধি সকল সারথি।
ক্রীতদাস চাহে ভিক্ষা দাওহে আজ পূর্ণ দীক্ষা,
কর্ম্ম ধর্ম্ম সকল তুমি বিলাস ভবন সুমতি।
বেশাদি বস্ত্র সাধন তেমনি হে জীবন সাধন,
ওতপ্রোত তোমাতে জগত স্থিতি।
নাহি কিছু ধর্ম্ম বল তোমাছাড়া সকল বিফল,
অবিকল তব অনুবল কলকল গঙ্গাধ্বনি শ্রোতি।
সর্ব্বনাম তব নাম, দয়াময় পূর্ণধাম,
তুমি সঙ্গোপন সাথী দয়াময় হলে সম্প্রতি ॥ ১৫৯ ॥

প্রসাদীসুর।

কাজ কি আমার গৃহবাসে শেষ যোগ কার্য্যেতে এনে কর কৃপা তব দাসে।
নাহি আমার ধর্ম্মবল কর্ম্মকারী নাহি পাশে,
অযুত সহস্র লোক কাঁদিতেছে তোমার আশে।
নাহি নিষেধ আজ্ঞা কে দিবে বিধি হৃদয়ে বৈসে,
তুমি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা পূর্ণ কর অভিলাষে।
শয্যাগত ছিলাম আমি, ছিলনা সম্বিত মানসে,
দিয়ে দেখা কল্লে এখন পাগল পন্থি সর্ব্বনেশে।
আজ তোমার ঘরে আমি আছি, আমার ঘর তোমার বাসে,
উভয়ে মিশিল যোগে শান্তি আনন্দ অনায়াসে।
তুমি হরি তুমি বিষ্ণু তুমি ব্রহ্ম নাশ কলুষে,
নাম মাত্র দয়াময় হরিল বিপদ সর্ব্বদেশে।
কর্ম্ম ধর্ম্ম উভয় তুমি না জানিয়ে কাঁদি বৈসে,
একবার দাওহে চরণ অধম তারণ ভাসাও জগত প্রেমরসে ॥ ১৬০ ॥

সুরট মল্লার-যৎ।

অধীনতা বিষয় জালে করিল আজ মন্ত্রী কার্য্য
সম্পদ বিষয়লীলা হইল সংসার রাজ্য।
স্বর্গরাজ্য হুলস্থুল হইল সর্ব্ব কুশল,
দয়াময় নামের বল পৃথিবীতে করিল কার্য্য।
নামসুধা কর পান, পূর্ণ কার্য্য বিদ্যমান,
দেখরে সকল সমান, একরাজ্যে সকল রাজ্য,
মিশিল হইয়ে ঐশ্বর্য্য, রহিল না আর আচার্য্য,
একমাত্র দয়াগুণ ঔদার্য্য, লইলেন সকলের পূজা হয়ে পূজ্য।
নাই আর কেহ মনে কর, সর্ব্বস্ব ধন দয়াল চরণে ধর,
মন প্রাণ অর্পণ কর, এবার কৈতব রবেনা,
বলে অজায্য কেহ করে ভিক্ষার কার্য্য,
কেহ বা ভাবে ঐশ্বর্য্য কেহ মনে শান্ত হয়ে,
ভাবে সদা রাজ্য বস্তু তাজ্য ॥ ১৬১ ॥

বাগেশ্বরী-পঞ্চমসোয়ারী।

নমোহরি মাধব এই নামেতে ছিল শান্তি
শুনরে জগতের লোক তোমাদের যাতে সদগতি ॥
আশীষ কর এই ভিক্ষা জগত চাহিল যখন,
বিষয় দুঃখে উদ্ধারিতে রাজ্যেতে আইল তেমন,
না জানিয়া লোকসকল হইল দুঃখিত মন,
সঙ্কট অগ্রে আইল ছেদিতে সঙ্কট গ্রন্থি।
অশান্তির দ্বার খুলি অগ্রে নিদয় ভাব তৎপরে সদয় মুর্ত্তির হইল আবির্ভাব,
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, লিঙ্গপুরাণে একভাব
সূক্ষ্ম রূপে আছে যাতে দীন দয়াময় কান্তি।
চন্দ্র সূর্য্য একাধারে, বামন পূরাণেতে,
মিলিল দ্বৈপায়ন ঋষি সংশয় যোগেতে,
দয়াময় নাম বাজাইল নারদ বীনা তন্ত্রিতে মঙ্গলময় অর্থে,
হল দয়াময়ের বিবৃতি।
অত্রি অঙ্গিরা মুনি মনোসহ যোগেতে,
নারায়ণ নাম সিদ্ধি জলময়ী ভাবেতে,
দয়াল প্রভু বলিয়া ডাকিল দুঃখেতে দয়াময় হয়ে প্রভু ঘুচাইলেন ক্লান্তি।
নারায়ণ আদি যত নাম কালে কালে,
অঘোর পন্থির রাজ্য আদি করি সকলে,
হরিনামে হৈল মুক্ত সর্ব্বদেব হরিবলে,
আনন্দময় দয়াময় হল হরিপন্থি।
গুণ গুণি ভেদনাহি আদি কারণেতে গুণ গ্রহণ করিল গুণি দয়াকর প্রার্থনাতে,
দয়াময় নাম গুণ বস্তু হইল তাহাতে,
রসনায় কর আস্বাদন লাভ হবে জীবন মুক্তি ॥ ১৬২ ॥

রাগিণী ভৈরব-তাল ধামাল।

ব্রহ্ম নাম সতত জপরে শিষ্য সেবক বৎসল,
রূপ রস কর্ম্ম বিবেক শুদ্ধ সত্য সম্বল।
অনিমিষ নয়ন সদন রঞ্জিত বনভ্রমণকারী নায়ক যুদ্ধ বিগ্রহ চৈতন্য অবতরি
করুণাবারি ব্যাকুল ভবকান্ডারী অতুল ঐশ্বর্য্য পরম রাম নিয়মধারী।
নব পত্রিকা যোগ ধারণ রমন রাজ্য সতত লহরী,
সুখ বলয় করণ কারণ, অরি দমন, মান সম্ভ্রম, বাল ক্রীড়ণ কুশল।
এক ভারত রাজ্য কেবল কল্যাণ জগৎজন মনোহারী,
কেশব বিভূ পার্ব্বণ স্বয়ম্ভু সাধন দয়াল নিমেষ শূন্য,
সতত বিহরে, সিদ্ধ সাধন পথ প্রসারি, আদিকারণ নৈমিষারণ্য,
সাধ্য কারণ সকল রস, দয়াময় নামধারী, অন্ত অনন্ত অবিকল।
করুণা করহে শিবহে হরি নিয়ামক, যোগ তোমাতে পাসরি,
অনির্দিষ্ট বারিদান সতত কর মঙ্গল, নমো হরি মাধব নামে তোমার বিষ হর
পথভ্রান্তি সূচনা রহিত কর, অভয় বরদ রাজ্য প্রকাশ,
সলিলশায়ী কৃষ্ণমায়া ছাড়ি দেখাও মুখ কমল ॥ ১৬৩ ॥

ঝিঁঝিট তাল-ঠুংরি।

ছিন্নমস্তা শরৎশশী বিহরে রুদ্র তেজেতে,
আসবে বিভোর আছে অঘোরা প্রেম যোগেতে ॥
মানুষি অমানুষি যোগেতে সিদ্ধ সারসী,
অক্ষয় কিরিট নাশী নিষাদ চক্রে পশি শবশিব হৃদয়েতে ॥
নিরাকারা বিমানে, করি ভয় সঙ্গোপনে পরিচয়দানে
নিখিল ক্ষিতি বিমানে এক ভাবে এ জগতে ॥
আশা কর সাধু কুল, সাধ পাইবে সকলে,
ক্ষিতি বিমান হইল মায়াবিনীর মায়াছল পারিবে কে বুঝিতে ॥
দিতে সিদ্ধি এসংসারে, ডুবাইল আপনারে,
অগাধ প্রেম সাগরে, আত্ম বলিদান করে মহাহিত জগতে ॥
কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে, ছাড়িয়া না ছাড়ে প্রাণে অনুপ্রাণিত ভুবনে,
পরহিতের কারণে, দিল আপন শোণিতে ॥ ১৬৪ ॥

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

জগজ্জন মনোমোহন হরি নাম সিদ্ধি সাধন কর্ম্ম বিবেক
মাতৃ সাধন এল অসিদ্ধি নাশিতে জগতে ॥
আজ কর সবে আনন্দে দয়াময় গুণগান, নামে সিদ্ধি যোগ পূর্ণ হবে,
কল্পতরু দয়াময় দিবেন সুধা প্রেম যোগেতে ॥
কর্ম্ম কান্ড শুদ্ধ হবে, হরি বল সবে নামের সাধন শেষ হবে,
হরি নামে দয়াময় সহ যোগেতে, কার্য্যক্ষেত্র পূর্ণ হবে,
অসিদ্ধি আর নাহি রবে সুদিন স্বাধীন ভাব করিবে
পূজা বিশ্ববিজয়ী দয়াময় নামেতে।
বিষয় গরল সুধাময় হল আজ, বিশ্বাচার্য্য আগমন বার্ত্তা কুশল,
এল এবার শুভ কর্ম্মফল। সবে কর রসময় নামে মত্ত হয়ে,
দয়াময় কুশল কান্তি নিরীক্ষণ ধ্যানে বসিয়ে ॥
সাধু সজ্জন যারা ছিল, কর্ম্মফেরে বদ্ধ হল, করিল প্রয়াণ গৃহেতে,
সকল রস আস্বাদন যথা আছে সিদ্ধির সম্বল।
আমি জানিলাম মনে, এ ভুবনে নাহি আর কেহ কষ্ট সাধনে,
যখন গুরু কর্ম্ম আইল দয়াময় চরণেতে ॥ ১৬৫ ॥

কালেংরা-খেমটা।

হরি হরি দয়াময়, নাম মাত্র দয়াময়, কর হৃদয়ে গ্রহণ সব শিশুগণ।
আজ নামেতে কর আহার.
মাতৃস্তন্য সুধাসার দয়াময় নামে সংসার হল সুধাময় এখন।
খেলার বস্তু দয়াময় কর তার পরিচয়,
সে যে মাতার হৃদয় কর তারে নিরীক্ষণ।
এই উৎসব মাঝারে, নাচরে তার নাম করে,
বল সখা নামে ডাক কাতরে, দিবেন তোমারে দরশন।
উৎসবে মাতিয়া তারে, রাখ হৃদয় কন্দরে,
দেব ঋষি মুনি যারে করে সদা আরাধন ॥ ১৬৬ ॥

সঙ্কীর্ত্তন।

ক্রীতদাসে মাগে ভিক্ষা দেওগো মাতা পরম সাধন।
বিনাশ রাজ্যে কর আজ জীবন সাধন;
মৃত্যু জলে ক্লিষ্ট যারা সর্ব্ব যোগে সিদ্ধ হবে পাবে তারা তোমার চরণ ॥
ভীষণ পাপের স্রোতে আবর্ত্তিত যাহাদের মন,
পূর্ণ বৃক্ষ কর্ণস্থলি তোমার সে শ্রীপাদপদ্মে করবে সর্ব্বস্ব অর্পণ।
হইবে শ্বেতাশ্ব বাহি মৃতসঞ্জীবন নাম দয়াময়,
সিংহাসনে অভিষিক্ত আজ তোমার সদন।
তুমি মধুর ভাবে সতীর বক্ষে করবে সে প্রেম সঞ্চার,
যাতে মানব আত্মা সিদ্ধি লাভ করিবে এবার সহজ প্রেমধন ॥
বিলাসিনী বালা নামেতে সরলা এক কলা তবপ্রেমে,
মজিয়া সংসারে দেখিল তোমারে মানস সংযত মুকুর ভ্রমে।
প্রেম সিদ্ধি কর, হইবে সংসার, মধুময় ক্রমে ক্রমে,
গরল বিস্তারি, অমৃতের বারি আনিতেছে মর্ত্ত্য ভুমে।
গুরু রূপী হয়ে, ঘরে ঘরে গিয়ে, বিখ্যাত দয়াময় নামে,
তুমিগো জননী প্রেম সুধাবাণী আধার শক্তি সুকর্ম্মে।
হয়ে প্রেমময়ী জগতের কর প্রতিকার, সন্তান সকলে,
লইয়ে কোলে হর দুঃখভার এইক্ষণ ॥ ১৬৭ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী-তাল ঝাঁপ।

ওমুখ চন্দ্রমা প্রকাশ শশীমুখি,
অরূপ রূপ লাবণ্য দেখে হই মনে সুখী।
তোমাতে আত্মমন করেছি সমর্পণ,
আঁধারেতে আলোক তব আবির্ভাবে দেখি।
তব রাতুল চরণ বিশ্ব মনমোহন;
দেখে বরণ বিহীন উড়ে যায় মনপাখী।
শীতল হিমাচল তব চরণ কমল,
যে অবধি নিরখিল হইল চঞ্চল আঁখি।
কি ছার জগতৈশ্বর্য্য ও চরণে সর্ব্ব রাজ্য,
লালসা হইল প্রাখর্য্য তোমা বিনা কিছু না দেখি।
ইচ্ছাময়ী পূর্ণ কর, চির দুঃখ দূর কর,
খোল প্রেমের দুয়ার তাহে প্রবেশিয়া থাকি ॥ ১৬৮ ॥

ভূপালী

কোথাহে নাথ দয়াময়,
আমি তোমার কারণ ভ্রমিতেছি হয়ে নিরাশ্রয়।
একে একে দেখিলাম অনন্ত ব্রহ্মান্ড ধাম,
তথাপিও না পারিলাম পৌঁছিতে তব সীমায়।
ছাড়িলাম রাজ্যপদ, সিংহাসনে নাই সম্পদ,
সর্ব্ব সিদ্ধি তব পদ বুঝিয়াছি হে নিশ্চয়।
কেমনে তোমারে পাব, সদা মনে এই ভাব,
ছাড়িয়া প্রবীণ ভাব নবীনা হলেম এসময়।
আত্ম হারা হয়ে এবার, করেছি তোমাকে সার,
এসহে হৃদয়ে আমার তোমা বিনা শূন্যময়।
তুমিহে হৃদয় মণি, তোমা বই আর নাহি জানি,
শীতল কর এখনি মম তাপিত হৃদয় ॥ ১৬৯ ॥

রাগিণী গারা-আড়া।

দেব ঋষি আইল আজ সিদ্ধি দান করতে জগতে।
মাতৃ দোষে মইল জগৎ হীন পিতৃ সাধনেতে।
সম্পদের রাজ্যে আসি, দেখিল সবে উদাসী,
বিনাশিতে মন মসী আইলেন অপরাজিতে।
কৃষ্ণ পন্থা হরিনাম, নারদের পূর্ণ ধাম,
করিতে সবে পূর্ণকাম গাইল বীণা যন্ত্রেতে।
নারদ যথায় যায়, কোন্দল বাদে তথায়,
কিন্তু শুদ্ধপ্রেম এ ধারায় এল কোন্দল যোগেতে ॥ ১৭০ ॥

সঙ্কীর্ত্তন সুর।

নারদ কোন্দলে মুনি বলে জগতে।
কিন্তু তিনি করেন কাজ দয়াময়ের ইচ্ছাতে।
মঙ্গলের অগ্রে এসে, অমঙ্গলের ভাব,
তাহা দেন নারদ মুনি সরল স্বভাব।
বিবাদ লাগিল বলে নারদ মন্দ নয়,
বিবাদ হইয়ে মন্দ হয়ে যায় ক্ষয়।
মাতৃ স্তন্য পান করে যেমন শিশুগণ,
নারদের সেই ভাব আছে অনুক্ষণ।
মধুর বচনে তুষ্ট করেন জগজ্জনে,
দয়াময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হয় তার গুণে।
নারদের জয় বল জগৎবাসীগণ।
নারদ বিহীনে শুভ আসত কি এখন? ॥ ১৭১ ॥

হিন্দোল-যৎ

চঞ্চল চিত্ত সাধনেতে নাহি যোগ।
সময় থাকিতে কর হরি কৃষ্ণ নামে যোগ।
প্রেমের মাধুরী এবে প্রকাশিল দয়াময়।
কালী হরি কৃষ্ণ নামে দূরে গেল যত রোগ ॥
সর্ব্বনাম সাধনেতে, দয়াময় নাম এ জগতে,
আইল করিতে জীবে মুক্ত, দিতে চির সুখ।
দোলায়মান হৃদয়ে দয়াময় চরণাশ্রয়ে,
থাকরে জগতজন ছাড়িয়া বিলাস ভোগ ॥ ১৭২ ॥

হিন্দোল-ঠুংরি।

সর্ব্বনাম সিদ্ধি দান কর এবে দয়াময়।
আর কেন বিপদে পড়ি থাকিব হে এসময়।
করণ কারণ হর্ত্তা বিধাতা পরমাশ্রয়,
জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম যোগে বিশ্ব কর মধুময়।
কৃষ্ণ রাজ্য প্রকাশ হয়ে করিল প্রেমের জয়;
শিব, ব্রহ্মা, রাম যোগে, অচিরে দুঃখ কর ক্ষয়।
শ্রীমূর্ত্তি শ্রীধর সহ মিলনে ধরিল কায়;
করহে অমর সাধন আজি পূর্ণ এ ধরায় ॥ ১৭৩ ॥

মনোহরসাই-রূপক।

এলরে ভবনদীর কর্ণধার এখন করিতে শুদ্ধ কর্ম্ম,
যোগের খুলিতে মর্ম্ম, সংসারে ঘুচাইলে সকল অসার।
নাম তার দয়াময়,
অলক্ষ্য যোগেতে সদয় নিদয় ভাব নাহি কোন কালে তাঁহার;
অনিমিষ নয়নে, সিদ্ধ যোগ রেখ মনে, দেখ পাইবে দেখা ধ্যানযোগে তাঁহার।
অনাদর দূর কর, সম্পদ তুচ্ছ কর, আদরে ধর চরণ হৃদয় মাজার;
জীবন সফল হইবে, রোগ শোক মৃত্যু যাবে,
অমৃত ভাবের সাধন এল ধরায় ॥ ১৭৪ ॥

রাগিণী দেব গান্ধার-কাওয়ালী।

বিনাশের রাজ্যে, শুদ্ধ প্রেম কার্য্যে,
আনিলেন প্রভু এবার অমৃত ভাব।
সাধরে জীবগণ, দয়াময়ের চরণ,
অচিরে হইবে জীবন লাভ ॥
পূর্ণ পরাৎপর সর্ব্ব মূলাধার,
সিদ্ধ যোগী সদয় স্বভাব।
বিকার রহিত, বিষয় সহিত,
ত্বরায় ঘুচাইবেন অভাব ॥
নিদয় সদয় যোগে, দয়াময় অনুরাগে,
হৃদয়ে দিলেন পূর্ণভাব।
রাজরাজ্যেশ্বর হরি, সমুদ্র মন্থন করি,
দেখাইলেন নূতন বিভব ॥
অসম্ভব যাহা ছিল, সম্ভব হইল,
সাধক কর অনুভব
সকল সাধনের ফলপাইবে পূর্ণ সম্বল,
গরলে অমৃত যাবে কৈতব ॥ ১৭৫ ॥

সঙ্কীর্ত্তন।

প্রেমের রাজ্য আইল এবার; এখন দেখরে সবে চমৎকার,
যে আশাতে আশ্বাসিত, মানুষ আছে চিরকাল।
দয়াময় নাম সিদ্ধ যোগে দূর করিবে বিকার।
সাধরে সকলে প্রেম, দূরে যাবে অন্ধকার।
রোগ শোক এই নূতন রাজ্যে থাকিতে পারবে না আর।
নূতন নূতন ভাবের খেলা, দেখে যাবে হৃদয় ভার।
(দয়াল প্রেমবাজারে)।
জীবন মুক্তি কথায় ছিল দেখবে কাজে অমৃত সার।
(দয়াল নামের গুণ) ॥ ১৭৬ ॥

বিভাস-একতালা।

অসিতবরণী অসিত নাশী আইল হৃদি কন্দরে।
কৃপাণ ধরিল সাধিতে রজগুণ শুদ্ধ সত্ত সমরে।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে ভজ সে পদ যুগলে,
অপার ভর সাগরে, অনায়াসে তুমি যাবে পারে।
গরজি ভীম নিনাদ করিলে মহা আন্দোলন,
দিতে শুদ্ধ যোগ জীব সকলে।
ছলনা প্রেম বিহীনা প্রেমপূর্ণ অন্তরে,
শেষ যোগে অধীনতা আজ হইতে গেল দূরে।
উৎসব আরম্ভে আজি মহা প্রেমেতে মাতিয়া,
দয়াময় নামে দেহ মন প্রাণ সমর্পিয়া,
কাল দেহ করিল শ্বেত কি শোভা অপরিমিত,
বিমান ক্ষিতির রাজ্য এক হল আসি দেখরে ॥ ১৭৭ ॥

মিশ্র বাঁড়য়া-একতালা।

তরণী সাধন হইল পূরণ, সুখ দুঃখ এবে হইল মোচন।
পরম সুখেতে সাধ হৃদয়েতে, প্রভুর আদেশ করহে পালন।
মহিষ মর্দ্দিনী কালী কপালিনী, কমল বনেতে করেন রমন,
হৃদয় কমলে দেখ চক্ষু খুলে বিহরিছে সদা অসিত বরণ।
মান অপমান গেল অভিমান, চরণেতে মন ডুবিল যখন উঠিল না
আর পেয়ে সুধাসার, ঘুচে গেল যত সঙ্কট বন্দন।
প্রেম অগ্নি জ্বালি আহুতি দাও ফেলি সাধন কণ্টক সব এইক্ষণ,
হইবে সরস অবশ মানস, পরশমণির করি পরশণ ॥ ১৭৮ ॥

টরি কানেড়া-তেওরা।

নব নব ভাবে প্রেমের ধর্ম্ম প্রকাশিলে রাজ্যে কেহ না জানে মর্ম্ম।
করিতে বাসনা সতত সাধনা, অলীক সাধনে গেল যে বৃথা জন্ম।
যেখানে যা সাজে, করিছ সহজে, তাহারই সদৃশ সকল কর্ম্ম,
বিষয় ভবার্ণবে সকল সম্ভবে, কে বুঝিবে তব মহিমার মর্ম্ম।
কৌশিকি সাধনে এনে অপ্রেম, শিব বক্ষে দিলে পরম প্রেম,
শুদ্ধ যোগ হল নহুষ রাজ্যে, মোহিনী বেশেতে করিলে সিদ্ধ কর্ম্ম।
গরলে অমৃত মরণে প্রাণ, কৌশলে আনিলে প্রেম অনুপম,
বিষহরা বিষ করিল নির্ব্বিষ, এসব সংগ্রামে দেহ কৃপাবর্ম্ম।
যম যোগে সিদ্ধি দূরে যাবে অসিদ্ধি বৃদ্ধি সমৃদ্ধি জয় ব্রহ্ম ॥ ১৭৯ ॥

সঙ্কীর্ত্তন-তেওট।

উৎসবে আজ মাতরে মন এই শুভ দিনে,
শরদিন্দু মুখী মাতা প্রকাশি উজ্জল কান্তি পশিল হৃদয়ে দেখ নয়নে।
বর্ষে বর্ষে মাতার আগমন ধ্বনি শুনি শ্রবণে,
আশার দ্বার, খুলিতেছে বিশাল সংসারারন্যে,
মনমসী শুভ্র জ্যোতি বিকাশ করিল,
সাদরে সম্ভাষি মাকে পরম আনন্দ মনে।
মঙ্গলা প্রকৃতি নামে, ধরাধাম পুর্ণ এক্ষণে,
সকল বীজ অঙ্কুরিত হৃদয় সুশোভিত অনুরাগ রঞ্জিত উদ্যানে।
দয়াময়ীর আগমনে, দয়াময় বসি সিংহাসনে,
বিষয় রাজ্যে আরম্ভিল কার্য্য দিয়ে এক সাধন ক্ষিতি বিমানে ॥ ১৮০ ॥

মিশ্র মুলতান-খেমটা।

দয়াময় নামে আইল জীবন সাধন,
দেখ চারিদিকেরে লোকের মুখে হচ্ছে দয়াল নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দিব্য সিংহাসনে বসিয়ে,
ধরিয়া শুভ্র জ্যোতি দিতে পরিত্রাণ দীক্ষাদান
করিবেন এবার সিদ্ধিবিধান
বলেন আয়রে তোরা করি ত্বরা জন্ম জরা যাবে মরণ।
দেখ এল মর্ত্ত ভূমে (রে),
শরীর ধারণ করি হরি দয়াময়, সদয় নিদয় মঙ্গল সাধন,
(এই সু সময়) চল হৃদয় ভরে ডাকি তাঁরে সে যে আদরের ধন ॥ ১৮১ ॥

বাহার-ঝাঁপ।

নিত্যানিত্য ভাবে তোমার ঐশ্বর্য্য বিস্তার।
কে জানে তোমার মর্ম্ম একমাত্র তুমি সার ॥
রাধাকৃষ্ণ শিবদুর্গা কালীগঙ্গা সলিলগা ব্রহ্মা বিষ্ণু নামে
পূজা করেছ বিস্তার, অনিত্য যোগেতে নিত্য
আনিবে হৃদয়ে সত্য,
কে বুঝিবে এসকল কৌশল তোমার ॥
বৃক্ষলতা গুল্মসব, মানব আদি বৈভব,
প্রমাণ সত্তারে তব দিচ্ছে বারম্বার;
স্বভাবেতে তত্ত্ব কথা, সতত রয়েছে গাঁথা,
এই কারণে মনে হয় তুমি আমার আমি তোমার ॥ ১৮২ ॥

হিন্দোল-যৎ।

উৎসবে মাতিয়া সবে গাও দয়াময় নাম,
দেখিবে আনন্দময়ী অবতীর্ণ ধরাধাম।
সকলেতে এক প্রাণে, মা জননীর আবাহনে,
যুক্ত কর মন প্রাণ হবে যদি পূর্ণকাম ॥
কালী বলে কুতূহলে, কৃষ্ণ প্রেমে বাহুতুলে,
হয়ে দেখ আত্ম হারা কি সুন্দর প্রাণারাম ॥
প্রেমময়ী প্রেমে ভরা প্রেমেতেই দিবে ধরা,
দেখরে সে প্রেম মুখ, প্রেমে মজে অবিরাম ॥ ১৮৩ ॥

মনোহরসাই-রূপক।

এলরে আজ স্বর্গরাজ্য ধরাতে।
হল প্রকৃতি মধুময়, সংসারে প্রেমের জয়,
বিয়োগ দোষ দূরে গেল যোগেতে ॥
কালী নাম কৃষ্ণ যোগে, দয়াময় অনুরাগে,
ধরিলেন বিমান ক্ষিতি যোগেতে,
সাধনের মর্ম্ম ভেদি, পুরুষ প্রকৃতি সিদ্ধি,
আনিলেন সদয় হয়ে কর্ম্মেতে ॥
রোগ শোক মৃত্যু গেল, অভাব নিবৃত্ত হল,
হইল পূর্ণ জগত পুলকেতে;
দেব মানব সংগ্রামে একতা হল ক্রমে,
দেবভাব এল দেখ মানুষেতে ॥
যে নামে যাহার মনন, দয়াময় যোগে সাধন,
কররে জগজ্জন মানসেতে;
দেখবে তাঁহারই রূপনাম, জীবনে সিদ্ধ কাম,
তিনি প্রকাশ হইলেন সর্ব্ব ভুতেতে ॥ ১৮৪ ॥

বিভাস ঝিঁঝিট-ঝাঁপ।

পূর্ণ প্রতিমা সিদ্ধির ধাম বলরে সকলে দয়াময় নাম।
নামের মহিমাগুণে, হবে জীবনেতে পূর্ণকাম ॥
জগতজীবন নাম সম্পদের সার,
(তাতে) বাল বৃদ্ধ যুবা সবে পাইবে আরাম ॥
নাম সাগর বন্ধন সেতু, স্বাধিষ্ঠান যোগ হেতু,
অমৃতের আধার পান কর অবিরাম।
সম্মুখ সংগ্রামে জয়, লভিবে পরমাশ্রয়,
আত্ম নিবেদন, হবে চরণে বিশ্রাম ॥ ১৮৫ ॥

আসোয়ারী-ঝাঁপ।

শুভদিন অরুণ উদিল, গেল শর্ব্বরী,
উৎসব আনন্দ ভোগ কর হৃদয় ভরি সংসার পাসরি ॥
সুবাসিত মিষ্ট অন্ন সম নামসুধা দিবেন দয়াময়ী দয়াকরি।
দয়াময়ী জননী স্বামী সহযোগে আলোকিত ভবন,
দেখরে নেহারি; দয়াময় সিংহাসনে অধিষ্ঠান দিবেন
আজ প্রেমের লহরী ॥
গুরু যোগে সহস্রারে হৃদয়ে তারিণী, স্বাধিষ্ঠানে পঞ্চ প্রেম,
স্থিতি যোগধারী; পাইবে অবাধে, তাঁহার প্রসাদে
সঁপ প্রাণ চরণে তাঁহারি ॥ ১৮৬ ॥

জয়জয়ন্তি-একতালা।

করবে যদি প্রেমামৃত পান। সবে সাধরে দয়াময় নাম ॥
আমরা দেব নরে, প্রভেদ ছেড়ে, এস একতানে করি গান।
দয়াময়ের পূর্ণ আবির্ভাব, ধরাধামে হল এবার গেল অসদ্ভাব।
আমরা দেব সবে তাঁর আশ্রয় লাভে
(করব) মর্ত্ত্য লোকে অধিষ্ঠান ॥
দয়াময় নামে দেহ জয়, স্বর্গ এল পৃথিবীতে নাহি মৃত্যু ভয়,
ছিলাম অলক্ষিত, অন্তর্হিত, এখন হলেম মূর্ত্তিমান ॥
এসরে মানব নিচয়, শঙ্কা নাই আর কোন রূপে হওরে নির্ভয়,
দয়াময় রাজা তোমরা প্রজা, কর পদে প্রেমাঞ্জলী দান ॥ ১৮৭ ॥

দেবাগিরি-ঠুংরি।

হরিবল মন দয়াময়, মনে মুখে মন দয়াময়।
হরি দয়াময় বলরে সংসার হবে মধুময় ॥
রসময় হরি রাধাকৃষ্ণ কলেবর, মিশিল দয়াময় নামে বল প্রেমের জয়।
চৈতন্যময় হরি, শিবদুর্গার সাধন,
করিলেন দয়াময় নামে চৈতন্য উদয় ॥
করুণাময় হরি নারায়ণ ব্রহ্মময়, ছাড়িয়া আপন যোগ এবে দয়াময়।
রমণীয় হরি নাম গোলকবিহারী,
বিমান ক্ষিতির যোগে হলেন দয়াময় ॥
দীনবন্ধু হরিপ্রেম সহজ রতন, বিমল করিলেন ধরা হয়ে দয়াময়।
দয়াল হরি আগুসারি লইলেন শরণ,
দয়াময় চরণেতে, বিষ হল ক্ষয় ॥
বীণা যন্ত্রে মুনিবর নারদ সুমতি, হরি হরি গানে পেলেন দয়াময়।
সর্ব্ব দেব যোগে হরি অহং দয়াময়,
নামরূপ সিদ্ধি হল জয় দয়াময় ॥ ১৮৮ ॥

আশা মিশ্র-আড়া।

কেমনে পাইব তোমায় হরি দয়াময় তুমি।
পাষাণ হৃদয় মম নাহি জানি ডাকিতে আমি ॥
শৈশব যৌবন জরা, ক্রমে চলে যায় তারা
তবু মত্ত চিরকাল নিরুদ্দেশে, বিদেশে ভ্রমি ॥
ভাবি সংসারেতে সার, না পাইলাম তত্ত্ব সার
দয়াময় নামের হার না পারিলাম, নিরয়গামী ॥
কালীকৃষ্ণ শিব যোগে, দয়াময় নাম অনুরাগে,
ধরি রাখি হৃদয় মাঝে, কর কৃপা হে হৃদয় স্বামী ॥ ১৮৯ ॥

আশোয়ারী-ঝাঁপ।

শরৎশশী উদিল মানস কমল যোগে,
আকাশ মার্গে মিহির সদনে লভি শীতল জ্যোতি,
চরাচর রঞ্জিত অনুরাগে।
দয়াময়ের রাজ্য হরি যোগেতে নাচিল,
সকল সাধন পূর্ণ হতে চলিল বেগে ॥
হরিবল রসনা, করুণা অনিমা যোগে ব্যাপিল জগৎ,
মোহিনী মুরতি, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রেম বিস্তারিল দশদিকে ॥
যেন সৌদামিনী পুঞ্জ,
প্রপঞ্চ ভেদি মাতার অনুপম রূপরাশি প্রকাশিল,
মনমসী দূরে গেল জাগাইল বিবেকে বিনাশিল বিয়োগে ॥
সিদ্ধ মনোরথ দয়াময় নামে,
মুদিল আঁখি পাপ পিশাচ দুর্ণিবার,
দেখ মাতার রূপ ব্যাপিল ক্ষিতি স্বরগে ॥ ১৯০ ॥

রাগিণী সিন্ধু কাফী-যৎ।

কিভাবে আছ হৃদয়ে ওহে দয়াময়
মানসিক ভাবে আমি পাইনা তোমায়।
আকার ইঙ্গিতে দেখি, তোমার কাছে সদা থাকি
বিনয় রাজ্যেতে সাধন দেওহে আমায়।
অবারিত দ্বার তব, তব চরণ বৈভব
পাইতে সাধ মনে বড় দাওহে ত্বরায়।
দর্শনেতে চমৎকার, হইতেছে সদা মোর
পারি না রাখিতে ধরি অবশ হৃদয় ॥ ১৯১ ॥

পঞ্চবিংশতি শারদীয় ব্রহ্মোৎসব।
২১শে আশ্বিন, ১৩০১ সন।

প্রীতি প্রণয় অবিনাশি রাজ্য কর্ম্ম বিবেক যোগ প্রেম সাধন জগতে প্রকাশ।
বিষণ্ন বদন কার্য্য শান্তি প্রেতের মাধুরী আনিল হল মহাবিপ্লব শেষ।
দেখরে জগতের রাজ্য সঞ্জিত হইল বিষয়
গরলামৃত সাধনে আসিল আর রহিলনা কৈতব লেশ।
বিদ্যাবুদ্ধি আদরেতে ধরি শুদ্ধ বেশ,
অজাত মৃত মাতৃ যোগে করিল পূজা অশেষ,
বিনাশ রহিত হয়ে কল্পতরু ছায়ায়,
মানব নিকর আজ দয়াময়ের কৃপায় মুক্তির আদর্শ লভিল বিনা আয়াস।
পরম রাজ্য নিকটে আইল, সাগর বন্ধন করিয়া,
অবারিত দ্বার বারিবে কে আর দয়াময় হরিলেন মায়া।
হল স্থিতি যোগে সিদ্ধি পূর্ণ, আজ মানব হল মৃত্যু শুন্য,
মনের কৈতব ছাড়িল মানব বিষয়, সিদ্ধি যোগেতে,
আনন্দিত মনে হৃদয় আসনে, স্থান দিলে সবে জগতে।
ছিল গৃহ বিবাদ অধীনতা, এল শুদ্ধ যোগ স্বাধীনতা।
প্রেমের মহিমাতে মুক্তি এল জগতে,
সাধুসজ্জন নাচিল আনন্দেতে, দয়াময় ছাড়িলেন ছদ্মবেশে ॥ ১৯২ ॥

খাম্বাজ-যৎ।

হরি নামেতে অমৃত বর্ষণ হল জগতে।
সে সুধা খাইল যারা র'ল না মৃত্যু ভয়েতে।
আধ্যাত্মিক অমৃত সেই, দেহ ভিন্ন কেবল দেহি,
মায়াকে হইয়া জয়ী যাবে স্বর্গ ধামেতে।
একথা আর নাহি মানি, দেহ আত্মা একগণি,
দয়াময়ের মুখের বাণী মুক্ত হবে দেহেতে।
শুনরে জগতজন, দয়াময় কর মনন,
সর্ব্বযোগেতে মিলন, হবে এই নামেতে ॥ ১৯৩ ॥

তাল-ঠুংরি।

হবে বিশুদ্ধ মিলন, পাবে সে সাধন, নামের মহিমা হইবে পূরণ।
অবনী আকাশে, বিমর্ষ বিনাশে,
হবে মানব ত্রিদশে উল্লসিত মন।
শুভ প্রেমযোগে, অপ্রেম বিয়োগে, নাশি প্রকাশিবে যত নিকেতন,
সংসার সাগরে, নির্ভয় অন্তরে, উত্তরিবে সকল নর নারীগণ।
জ্ঞান প্রেমে মিলি, দিবে করতালি, অনল বাতের মিলন যেমন;
অভাব মোচন, শমন দমন, হইবে জগতে ক্লেশ নিবারণ।
নাম সুধাকর, আপনার কর, করিবে বিস্তার নাহি পরিমাণ;
সকল দুর্ল্লভ, হইবে সুলভ, ব্যাকুল মানব পাইবে জীবন ॥ ১৯৪ ॥

জংলা-একতালা।

সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়,
কারণেতে সিদ্ধিদান কৈল এসময়।
নামেতে সাধন যোগ যাহা ছিল সংসারেতে,
সর্ব্বনাম কল্যাণ যোগে কলির উদয়।
কৃষ্ণ রাজ্য রাম রাজ্য সর্ব্বযোগে মিলাইয়া,
দয়াময় নামে পূর্ণ করিল হৃদয় ॥ ১৯৫ ॥

পরজ বাহার-ঝাঁপ।

হরি বল মন রসনা, পাবে সিদ্ধি চিরকাল,
সংসার সন্তাপ যাবে পূর্ণ হবে কামনা।
বিষয়ের রাজ্যে থাকি, করুণাময় হরি ডাকি,
অবিষয়ে কর সখি অধীনতা রবে না।
বৈরাগ্য আন মনেতে; বিলাসিতা নাই কর্ম্মেতে
হরিরূপ ভবনেতে সতত দেখনা;
রূপে হরি নামে হরি, প্রেম যোগে সদাহরি,
জ্ঞান যোগে দেখ হরি মলিনতা রবে না।
দয়াময় নামের গুণে, হরি নাম সুধাদানে,
মাতাইল জগজ্জনে আনি পূর্ণ সাধনা;
বল দয়াময় হরি, দয়াময় অবতরি
সর্ব্বনাম এককরি ঘুচাইলেন যন্ত্রণা ॥ ১৯৬ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ-ঠুংরি।

হইল শুভ কাজ,
তোমার প্রসাদ দিলে সেবকের মুখে অমৃত সমান।
সম্পদ বিপদ, শুদ্ধ কার্য্য সব, সতত খেলিছে দেখে ভাবুক জন।
কে বুঝিবে মর্ম্ম, ছদ্মবেশী কর্ম্ম, সংশয় সাগরে তরঙ্গ যেমন;
সকলই মঙ্গল নাই অমঙ্গল তোমার কার্য্যেতে বুঝিলাম এখন ॥ ১৯৭ ॥

মনোহরসাই-একতালা।

ভয় নাই আর সংসারে দয়াল নাম সাধরে।
জীবের পরিত্রাণ শুভ বিধান দয়াময় রূপ সাগরে।
মধুর প্রেমের ধন, দয়াময় কর মনন, হৃদয় শুদ্ধ হবে অচিরে,
দেখ যাবে ব্যাধি হবে সিদ্ধি মৃত্যু ক্ষয় হবে শরীরে।
শিব শুক নারদাদি, পায় নাই কেউ জীবনের বিধি,
বিধি বিষ্ণু সব যম করে,
এখন অবতীর্ণ মৃত্যু শূন্য দয়াময় রাজ্য বিস্তারে ॥ ১৯৮ ॥

আলাইয়া-ছব্‌কি।

তুমি আমার সকল সুসার দয়াল অবতার।
আর কে করিবে ভবে পার।
রজনী দিবস সদা, কার্য্যকর্ম্মে নাহি বাধা,
শশধর রুদ্রবাধা সহিষ্ণুতার আঁধার।
আজ্ঞাতে তোমার নর, যত ভুচর খেচর,
অস্তিত্বে হল গোচর চরাচর এসংসার।
দাওহে চরণ সরোজ, হৃদয়ে কর বিরাজ,
কটাক্ষেতে মহারাজ কর প্রজার উদ্ধার ॥ ১৯৯ ॥

আলাইয়া-তাল একতালা।

প্রেম কর দয়াল প্রভু তোমারি সকল সাধন।
তুমি বিষয় রাজ্য শুদ্ধ কর দিয়ে নরক সাধনে
স্বর্গের যোগ পূর্ণ কর্ম্মঠ ভাব বিচক্ষণ।
চমৎকার হল জগতের লোক কারণবারির আঁধারে পরিয়া মানুষ
মানুষী পাইতে সিদ্ধি ধাইল দয়াময় চরণ করিতে আত্ম নিবেদন।
সুপুষ্প গন্ধ ছাইল দিগন্তর, বিশুদ্ধ কান্তিরূপ মনোহর,
পাইল করিতে হৃদয় শান্তি আর রহিল না অবিনয় সাধন ॥ ২০০ ॥

আরতি

জয় দেব দয়াময়।
বিকশিত কুসুম, নব ঘন অনুপম, সংহতি নেত্র অবিরাম।
রাম কৃষ্ণ দেহ, রহিত সন্দেহ, গেহ রমণী অনুগ্রহ।
রজনী দিবস, মানস সরস, পরশমনি অনিমেষ।
রমণী সুধাকর, দিনমণী দুঃখ হর, বিহরে হৃদয়ে পরাৎপর।
বিষয় গরল, সুধাময় পরিমল, বিলয় বিলাস সম্বল।
বিজয় পতাকা, বন ভবন চন্দ্রিকা, অলকাতিলক বিভীষিকা।
মৃতসঞ্জীবন, সৃজন পালন, মনমসী দূর নিবারণ।
মানুষ বিহঙ্গ সতত নিসঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ সদারঙ্গ ॥ ২০১ ॥

আরতি

জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময় ॥
জগত জীবন নাম কর্ম্ম যোগে লও।
কালী কৃষ্ণ শক্তি যোগে, জয় নাম অনুরাগে,
হরিল সকল মন্দ জয় দয়াময়।
বিষ্ণু ভক্তি কৃষ্ণ ভক্তি সম্পদ সুখ বিভূতি,
জয়দেব হরি ব্রহ্ম কৈল অনাময়।
শান্তি রাজ্য কৃষ্ণ কান্তি কীট পতঙ্গ জগৎ ভ্রান্তি,
দয়াময় নামে জয় সর্ব্বলোকময় ॥ ২০২ ॥

আরতি

প্রেম সিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়।
নাম সংযোগে, পূর্ণ অনুরাগে সাধরে জীবগণ ছাড়ি শোকভয়;
বিলাসময় রাজ্য জগতের ঐশ্বর্য্য শুভাশুভ কার্য্য সংশয়।
অবারিত দ্বার, যুগল কিশোর, সিদ্ধ যোনি স্বহৃদয়;
করুণাময় অর্থ, সকল সামর্থ, কৃশ তনু সবিনয়।
জয় পরাজয়, সদয় নিদয়, আহলাদিনী পরিচয়;
মনসা শিব জায়া, বিষামৃত ধরা কায়া, অধরা বিদ্যা বিষয়।
প্রকাশ নয়ন, দর্শন ধ্যান, দান কর অবিষয়।
পরিপূর্ণ সাধন, সসম্পদ জীবন দেহ নিধন বিদায় ॥ ২০৩ ॥

আরতি

সবে বল জয় জয়, দয়াময়ের জয়।
সর্ব্ব সিদ্ধি মহাশক্তি, জগৎ লক্ষ্মীর জয়।
স্থাবর জঙ্গম আদি পশু পক্ষীর জয়।
চেতন অচেতন আদি কীট পতঙ্গের জয়।
শিবরাম কৃষ্ণ দুর্গা আল্লা করিমের জয় ॥ ২০৪ ॥

আলাইয়া-ছব্‌কি।

হরিহে রাজ্য রাখ দিয়ে শ্রীচরণ সাধন।
জগতে করহে সিদ্ধি দানে মুক্তিময় জীবন ॥
আবির্ভাব তিরোভাব করিয়াছ এতকাল,
দয়াময় নাম সুধাজলে অভিষিক্ত কর এখন ॥
মানস প্রতিমা সিদ্ধি দেহ শুদ্ধি এবে আন;
বসন ভুষণ যত, চাহিনা রতন ধন ॥
সংসার বিষয়ে মজে গত হল বহুদিন,
কৃতদাস কয় কর সখা, তোমার সদন ॥ ২০৫ ॥

সখীসংবাদের সুর।

ধুয়া।

হবে সাধন সিদ্ধি যাবেরে অসিদ্ধি সম্পদ সাধনে।
বিষয় বাসনা পূর্ণ হবে এজীবনে;
কর্‌লে রূপ সাধন দর্গাননে !
এল এমন দিন আজ দয়াময় নাম কারণে ॥ ২০৬ ॥

ছোটপদ।

এল পার্ব্বতীর প্রেম জীবন সাধনে ॥ ২০৭ ॥

শেষছড়া।

বিষয়েতে সহিষ্ণুতা, কপটতা প্রেমেতে,
ছিল আর মানব কপটতা প্রেমেতে;
সে কাল নাই এখন বিষয়ে, কর্ম্ম ভানুদয়ে,
বিলাসিতা এসময়ে সিদ্ধ যোগেতে,
কৃশভাব গেল দূরে যুগল সাধনে।
মিশি বায়ু পাবক ক্ষিতি বিমানে ॥ ২০৮ ॥

চিতান।

এল শরতের মধু মাখা প্রেমোচ্ছাস শিব সাধনে।
জীবন সাধিতে, মর্ত্ত্যভূমিতে, উল্লাস মনে।
প্রীতিনামে কর্ম্ম যোগ এল ধামে, সিদ্ধিকামে চন্দ্রোদয়।
দেখ ওরে মানব সিদ্ধকামে চন্দ্রোদয় তিমির বিনাশী শশী,
মোহিনী রূপ পরকাশী পুলকিছে নিশি দিশি, মানব হৃদয়।
এল দুর্গার রূপ পিতার বক্ষে পিতৃরূপ
মাতার বক্ষে সঙ্গোপনে ॥ ২০৯ ॥

অন্তরা।

মনে ভেবে দেখ, শিবরূপ সহস্রারে,
গুরুরূপে শক্তি পীযুষ সমর্পে;
পূর্ণ শক্তি আবির্ভূত, শিবগণ ভূত প্রেত,
সহ শিব মজ সুধা কূপে ॥ ২১০ ॥

কীর্ত্তন সুর-একতালা।

কেশব হরি রুদ্র রূপ কুশল সাধন তোমারি।
তুমি নিদয় সদয় অরি রাজিত হৃদয় অমৃত মাধুরী ॥
(এল শুভযোগে, নাম সুধা, নিবারিতে ভবের ক্ষুধা)
দয়াময় নাম যোগে, বিয়োগ মত প্রভেদ সাগর বন্ধন,
সুখের সাধন আইল গেল বিবাদ;
কর অরি বিনাশ মহিমাতে (বিষয় গরল শুদ্ধকর)
আসিবে স্বর্গ পৃথিবীতে ॥ ২১১ ॥

সারঙ্গ কাফি-সুর ফাক্তা।

বীত্ গেই দিন রয়ণা।
সুধারো করম কি পাস্ বিল্‌কুল্ সয়্‌দা।
বেঁচু বেদার হক্‌তালা,
আল্‌করিম্ ফরি আদ্‌রস্ ক্যৌন্ হ্যায় ওয়াহেদ্ জান্ আৎনা।
বরোজ গিরিফ্ তার্ ক্যৌন্ হ্যায় তেরি পাস্,
জান্ উস্‌কো আপ্‌না কেঁওকর্ সপোর্দ্দ,
করেগা আপনে কো জান্ নে সার, যো সেওয়ায়্
উস্‌কে নাহি জিন্দিগিকা খুবি কই ঠিকানা ॥ ২১২ ॥

তাল-মধ্যমান।

যব্লাগি হরিনাম আপ্নেছে কাহেল হুয়া
সব নাহিহুঁয়া করম্ দার্ কি সেওয়া তব্।
কোই নাহি করম্কি সাত্ আপ্না জো করেগা
কাম্ কসুর্ ম্ন্দহু তেরি পাস্ ইয়ে সর্ব্ব।
কেয়্সে করো দিল্কি ধ্যান বেহুসি,
নহি গেয়া করম কি ফাসি, দেখ সিনেমে হুর্ব ॥ ২১৩ ॥

ভূপালি-চৌতাল।

দিন রয়না রাম নাম জপরে অবোধ মন কেয়েছে দিন যায়।
নাম লেনা গাওয়ারা তো কো কেয়া পরিভারি,
শুধরি পয়নে ভাওড়া ভয়া, সনসার ছোরি ফকির নাম কহলায়।
জ্যোত ধরনে আঁখিকা অঞ্জন নাহি দিয়া,
কেওকর্ বিরস ছোটে আনন্দে গুণনাহি গায়া,
হরিহর সম্পদ বিপদ নিবারণ নাহি পায়া,
রহসে রহসে জম্ তেরি মনকা কঁয়ল লুট যায় ॥ ২১৪ ॥

কানাড়া বাহার-তাল সুরফাক্।

নিম শাম ছল্বল্ করতে গওয়ায়া রেয়্না
দিন নাথ বিনা থরফত মেরে প্রাণা।
কানন ভরা গুণ কীর্ত্তন নাহি কিয়া, নিপট গঁওয়ারা বিচ্মে মায়া,
শুধারো নাম কি ধনি হরিহর ব্রহ্ম, গাই আনন্দ নাম পাই যুগল চরণ।
নমো নমো মাধব শ্রীধর মুরতি, কহি নাহি এয়্সা তো যেয়্সা ধরে শকতি,
মুরখ হাম কেয়্সে গাওয়েত দুরমতি,
তোয়া দরশণে পরচ্ছন্ন কঁওল বন যেয়্সা দিনা ॥ ২১৫ ॥

মালকোশ-চৌতাল।

কাশী পতি বিশ্বেশ্বর সিদ্ধি দাতা বদ্রিনাথ,
সুধারো মনকা-জঞ্জাল সেওক মাঙ্গে তেরী সাথ।
জপন মনন ধ্যান কেয়্ছে কঁরো নাহি
মেরা করম ধরম বেরেথা দিন যাত,
মাধব নাম তেরি দয়া সিন্ধু বাখানে জগৎ সনসার দিন রাত।
অন্ধ কোপ বিচ্মে মায় পড়িহো নাহি দিয়া তেরি চরণ
যো ছিনেমে ধরো জ্যোত,
করণ কারণ হর্ত্তা কর্ত্তা গণেশ জননী রাজ কার্ত্তিক,
ভূপাল জলদ বরণ শ্রীবৃন্দাবন গোবর্দ্ধন ব্রহ্মধাম নরনাথ ॥ ২১৬ ॥

ভৈরবী-চৌতাল।

নাম সমেতম রসনা কেওনা করি।
ছোড় বিবাদ রোল রাম কৃষ্ণ হরি।
মান সম্ভ্রম নিতারাম্ভি বাজকরতালী,
নেহার সমন্দুর উঠে অঙ্গ বিচ্নাম লুটাই,
কেয়া মন্দর্য্য কুলিনা ভয়া সাহি হেয় আছর মনমে,
সিওদুখ ছোড়ি চরণ সুখ বিলাস সংসার ছোড়ি ॥ ২১৭ ॥

বেহাগ-সুফাক্।

কর্ম্ম ধাম সমজত রূপরস কারণ বারি,
নারি নাথ ছোড়ে করে রহস পরপুরুখ বিচারী।
করম কি বংশি বাজে সদা রঙ্গকি সাৎ কহি নাহি আওয়ে
কাম বিন রঘুবর নাথ, করম ধরম সব্ এক নাম লহরী।
না জানো মায় কেঁওকার সুধারো মেরে মন,
বসন ভূষণ লাগি নাহি মেরে কাঁওন,
যো বিদ্যা ধরমে দিহেয়্, সনাতন,
আচার্য্য কো নাহি পূছা যো পাওয়ে রহম,
জনম লোটী মানুষ কুটিল ভাওয়ে,
জিনকা সাধ কিয়া হামারী ॥ ২১৮ ॥

বেহাগ-চৌতাল।

নটবর রূপ কর্ম্ম ভুগে যোগে নাচন লাগি,
হরি শঙ্কর ব্রহ্ম বাজাওত গাওত নাম আরতি।
যদুকুল তিলক গোলক ধামছে আওয়েত
বচন শুনি নাম দয়াময় মনমে জাগি।
নমোঃ নমোঃ বিষ্ণু সাধব নাম তুহারি,
সম্পদ সুখ বিলাস সকল রূপ তেরি,
নাহি জগমে তেরি সমান সৃষ্টি স্থিতি লয়
কারণ দয়াময় তুহি নিভাদে রাস্তে মেরা,
যো চলেহু বাট, ভও সাগরমে উঠল পড়ত নক্র চক্র বিভ্রাট,
পাদ কওঁল পরসন লিয়ে ভই হোঁ যোগী ॥ ২১৯ ॥

বেহাগ-ধামাল।

রাজ রাজ হরি রাজ পূর্ণ কাজ নিয়ামত দুনিয়া।
দয়াময় হরি হর সম্পদ বিপদ ছিনেমে ধরো ভাঁইয়া।
নাহি কহি এয়্সা দেখ ধ্যানধরো কে,
জগমে দুহাই সনাতননাথ বিনা কিছিকা জমকে,
সেওক মনোরম বিজড়িতানছে গাও খুল ঝিয়া।
রহস্ নাম জীস্কা নারী পুরুষ সদা গাওয়েত
বিলাস সিঙ্গার জিসকা ভাওয়েত মনুমথ,
আরতি সদা রঙ্গকা নাম লেনা ধরকত লেও
সাধ সকল রূপ রস ছোড়ি মায়া ॥ ২২০ ॥

সারঙ্গ-ছোট চৌতাল।

নাম কীর্ত্তন ছকড় সুখ বিলাস রুদ্র তেজ।
নাহি কোহি এয়্সা করম কি পাস্ কাটে ভেখজ।
গুজরি রাতদিন বহুত,
নাহি হুঁয়া মনমে জাগ্রত,
প্রভুকি নাম কঁওল সুখ ভাওয়াত,
বিলাস লয় কারণ কিয়া কৌন কাজ।
হরি মুখ দয়াময় নাম,
নহুক রাজকি সুরত পূর্ণ ধাম,
অব নানক সিয়সুখ পরম রাম,
আরাম কেওনা করি মন মুখ এক বাত ধরি,
নবরূপ মাধুরী বিচ্ যুগল চরণ করে বিরাজ ॥ ২২১ ॥

কেদারা-চৌতাল।

করম কি বাত মেরি নাহি হে ইয়াদ মনমে সেওয়া বন্দি তেরি।
রসনা করে প্রয়াস্ নামকি ধনি,
নাহি মেরে পাস কেনারা মে ডালে হুয়ে নামটি পিয়াস,
সেওক বৎসল রঘুবরকি পরসাধ লটি যায়
হর্তফ্ মোজ্কু মিলে ভারি ॥
করণ নাথ নাহি হোগী বরবাদ্,
আগর বেচারাকো কর আশীর্ব্বাদ,
তেরি জাতকি ছিফৎ হে গরীব নওয়াজ,
ধরো হামকে বেনেহাত,
জবরদস্তিছে নেহি তো কুছ, কাম নেহি হামারী ॥ ২২২ ॥

আরানা বাহার-ধামাল ও যৎ ।

বসন্ত কি বাহার সমজলে ভাঁইয়া।
রাত দিন তড়ফত মেরে ঝিয়া।
কৌনছা মানুষ উয়েহেয় জিস্কা দেলমে,
পিয়কি খবর নাহি পহুছে হরগরি ইছ্ দিন্সে,
সমজ্ বুঝ্কে দেখ কৌন তেরে ইয়ারা।
নাহি হেয়্ জ্যোত আঁখিকে যো দেখ আস্মান্ জামিন্ নাহি
হেয়্ প্রেম মন্মে জো আপনে কো লেওয়ে চিন্ করম্কি
বাত্ এয়্সা তেরি মিট্টিছে মিল কিয়া ॥ ২২৩ ॥

বেহাগ-শঙ্করা-তাল ছবকি।

সেওক কারণ রারি,
সনাতন নিরাময় নিরঞ্জন জগতে ভাওণ তারণ রাম হরি,
নাথ অনাথ শরণ কূর্ম্মরূপ ধারী।
নৈমিরষারণ্য বিচ্মায়া কঁওল বন মাধুরী, রাত দিন
হরে কৃষ্ণ কঠুরি হেয়গি হরি বাসরি।
রাম রূপ করণ কারণ জন্মে সাধ সকড় ছবি তোহারি,
করমদার তো কোহি নাহি জগমে সমান তেরি।
করো বন্দেকা রাস্তা সেলাম, মে তেরি,
দায়ের কাবা চর্চকি খবর এক বাত্মে সুধারী।
বিলখ্ষণ অভিলাখ্, তেরিপাস্ হেয়্ হামারি,
জমিন্ আস্মান্ বাহুরি নাহি দেখি কির্দগার জুল্মত্ কারী ॥ ২২৪ ॥

বাহার-ধামাল।

হোলি হেয় মেরে ঝিয়াকি আরজ সবকো মিটাও আজ্ তোহি দয়াময়।
রমজমে ছম্জমে সুখ বিলাস লিয়ে,
হেয়গি তেরিচ্ছবি মনমে হামারী তেরি কারণ
সঙ্কট বিচ্ পরি হো নহি দেখ নিয়ামত পাবন্দি ছোট্ যায়।
হামারি রাজ তেরি চরণ মে যব্ আবির কুম্ কুম্ দেনে হে পিয়াস্,
নাম নাহি জানো দাঁইয়া তেরি,
কর রহস সহজ হোগা জ্ঞান গুণ নাহি চায় ॥ ২২৫ ॥

বাহার-ঝাঁপ।

কেওয়ার খোল দেখ তেরি বদন চন্দ্রমা, রহস সাধন হামারি।
পিয়াস মিটাও যম যোগ নাহি কহি আপনা,
আজ রাস্তেপর ফাগুয়া দেখনেছে কো, কুচ জিন্দিগিকা, খবর বাহুরি।
রাখো হামারে দিনকো ছাঁইয়া তেরি কুঠরি রিচ্,
নারি পুরুষ চাহে আজ মিলন সুখ সম্ভূগ,
রাধা কিসন্কি ধামমে জগজ্জন মন মুহন কারী ॥ ২২৬ ॥

কামোদ মল্লার-চৌতাল।

নাম তেরি করম ধরম বিচ্‌হেয়্‌ মও কুফ্‌।
নমো বিষ্ণু হরিপদ কহি নহি ছাফ্‌।
সিন্ধু বিচ্‌ পরিহো পাইয়া তোহি মনোহর ছবি আরতি নাহি মনমে,
তেরি কারণ সংসার ছোড়ি ঝড় খন্ড ঢুরি নাই পায়া কুচ পাত্ত্যা,
বিল্‌কুল্‌ জাবেদা তেরি তারিফ্‌।
মান মন্দিল হেয়্‌ করমকি দুঃখ,
সাম্‌নেছে আওয়ে আসা রূপ সুখ,
তেরি মেহের কি চ্ছবি যব্‌ দেল্‌মে করে যোগ,
কৌনে রূখে হাম্‌কো আগর চরণ
রাজ কৃপা হো এক হরফ ॥ ২২৭ ॥

কামোদ মল্লার-সুর ফাক্‌।

রসনা কর কাম, তেরি বন্দেগি করে নামমে আছর,
বিয়া বানমে, রুহু নাহি ড্‌রতো কো বনিয়া দম্‌।
পেচস্‌ কি বিমার হে নাহি হেকিম পাস্‌ রাস্তাছে চলে হো কহি
নাহি সাথ নাম দার করম্‌ হক্‌ বন্দেপর তক্‌থা হর দম্‌।
ছাবোদ করো কালের মে মাবুদ কো পর্‌তো বেছে
যো উছ্‌কা কিয়া পয়দা হর সাইকো মন্‌সা মিজাম
জুম্‌ জুম্‌মা ছাজি হুকুম মে হেয় কুদ্‌রত্‌ মদাম ॥ ২২৮ ॥

সিন্ধু কাফি-তাল যৎ।

কেনারা মে রহো ছাঁইয়া, তেরি বাৎকি খবর, নামিলে হাম্‌কো।
কেয়্‌সে ইয়াদ্‌, করে গা বন্দা বেচারা জাত্‌ তোকে।
নাম লেনা হারামি কাম, নেহিত তেরি সাম্‌নেছে কাম্‌,
ইয়াদ্‌ মে তেরি নাস্তা নাবুদ্‌ মাবুদ আল্লা
আওয়ে আদম্‌ জাদ্‌ হর কিছিকো।
জনম্‌াক গওয়ানি মেরে, ইয়াদ্‌ গয়ের ছাফ্‌ জাতকি কেওকরে,
মাদা ছাফ্‌, আক ছাফ্‌,
মর করা ছগির দিলমে হেয়্‌ বে বরদাস্তি আপনে কো ॥ ২২৯ ॥

ঝিঝিট-ঠুংরি।

তেরি নাম্‌ কি ধুনি যব লাগি দেলমে উদাসি বনি।
নাম্‌ কি আরতি নামকি ধ্যান হর্‌দম্‌ রাক্ষে ইয়াদ্‌ দুনিয়া কানি।
করুণাময় হরি দয়াময় নাম্‌ মে হুয়ে অবতীর্ণ জনক জননী ॥
রাজকি শাসন লিয়ে হাতমে আপনা করেগা কাম্‌কিয়া হেয়্‌ বাণী।
আজ তেরি নামমে হামারি রাজ আগর দেগা
তো খোর রহে জিন্দি গানি ॥ ২৩০ ॥

ঝিঝিট-তাল ঠুংরি।

আস্তাই পাকড়ো মেরা, দেল্‌কি খবরদার মহম্মদ সইদ তেরা।
মুরাদ বনি হেয়্‌ তেরি জাত কি খবড় দারিমে,
ফানিমে চমক্‌দার ছোবৎ মতিয়া দরিয়া কেনারা।
কারিগর নাহি হেয়্‌ তো যেয়্‌সা কহি দুনিয়ামে এস্‌কেছে
তেরি জিন্দা আদম্‌মারে সমন্দুর লহরা ॥ ২৩১ ॥

ঝিঝিট-তাল ঠুংরি।

পেরে সানম্ দিদা ছুরতিন্ দিল রোবা গফ্‌লৎ বুরিদা।
নেস্তি পয়োস্তি বুধরাসরাস্তি কাদির জামানারা তফ্‌রিক্ দাদা ॥
হেকিমে রুয়ে আল্লা বড়কতস্ ছোবান আল্লা বর হর
সাই দাদ বেদাদ হুসমত নমুদা ॥ ২৩২ ॥

পিলু কাওয়ালী

বেগেয়ের হক্‌তালা কহি নাহি আপনা নাজছে রাক্ষে দিল্‌মে
নাম বেদার রহে না।
করো ফর্‌কি জাৎ আদমকো চাইয়ে ইয়ে কর্‌ণা
বেগেয়ের তি আগেছে লাগি জিস্‌কা দিন্ রেয়না
দৌলত দুনিয়া দারিমে কোহ নাহি ঠিকানা।
আপনে কো গেয়ের কি হাত্ বেকুবিছে ছোড় দেনা।
আল করিম কির্দ্দগার নাম্‌কো কর হরদম্ সাম্‌না বিল্ কুল্
কিফায়েত্ হুগা জিন্দিগিকা কারখানা ॥ ২৩৩ ॥

পিলু কাওয়ালী।

জিস্‌কা দিল চাহে তোজ্‌কো ছুইহেয় মদারল্ মেহাম্।
হর্‌দম্ তেরি জাত্‌কো বে ফিকিরিমে করে করে ধ্যান্।
জিস্ দিন্‌ছে মুদ্দি আঁখ বয়ঠে তেরি পাস,
ঘর্ বার্ আপনা দিলছে ছোড়ে, কিছিছে নাহি রহে কছু কাম্,
দুনিয়াকি নিয়ামত তেরি বন্দেগি এক্‌লা করে জিস্‌কো এ হেৎমাম,
উমেদ্ উছকা নেহি টুটে দরিয়ামে খোস্ কলাম।
সব্ হেয় তুঝি কি লিয়ে নেহি। হেয় আন্দিয়ারা তামাম্,
আলম্‌মে ছব্ আপনা জিন্দিগি উস্‌কা হায় আরাম্ ॥ ২৩৪ ॥

কানাড়া ঝিঝিট-যৎ।

হাম্‌নে কেয়া জানো দাঁইয়া তেরে মটকে লটকে
যো আপমেনে ঠানু।
রম্‌জে নাহি হয়চে দুনিযা বেনলিস্ চলো জাকাৎমে আপনা,
আর্‌ফা জিস্‌কা হাৎমে উস্‌কা বাৎ মানো জিছকো
দিল চাহে জিছকা মাঙ্গে পরসাধ উছকা,
নেহি তো সোদাগরি কিয়া হেয় দুনিয়া কি ইয়ারো ॥ ২৩৫ ॥

কানাড়া ঝিঝিট-তাল যৎ।

নাম তেরি রাক্ষ্যে ইয়াদ্ মে,
মক্‌দুর নাহি মোঝকো যো আওয়ে কাম্‌মে।
বেচারা বেহালৎ মোঁয় হো,
করম্‌দার তো করো কুসিস নাহি কই
এক্‌তিয়ার বে এক্‌তার্ সব্ তেরি হাৎমে।
রাবে তাকু কবো পহলুয়ান্ জামানা,
নাম বেগেয়ের রমজ হারাম্,
জিস্ মানি, সাদি গমি এক করো নাম্‌মে ॥ ২৩৬ ॥

লুম খাম্বাজ ঠুংরি।

ইয়া মাবুদ আল্লাহো মেরে তক্‌দির কি বাৎ।
জান্‌কো নে ছার্‌মে চালো নাহি হুয়া বে ছালে ছনম্‌।
বর্‌বাদ হেয়্‌ সব্‌ তেরি ইয়াদ বন্দেগি এবাদৎ বেগেয়ের করম
ছরফাজি কাহা হেয় তেরি জাত কি ছিফৎ।
পাবন্দি কিক্‌রে জান্‌ আরফাছে এক হেয়ে তেরি সাধ,
ছমজমে হামারে নাহি আয়া দেখ বেনেহাৎ।
জিন্দিগি উবাল হেয়্‌ মেরা নাহি দিয়া তালেব কোজ কাৎ হর্‌দম্‌
ইয়াদমে দুনিয়া গেয়া দিন রাৎ ॥ ২৩৭ ॥

গেরি তেওড়।

হরম্‌ দয়েরমে তেরি ছবি হেয়্‌ দেখ্‌নে কো নাহি পিয়াস।
নাহি হেয়্‌ মন্‌মে করণ কারণ বেদার নিন্দকি নিবাস্‌।
বম্‌জে সম্‌জে সবকু দেখ্‌ কাহে নাহি তেরি পরস্‌,
জমিন আসমান্‌মে সব কুচ্‌ হায়ে, হো রহি তেরি বেবস্‌।
মাবুদ আল্লাকি নাম ইয়া, হর্‌দম্‌ রাখো তেরি পাস্‌,
রহিম ও করিম্‌ কি কুদরথ দেখ জাহের ও
বাতিন্‌ পরকাশ ॥ ২৩৮ ॥

সমাপ্ত